গোবিন্দ সামন্ত

বা

বঙ্গীয়-কৃষি-জীবন।

(রে: লালবিহারী দে কৃত ইংরাজী গ্রন্থের অনুবাদ)

প্রথম খণ্ড।

শ্রীসত্যবাদী ঘোষাল কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

প্রথম সংস্করণ।

কলিকাতা

২-১ নং বাগ্‌বাজার ষ্ট্রীট্ মণিরাম যন্ত্রে

শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১২৯০ সাল।

বিজ্ঞাপন।

—:০:—

কতিপয় বন্ধুর অনুরোধে গোবিন্দ সামন্তের বাঙ্গালা অনুবাদ প্রথমখণ্ড প্রকাশিত হইল। যাঁহারা ইংরাজী গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা সহজেই বুঝিতে পারিবেন ইহা প্রকৃত অনুবাদ নহে। ভাষানুরোধে স্থলবিশেষ পরিত্যক্ত ও স্থলবিশেষ নূতন সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ফলতঃ মূলগ্রন্থের যথাযথ অনুবাদ করিতে সাধ্যমতে চেষ্টার ত্রুটি করা হয় নাই। এক্ষণে পাঠকবর্গের সন্তোষপ্রদ হইলেই শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

কৃতজ্ঞ হৃদয়ে ইহাও প্রকাশ করা যাইতেছে যে সিটীস্কুলের শিক্ষক পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ইহার ভ্রম সংশোধনে যে আনুকূল্য করিয়াছেন তাহা না পাইলে পুস্তক সাধারণ সমক্ষে প্রকাশিত হইতে পারিত না।

দ্বিতীয় খণ্ড অনতিবিলম্বেই প্রকাশিত হইবে। ইতি

ভূকৈলাস রাজবাটী
৫ই আশ্বিন ১২৯০

শ্রীসত্যবাদী ঘোষাল।

No 1.

Bhukoylas
The 29 th June, 1883.

To the Revd, Lal Behary Day,
author of Govinda Samanta.

Sir,

Of late I have gone through the above work which is valuable one ever produced by the natives of Bengal. It seems to me to be exceedingly interesting and in order to render it more interesting and valuable to the bulk of multitude it ought to be thrown into the native languages. I have intended to translate it into Bengalee. I shall be glad to have your view on the subject.

Yours faithfully,
Sd. Suttya Badee Ghosal.

Chinsura.
7 th July, 1883.

My dear Sir,

Personally I have no objection to your translating Govinda Samanta into Bengalee. But their is one difficulty. The book is not only my property but also that of Messrs Macmillan & Co. Publishers in London. It is necessary to obtain their consent.

Baboo
Suttya Badee Ghosal
Bhukoylas.

Yours faithfully,
Sd. Lal Behary Day.

No 2.

Bhukoylas

To 14th July, 1883.

Messrs Macmillan & Co.

Publishers-London.

Gentlemen,

Overleaf I send you a Copy of the Revd. Lal Behary Day's letter of the 7th July inst. In reply to mine dated Bhukoylas June 29 th, 1883, desiring to render a Bengalee translation of Govinda Samanta. It is agreeably to his wishes that I now ask your permission in my longed for—pursuit.

Posted 28 th July 1883.
Yours faithfully,
Sd. Suttya Badee Ghosal
Bhukoylas Rajbari
Near Khiderpore, Calcutta.

(Copy of the Revd Lal Behary Day's letter).

Chinsura.
7th July 1883.

My dear Sir,

Personally I have no objection to your translating Govinda Samanta. But there is one difficulty. The book is not only my property but also that of Messrs Macmillan & Co. Publishers in London. It is necessary to obtain their consent.

Baboo
Suttya Badee Ghosal, Bhukoylas.
Yours faithfully,
Sd. L. D.

MACMILLAN &c.
Publishers.

29-30 Bedford Street, Covent Garden W. C.
London 25 August, 1883.

Dear Sir,

We very gladly add our consent to that of the author in regard to your proposed translation of "Govinda Samanta into Bengalee.

We are
Yours faithfully
Macmillan & Co.

Suttya Badee Ghosal Esqr. Bhukoylas Rajbari
near Khiderpore, Calcutta.

গোবিন্দ সামন্ত

বা

বঙ্গীয় কৃষি-জীবন।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বৃদ্ধা

চৈত্রমাস। রাত্রি দুই প্রহর অতীত। এমন সময়ে বর্দ্ধমান নগরের প্রায় তিন ক্রোশ উত্তর পূর্ব্ব কাঞ্চনপুর গ্রামের রাস্তায় একজন লোক যাইতেছে দৃষ্ট হইল। নিশাপতি, ভূধরপতি সুমেরুর মস্তকে পাদক্ষেপ করিয়া এক্ষণে গগনমার্গে অল্প-শেষ ময়ূখে অবনত হইতেছেন। নভোমণ্ডল অগণিত তারকা-রাজি সুশোভিত, পাদচারী ব্যক্তি তাহাদিগকে দেখিয়া মনে করিতেছিল, মানবগণ পার্থিব জীবন ত্যাগ করিয়া ইন্দ্রপুরে অবস্থিতি করিতেছে। চতুর্দ্দিকে গভীর নিস্তব্ধতা বিরাজমান। কেবল

করে। কিন্তু নিশি কদাচ তিনবারের অধিক ডাকে না। মনোমধ্যে এই সংস্কার বলবৎ থাকায় রূপোর মা মাণিকের তৃতীয় আহ্বানেও উত্তর দেয় নাই। যাহা হউক সে এক্ষণে উঠিল, ঘরের দ্বার মুক্ত করিল এবং মাণিকের সহিত যাইতে হইবে শুনিয়া কন্যা রূপাকে প্রদীপ জ্বালিতে বলিল। রূপা ঘরের এক কোণ হইতে একটী ছোট থলি আনিল এবং তাহা হইতে পাথর, ইস্পাৎ ও কয়েক খানি শোলা বাহির করিয়া—অগ্ন্যুৎপাদন করিল। পরিশেষে সেই অগ্নিতে গন্ধকের দেশলাই সংযোগে প্রদীপ জ্বালিল। পাঠক মহাশয়! এই অবকাশে সামান্য আলোকে রূপোর মায়ের ঘরে দৃষ্টি ক্ষেপ করুন।

চতুর্দ্দিকে মৃণ্ময় দেওয়াল, তদুপরি খড়োচাল। ঘরের ভিতরে এক তালপত্র নির্ম্মিত মাদুর বিস্তৃত। উহা মাতা ও কন্যার শয্যা।

ঘরের চারি কোণে কতকগুলি হাঁড়ী। তাহাতে চাউল, ডাউল, লবণ, তৈল প্রভৃতি রূপার মার আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি থাকে। ঘরের ভিতর কোন প্রকার সুদৃশ্য বস্তু লক্ষিত হয় না।

রূপোর মা জাতিতে বাগ্দী। তাহার বয়ঃক্রম

চল্লিশ ও পঞ্চাশের মধ্যে। শরীরের পরিমাণ সচরাচর দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের অপেক্ষা কিছু খর্ব্ব। অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল অতিশয় কৃশ। কোন না কোন কারণে মুখে অল্প সংখ্যক দন্ত এবং তাহারা পরস্পর এত দূরে দূরে অবস্থিত যে কথা কহিলে রূপার মাকে অশীতি-বৎসর-দেশীয়া বলিয়া বোধ হয়। অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন "রূপার মার কি কোন নাম নাই ?" বস্তুতঃ কাঞ্চন পুরের আবালবৃদ্ধবনিতা কেহ কস্মিন্ কালে তাহাকে রূপার মা ব্যতীত অপর নামে ডাকে না। রূপা যুবতী, তাহার বয়ঃক্রম প্রায় বিংশতি বর্ষ, এদেশীয় সধবা স্ত্রীলোকদিগের যে সকল চিহ্ন থাকে রূপার সে সকল নাই।

তাহার হস্তে লোহাও নাই এবং সীমন্তে সিন্দূরও নাই। অতএব বোধ হয় রূপা বিধবা।

রূপার মাকে মাণিকের সহিত গমনোপযোগী বিশেষ কিছু আয়োজন করিতে হইল না। বস্ত্রাদি লইবার জন্য তাহাকে গাঁঠরী বাঁধিতে হইল না। তাহার পরিধানে যে এক সাড়ী ছিল তাহাই যথেষ্ট। অধিকন্তু গমন কালীন আর একখানি ক্ষুদ্র বস্ত্র লইল। এই

ক্ষুদ্র বস্ত্র খানি রূপার মা প্রত্যহ স্নানান্তে পরিধান করে। যাহা হউক এক মাত্র বস্ত্র ও একটি হাঁড়ী হইতে কতকগুলি ঔষধী লইয়া রূপার মা ঘর হইতে বহির্গত হইল এবং প্রদীপ নির্ব্বাপিত করিয়া রূপাকে দ্বার রুদ্ধ করিতে বলিল। রূপা দ্বারে চাবি দিতেছে, ইতিমধ্যে চালের উপর হইতে "টিক্ টিক্ টিক্" শব্দে টিক্‌টিকী ডাকিল। গমন কালে কিম্বা কোন কার্য্যের প্রারম্ভেই টিক্‌টিকীর শব্দ বিশেষ ব্যাঘাত-ব্যঞ্জক। সুতরাং আর তাহাদের যাওয়া হইল না। পুনরায় দ্বারোদ্ঘাটন করিল, প্রদীপ জ্বালিল এবং চিন্তিতান্তঃকরণে কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিল। মাণিক ক্রোধান্ধ হইয়া টিক্‌টিকীর প্রতি যথেচ্ছা কটু বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিল। যাহা হউক অবশেষে তাহারা গমনে প্রবৃত্ত হইল এবং মাণিক যে পথে আসিয়াছিল, সেই পথেই চলিল এবং গ্রামের মধ্যবর্ত্তী হইয়া এক বাটীতে প্রবেশ করিল। ইত্যবসরে একে একে সমস্ত নক্ষত্রগুলি দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইয়াছে, কেবল পূর্ব্বাকাশে দীপ্তিমান শুক্র বিরাজমান থাকিয়া জাগরিত-প্রায় জগতে দিনমানের শুভাগমন ঘোষণা করিতেছে।

পাঠক মহাশয়! দেখিতে পাইতেছেন এক্ষণে কাঞ্চনপুরের পথে লোকের গতি বিধি হইতেছে। অতএব মাণিক ও তাহার সমভিব্যাহারিণী স্ত্রীলোকেরা যে বাটীতে প্রবেশ করিল, তথায় আর যাইবার আবশ্যক নাই। চলুন আমরা এক বার গ্রাম মধ্যে প্রদক্ষিণ করিয়া আসি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

জনপদে।

কাঞ্চনপুর বর্দ্ধমান জেলার অন্তঃপাতী সাহাবাদ পরগণার মধ্যে একটী বর্দ্ধিষ্ট গ্রাম। বর্দ্ধমান হইতে অনূ্যন তিন ক্রোশ উত্তর পূর্ব্বে অবস্থিত। ইহার লোক সংখ্যা প্রায় দেড় হাজার। তাহারা হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বী ছত্রিশ জাতিতে বিভক্ত। তন্মধ্যে সদ্‌গোপের সংখ্যাই অধিক। কি কারণে ইহার "কাঞ্চনপুর" নাম হইল, তাহার কোন নির্দ্দিষ্ট ইতিবৃত্ত পাওয়া যায় না। আদিম নিবাসী-দিগের মধ্যে কেহ কেহ বলে, প্রজাদিগের সুখস্বচ্ছন্দতার

নিমিত্ত গ্রামটী উক্ত নামে খ্যাত। অপর কেহ কেহ বলিয়া থাকে এখানে বহুসংখ্যক সুবর্ণ বণিকের বাস, এইজন্য লোকে ইহার "কাঞ্চনপুর" নাম দিয়াছে। ফলতঃ কাঞ্চনপুর অতি বৃহৎ ও সমৃদ্ধিশালী গ্রাম। এস্থানে বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ বাস করিয়া থাকে। তাহাদের অধিকাংশই শ্রোত্রিয়। সচরাচর লোকে তাহাদিগকে "রাঢ়ী" বলিয়া থাকে। যেহেতু ভাগীরথীর পশ্চিম তীরস্থ প্রদেশ সকল "রাঢ়" নামে খ্যাত।

কাঞ্চনপুরে কায়স্থ অতি বিরল। অল্প-সংখ্যক হইলেও কৃষিকার্য্যে উৎসাহ প্রযুক্ত উগ্রক্ষত্রিয় বা আগুরী জাতি এখানকার মধ্যে বিশেষ ক্ষমতাশালী। এতদ্ভিন্ন চিকিৎসা ব্যবসায়ী, কর্ম্মকার, ক্ষৌরকার, তন্তুবায়, বণিক, কলু, হাড়ী, ডোম প্রভৃতি অনেক দৃষ্ট হয়। বাঙ্গালার অধিকাংশ জনপদের ন্যায় কাঞ্চনপুরও উত্তর, দক্ষিণ, পুর্ব্ব, পশ্চিম চারিটী পল্লীতে বিভক্ত। গ্রামটী উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত। সুতরাং পুর্ব্ব ও পশ্চিম অংশ অপেক্ষা উত্তর ও দক্ষিণ অংশ অপেক্ষাকৃত বৃহৎ। উত্তর হইতে দক্ষিণ দিকে এক প্রশস্ত এবং সরল পথ আছে। ইহা হইতে পুর্ব্ব ও পশ্চিম দিকে ক্ষুদ্রতর পথ

সকল নির্গত হইয়াছে। গ্রামস্থ অধিকাংশ লোকালয়ই মৃণ্ময় ছাদ এবং খড়ের চাল দ্বারা আবৃত। বস্তুতঃ ইষ্টক নির্ম্মিত বাটীও এখানে অনেক দৃষ্ট হয়। শেষোক্ত বাটী সকলের অধিকারীগণ কায়স্থ কিংবা সুবর্ণ বণিক শ্রেণী নিবিষ্ট। বড় রাস্তার উভয় পার্শ্বে লোকালয়। ঐ সমস্ত লোকালয় প্রাচীর-বেষ্টিত ও আম্র কাঁঠাল প্রভৃতি বৃক্ষ বিশিষ্ট। উল্লিখিত রাস্তা উভয় প্রান্তেই গ্রাম হইতে প্রায় সিকি মাইল বিস্তৃত ও বৃহৎ বৃহৎ অশ্বত্থ বৃক্ষ দ্বারা ছায়া-বিশিষ্ট। গ্রামের অভ্যন্তরে দুইটী শিব মন্দির। মন্দিরদ্বয়ের পরস্পর সম্মুখীন এবং মধ্যবর্ত্তী স্থানে অশ্বত্থ বৃক্ষ সমারোপিত। এতদ্ভিন্ন আর কতকগুলি শিব মন্দির লক্ষিত হয়। কিন্তু বর্ণনোপযোগী বোধ না হওয়ায় পরিত্যক্ত হইল। প্রত্যেক পল্লীর মধ্যস্থলে এক এক বকুল বৃক্ষ। তাহাদের মূলদেশ বৃত্তাকারে ইষ্টক-গ্রথিত এবং ঐ বৃত্ত, মৃত্তিকা হইতে প্রায় দুই হাত উচ্চ। উহা এরূপ বিস্তৃত যে কতকগুলি লোকে অনায়াসে তদুপরি উপবেশন করিতে পারে। সচরাচর লক্ষিত হয়, অপরাহ্নে গ্রামস্থ ভদ্রলোক সমূহ তদুপরি মাদুর বা গালিচার উপর আসীন হইয়া গ্রাম্য

রাজনীতি সম্বন্ধীয় তর্ক বিতর্ক অথবা তাস পাশা বা দাবা খেলায় সময়াতিপাত করে।

দূর হইতে দর্শক মণ্ডলীর পক্ষে কাঞ্চনপুর অতীব রমণীয় জনপদ রূপে প্রতীয়মান হয়। সচরাচর পল্লী-গ্রামের প্রান্ত ভাগে যেরূপ আম্র, তিন্তিড়ী প্রভৃতি বৃক্ষ লতাদি থাকে, এ গ্রামেও সে সকলই আছে। অধিকন্তু ইহা প্রায় চতুর্দ্দিকে সুদৃশ্য জলাশয়-বেষ্টিত। জলাশয় সকল প্রায় ৪০।৫০ বিঘা বিস্তৃত ও অত্যুচ্চ পাহাড় বিশিষ্ট। পাহাড়ের উপর হিমাদ্রি সদৃশ উচ্চ তাল গাছ। দেখিলে বোধ যেন এককালীন সমগ্র পৃথিবী নেত্র-গোচর করিবার মানসে গ্রীবা উত্তোলন করিতেছে। গ্রামের পূর্ব্ব দক্ষিণ সীমায় হিমসাগর নামক পুষ্করিণী অবস্থিত। জলের শীতলতা নিবন্ধন পুষ্করিণী এবম্বিধ নামে অভিহিত। ইহাতে দুইটী ঘাট। একটি পুরুষ- ও অপরটী স্ত্রীলোকদিগের নিমিত্ত। ঘাট দুইটী পরস্পর কিছু দূরে দূরে অবস্থিত ও তাহাদের সোপানাবলী প্রস্তর নির্ম্মিত। ঘাটের উপরিভাগে উভয় পার্শ্বে এক এক তুলসী গাছ। উহাদের মূল দেশও ইষ্টক-গ্রথিত। তথা হইতে কিছু উচ্চে উভয় পার্শ্বে দুইটী বিল্ব গাছ

এবং ঘাটের সম্মুখে একটী মন্দির,তন্মধ্যে চৈতন্য দেবের মুর্ত্তি বিরাজমান।

এতদ্ভিন্ন কৃষ্ণ সাগর নামে আর একটী বর্ণনোপযোগী জলাশয় লক্ষিত হয়। ইহার জল গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ। এতনিবন্ধন পুষ্করিণী এবম্বিধ নামে খ্যাত। হিমসাগরের ঘাটের ন্যায় ইহার ঘাট, দর্শনীয় নহে। কিন্তু ইহা তদপেক্ষা গভীর। গ্রামবাসীগণ বলে পাতালের সহিত ইহার সংযোগ আছে। অধিকন্তু লোকের এরূপ বিশ্বাস আছে, যে এই পুষ্করিণীর নীচে সুবর্ণ মুদ্রা পরিপূর্ণ বহু সংখ্যক কলস এক যক্ষের রক্ষণাধীনে আছে। এইরূপ সংস্কার বশতঃ কৃষ্ণ সাগরকে লোকে ভীতান্তঃকরণে লক্ষ্য করে। ক্বচিৎ কোন লোক এখানে অবগাহন করিয়া থাকে। কিন্তু পূর্ব্বাহ্নে ও অপরাহ্নে শত শত রমণীকে কৃষ্ণসাগর হইতে পানীয় জল আনিতে দৃষ্ট হয়। পুষ্করিণী খাদ অবধি পঙ্কোদ্ধার না করায় অসংখ্য জলীয় বৃক্ষ লতাদি-পরিপূর্ণ। তথাপি ইহার জল অত্যন্ত পরিষ্কার ও স্বাস্থ্যকর।

ভাবুক জন-মনোহারী নৈসর্গিক শোভা যে কেবল কাঞ্চনপুর গ্রামের প্রান্তভাগেই লক্ষিত হয় এরূপ নহে।

গ্রামের অভ্যন্তরেও উল্লিখিত শোভা প্রচূর। কোথাও বা শ্রেণীবদ্ধ পলাশ বৃক্ষদ্বয় শাখা প্রশাখায় এবং কাণ্ডে শোভনীয় পুষ্প ধারণ করিয়া দর্শক বৃন্দের নেত্র বিমোহিত করে, কোথাও বা বহুদূরব্যাপী বকুল বৃক্ষ সমূহ অম্লান সুগন্ধি পুষ্প-গন্ধে আমোদিত হইয়া দিবসে অগণিত দর্শক ও রাত্রিকালে বহুসংখ্যক রাত্রি-চর জন্তুকে আকর্ষণ করিয়া থাকে। এতদ্ব্যতিরেকে এই গ্রামের দক্ষিণপশ্চিমাংশে হাটের সন্নিকটে যে বটবৃক্ষ আছে তাহাতেই বা কাহার মন আমোদিত না হয়? ইহার শাখা প্রশাখা হইতে অসংখ্য ঝুরি নামিয়া মৃত্তিকা সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়াছে এবং প্রত্যেক ঝুরি হইতে এক এক বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়াছে। ইহা কেবল রাত্রিকালে অগণিত খেচর জন্তুকে আশ্রয় দান করিয়াই তৃপ্ত নহে। মধ্যাহ্ন কালে কত শত কৃষক প্রচণ্ড রৌদ্রতাপে তাপিত হইয়া ইহার শীতল ছায়ায় বিশ্রাম লাভ করে, তাহার সংখ্যা নাই। যাহা হউক, এক্ষণে পাঠক মহাশয়ের অনুমত্যনুসারে আমরা জনপদ পরিত্যাগ করিয়া শস্য ক্ষেত্রে যাইতে ইচ্ছা করি। কাঞ্চনপুর গ্রামের বাহিরে প্রায় আধ ক্রোশ দূরে বিস্তৃত ভূমিতে ধান্য, রবি-শস্য

সর্ষপ, যব, তুলা, তামাক, পাট ও ইক্ষু প্রভৃতি নানাবিধ শস্য জন্মিয়া থাকে। সমগ্র ভূমিই কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত থাকা প্রযুক্ত পতিত বা অকর্ষিত ভূমি অতি বিরল। এমন কি গোচারণের জন্য ও স্বতন্ত্র ভূমির আবশ্যক নাই। গ্রাম মধ্যে পথ ও জলাশয়ের পার্শ্বে যে সকল তৃণ জন্মে তাহাতেই গ্রাম্য গো, মেষ, মহিষাদির প্রচুর আহার হইয়া থাকে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

শস্য-ক্ষেত্রে

দিবা দ্বিপ্রহর। অংশুমালী নিষ্ঠুরান্তঃকরণে তপ্ত লৌহ শলাকাবৎ অংশুরাজি নিক্ষেপ করিতেছেন। তাঁহার কিরণ জ্বালায় অধীর হইয়া পশুগণ কবলগ্রহণে বিরত। শীতল-বৃক্ষ-ছায়ার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া রোমন্থন করিতেছে। বিহঙ্গমগণ কেহ বা নিবিড় অরণ্যে, কেহ বা কিসলয় পরিমণ্ডিত বৃক্ষশাখায়, কেহ বা তরু-কোটরে ও কেহ বা প্রাচীর বিবরে স্ব স্ব কুলায়ে আসীন। চতুর্দ্দিক নির্ব্বাত। তাল বৃক্ষের বৃহৎ বৃহৎ

পত্র সকল স্থিরভাবে দণ্ডায়মান। নিস্তব্ধতার এত প্রাদুর্ভাব যে বোধ হয় সমগ্র পৃথিবী মূর্চ্ছিত ভাব ধারণ করিয়াছে। এমন সময়ে কাঞ্চনপুর গ্রামের পূর্ব্ব-মাঠে এক কৃষক হল কর্ষণে ব্যাপৃত। পূর্ব্বদিন সন্ধ্যা-কালে বৃষ্টি হইয়াছে এবং আশুধান্য বপনের সুযোগ পাইয়া মাণিক সামন্ত ভূমি কর্ষণে নিযুক্ত। দর-দরিত ধারায় মাণিকের গণ্ডদেশ হইতে স্বেদ জল নির্গত হই-তেছে। উভয় হস্তে হলধারণ করিয়া মাণিক উচ্চৈঃ-স্বরে গোরু দুইটীকে তিরস্কার করিতেছে। তাহারা অক্ষম হইয়া প্রতিমূহুর্ত্তে বিশ্রামার্থ দণ্ডায়মান হইতেছে। কিন্তু মাণিক সমগ্র বলের সহিত উহাদের ল্যাজ মোচ্-ড়াইতেছে এবং চোরের ন্যায় গরিব জন্তুদিগকে ভৎসনা করিতেছে। "শালা, যেতে হবে না? বেলা হচ্চে দেখ্‌তে পাচ্চিস্‌নে? মার না খেলে হবেনা বুঝি, শালার গোরু!" ইত্যাদি বহুবিধ তিরস্কার করিল। অবশেষে ভয়প্রদর্শন ব্যর্থ ভাবিয়া তোষামোদে তাহা-দিগকে সন্তুষ্ট করিতে প্রবৃত্ত হইল। "চল, ধন, বাবা, বাছা, আর্, একটু গেলেই হয়।" কিন্তু তোষামোদ ও বিফল হইল। জন্তুদ্বয় প্রাতঃকালাবধি হলাকর্ষণ করিয়া

শ্রান্ত, ক্ষুধার্ত্ত ও তৃষ্ণায় কাতর হইয়াছে। আর কোন ক্রমেই তাহারা পারে না।

যেখানে মাণিক সামন্ত পর্য্যায়ক্রমে তাহার গোরু-দিগকে তিরস্কার ও তোষামোদে সন্তুষ্ট করিতেছে তথা হইতে অদূরে জলাশয় সন্নিকটে অশ্বত্থবৃক্ষের ছায়ায় দুইটী লোক উপবিষ্ট থাকিয়া মাণিকের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণে নিযুক্ত আছে। তাহাদের মধ্যে একজন তৃণ শয্যায় শয়ান ও অপর ব্যক্তির হস্তে একটী হুঁকা।

কোন লোকই যেন বঙ্গদেশীয় কৃষিজীবীদিগের হুঁকার প্রতি ঈর্ষাপরতন্ত্র না হন। অবসাদ-জনক পরিশ্রম কালে হুঁকাই তাহাদিগের একমাত্র সুখ। ইংলণ্ড দেশীয় কৃষিরা শ্রান্তিদূর করণার্থ "বিয়ার" ও অন্যান্য মাদক সেবন করিয়া থাকে। কিন্তু এদেশীয় কৃষিরা কোনপ্রকার মাদক ব্যবহার করে না। রাজ-কর্ম্মচারীগণ বিবেকশূন্য হইয়া তামাকের প্রতি কোন রূপ কর স্থাপন করিলে বঙ্গদেশীয় কৃষিদিগের অধি-কাংশ সুখ অপহৃত হইবে। জীবন তাহাদের পক্ষে ভারস্বরূপ অনুমিত হইবে। হুঁকা ও তামাক না লইয়া কোন কৃষকই কর্ম্মে যায় না। লুসিফার ম্যাচ্ ইহা-

দিগের পক্ষে অজ্ঞাত। খড়ের পাঁজালীতে যে আগুণ থাকে তাহাতেই ম্যাচের কর্ম্ম সমাধা হইয়া থাকে। ইহা উল্লেখ করা আবশ্যক যে, সমগ্র ধূমপান ব্যাপারে কৃষকদিগের অতি সামান্য ব্যয় হইয়া থাকে। কিন্তু ব্যয় সামান্য হইলেও শ্রান্তিনাশে বা সুখ প্রদানে ইহা কোন ক্রমেই সামান্য নহে। ইহা কৃষিদিগের ললাটের ঘর্ম্ম অপনয়ন করে, শিরা সমূহে বলাধান করে, আলস্য অপহরণ করে, মগ্নচক্ষে জ্যোতিপ্রদান করে, ক্ষয়িত উৎসাহকে পুনর্জ্জীবিত করে এবং শ্রমার্ত্ত জীবনের ক্লেশ দূর করে। যেব্যক্তি প্রথমে তাম্রকূটের ব্যবহার প্রচলিত করেন, তিনি ধন্য ও প্রশংসাপাত্র। রাজ-পুরুষেরা ইন্‌কম্‌ ট্যাক্স, সক্‌সেসন্‌ ট্যাক্স, সল্ট ট্যাক্স, যাহা হউক স্থাপন করুন। কিন্তু তামাকের প্রতি যেন কোন রূপ ট্যাক্স না স্থাপন করেন। ইহাই বঙ্গদেশীয় কৃষিদিগের বঞ্চিত জীবনের একমাত্র সুখ।

মাণিককে এইরূপ সঙ্কটাপন্ন দেখিয়া উপবিষ্টদিগের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি উচ্চৈঃস্বরে কহিল “ও মাণিক গোরু ছেড়ে দেওহে, ওরা হায়রাণ হয়েছে, তুমিও একটু জিরোও এসে।” পরামর্শানুসারে মুক্ত করিবা-

মাত্র গোরু দুইটী জলাশয়াভিমুখে ধাবিত হইল এবং সম্মুখের পা জলমগ্ন করিয়া প্রচুর পরিমাণে জল পান করিল। মাণিকও হলস্কন্ধে বৃক্ষতলে আসিয়া সঙ্গী-দিগের সহিত ধূমপানে প্রবৃত্ত হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি কহিল "তবে চল, আমরা এখন নেয়ে নি, মালতী এখনি ভাত আন্‌বে।" মাণিক কনিষ্ঠকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "গয়ারাম, তবে তেল মাক্।" সে কহিল, দাদা আগে মাকুক।"

এই তিন ব্যক্তির পরস্পর কথোপকথনে অনুমিত হয় তাহারা সহোদর ভ্রাতা। তন্মধ্যে বদন জ্যেষ্ঠ। তাহার বয়ঃক্রম ত্রিশ বৎসর। মাণিক মধ্যম। সে পঁচিশ বৎসর বয়স্ক এবং গয়ারাম সর্ব্ব কনিষ্ঠ। গয়া-রাম এ পর্য্যন্ত বিংশতি বৎসর অতিক্রম করে নাই। বদন ও মাণিক কৃষিকার্য্যে এবং গয়ারাম গো-পালনে নিযুক্ত। প্রত্যেকের পরিধানে ৪ গজ পরিমিত এক এক বস্ত্র, শরীরের অবশিষ্টাংশ বস্ত্রহীন ও মস্তক অনাবৃত। জন্মাবধি ইহারা কখন পাদুকা ব্যবহার করে নাই। কিন্তু তিন জনের সঙ্গেই এক একখানি গামোছা। এ দেশীয় কৃষিজীবিরা প্রত্যহই অবগাহন করিয়া থাকে

সুতরাং গামোছা নিতান্ত আবশ্যকীয়। অধিকন্তু, সময়ে সময়ে প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড তাপ হইতে রক্ষা করণার্থ ইহা মস্তকাবরণ এবং স্কন্ধদেশে বিন্যস্ত হইয়া উত্তরীয় রূপেও ব্যবহৃত হইতে দৃষ্ট হয়।

সচরাচর লোকের দেহের পরিমাণ যেরূপ বদনের দেহও তাদৃশ। তাহার শরীর বলিষ্ঠ, ললাট প্রশস্ত, চক্ষু উজ্জ্বল, বক্ষঃস্থল লোমাবৃত। অবয়বে গয়ারাম বদনের সদৃশ কিন্তু সে অদ্যাপি তাহার ন্যায় শ্রমদক্ষ হয় নাই।

আকৃতিতে মাণিক, বদন বা গয়ারামের অনুরূপ নহে। তাহার আকৃতি উহাদের সহিত এত বিভিন্ন যে হঠাৎ দেখিলে উহাদের সহোদর বলিয়া অনুমিত হয় না। তাহার বর্ণ বদন ও গয়ারামের বর্ণাপেক্ষা মলিন। এমন কি সমগ্র কাঞ্চনপুর গ্রামে মাণিকের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ লক্ষিত হয় না। এই কারণে সচরাচর লোকে তাহাকে "কাল মাণিক" বলিয়া থাকে। গ্রামবাসী অপরাপর সকলের অপেক্ষা কাল মাণিক দৈর্ঘ্যে উচ্চ। তাহার শরীরের পরিমাণ অন্যূন ৪ হাত, মস্তক বৃহৎ। মস্তকোপরি শজারুর কাঁটার ন্যায় কেশ। জনসাধা-

রণের মুখাপেক্ষা মাণিকের মুখ প্রশস্ত। তন্মধ্যে দ্বিবদরদননিন্দিত দুই শ্রেণী দশন। সে গুলি এরূপ বৃহৎ বৃহৎ যে কোদালের সহিত তুলনা করিলেও অত্যুক্তি হয় না। আজানুলম্বিত বাহু। উভয় স্কন্ধোপরি ককুদ। পদযুগল অর্দ্ধবৃত্তসদৃশ বক্র। পদাঙ্গুলীচয় পরস্পর সংশ্লিষ্ট। ফলতঃ মাণিকের অবয়ব এরূপ অমানুষিক যে তাহাকে দেখিবামাত্র সুকোমলমতি বালকগণের হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার হইয়া থাকে। যুবতীগণের মধ্যেও কালমাণিকের ঐ প্রকার প্রতিপত্তি। বদন মাণিকের বিবাহ দিতে নিতান্ত উৎসুক। গয়ারাম কনিষ্ঠ হইলেও সে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ। কিন্তু গ্রামস্থ কোন লোকই কালমাণিকের সহিত তাহাদের কন্যার বিবাহ দিতে স্বীকৃত হয় না। মাণিকের প্রকৃতি অতিশয় সরল। এমন কি লোকে তাহাকে বোকা বলিয়া থাকে। কিন্তু সৃষ্টিকর্ত্তা অন্য উপায়ে তাহার মানসিক ত্রুটীর পূরণ করিয়াছেন। মাণিকের শারীরিক বল ও সাহস অসাধারণ। দৌড়নে, সন্তরণে ও মল্লযুদ্ধে কাঞ্চনপুরে তাহার সমকক্ষ লক্ষিত হয় না।

কিয়ৎক্ষণ কথোপকথনান্তর বদন এক বাঁশের চোঙ্গা

হইতে তেল লইয়া কিয়দংশ নাসারন্ধ্রে ও কর্ণকুহরে প্রয়োগ করিয়া পরিশেষে সমস্ত দেহে মর্দ্দন করিল। কালমাণিক ও গয়ারাম পর্য্যায়ক্রমে তদনুরূপ করিলে, তিন জনেই অবগাহনার্থ জলাশয়ে অবতরণ করিল। স্নানান্তে গাত্র মার্জ্জনাদি সম্পন্ন হইলে প্রত্যেকে ঘাসের উপর বস্ত্রগুলি শুকাইতে দিল। তদন্তে বৃক্ষ ছায়ায় উপবেশন করিয়া ভিজা চাউল চর্ব্বণে প্রবৃত্ত হইল। অনন্তর জলাশয়ে গিয়া অঞ্জলি বদ্ধ করিয়া জলপান করিল।

এইরূপে কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম লাভ করিয়া বদন ও কালমাণিক পুনরপি হল কর্ষণে গেল এবং গয়ারাম গোচারণে নিযুক্ত রহিল। অনতিবিলম্বে গাঁঠরী-হস্তে একটী বালিকা শস্যক্ষেত্রাভিমুখে আসিতেছে দৃষ্ট হইল। বালিকাকে দেখিয়া বদন ও কালমাণিক স্ব স্ব কর্ম্ম স্থগিত করিয়া বৃক্ষমূলে আসিল এবং কহিল ;—"মালতী ভাত এনেছ? বাড়ীর খবর কি? মালতী কহিল "বাবা একটী খোকা হয়েচে।" এই সংবাদে তিন জনেই এককালীন কহিল খোকা! কখন্ হ'ল ?

মালতী উত্তর দিল "দুপুর বেলা।"

এইরূপ আর কতকগুলি প্রশ্নের উত্তর দান করিয়া মালতী তাহার হস্তস্থিত গাঁঠরী খুলিল এবং তাহার ভিতর হইতে ভাত ও একটী মাছের তরকারী বাহির করিয়া পিতা ও খুড়াদিগকে দিল। ইংলণ্ডদেশীয় কৃষিদিগের ন্যায় ইহাদের প্লেট, স্পূন, ফর্ক প্রভৃতি কিছুই নাই। ইহাদের ভোজনপাত্র কলারপাতা ও পানপাত্র পিত্তলের ঘটী। ঈশ্বরদত্ত অঙ্গুলিই ফর্কের কার্য্য সমাধা করে। যাহা হউক আহারান্তে মুখ প্রক্ষালণাদি করিয়া ধূমপান করিল এবং শুভ সংবাদে প্রফুল্ল হইয়া বদন ও কালমাণিক ক্ষেত্রকর্ম্ম বন্ধ করিয়া গৃহাভিমুখে চলিল। গয়ারাম গোরুদিগকে উত্তম রূপে না খাওয়াইয়া যাইতে পারিল না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

কৃষকের বাটী ও পরিবার।

হল স্কন্ধে কালমাণিক এবং গোরু লইয়া বদন গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া দেখিল, নবজাত পুত্র সন্দর্শন মানসে বাটীতে বহুসংখ্যক স্ত্রীলোকের সমাগম হইয়াছে। তন্মধ্যে এক প্রাচীনা ব্রাহ্মণ-কন্যা বদনকে সম্বোধন করিয়া কহিল "বদন ভগবান্ তোমাকে একটী ব্যাটা ছেলে দিয়েছেন, এখন জন্ম জন্ম বাঁচ্য়ে রাখুন্।" অপরা কহিল, "কেমন সুন্দর ছেলে হয়েছে। আহা বেঁচে থাকুক। আর, যেন কখন খাবার পরবার দুঃখ্ পায় না।" আনন্দে বদনের মাতার বাঙ্‌নিষ্পত্তি রহিত। গ্রামের ধাত্রী রূপার মার আহ্লাদের সীমা নাই। হর্ষোৎফুল্লচিত্তে সূতিকা গৃহের দ্বার হইতে প্রত্যেক দর্শককে নবকুমার দেখাইতেছে। প্রাঙ্গনোপরি বৃদ্ধা ও যুবতী রমণীবর্গ নানাপ্রকার আহ্লাদসূচক কথোপ-

কথনে ব্যাপৃতা। ইত্যবসরে আমরা বদনের ঘর কয়েকখানি দেখিয়া লই।

বদনের বাটী পশ্চিমদ্বারী। প্রবেশ দ্বারে আম্র-কাষ্ঠ নির্ম্মিত কবাট। প্রবেশ দ্বার উত্তীর্ণ হইলেই প্রাঙ্গণ। বঙ্গদেশীয় কৃষিজীবিমাত্রের বাটীতে প্রাঙ্গণ থাকে। ইহার পশ্চিমদিকে "বড় ঘর।" বদনের বাটীতে যে কয়েকখানি ঘর দৃষ্ট হয় তন্মধ্যে বড় ঘর খানিই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, পরিষ্কার ও আয়াসসাধ্য। ইহার দেওয়াল মৃণ্ময়। দেওয়ালের ভিত্তি যথেষ্ট প্রশস্ত। ঘরখানি অন্ততঃ ১৬ হাত লম্বা ও ১২ হাত প্রশস্ত। ঘরের সম্মুখে দাওয়া। ঘরখানি দুই অসমভাগে বিভক্ত। তন্মধ্যে বড় অংশ বদনের শয়নাগার এবং অবশিষ্টাংশ তাহার ভাণ্ডার। আত্মীয় স্বজন আসিলে দাওয়ায় মাদুর বিছাইয়া তদুপরি বসিতে দেওয়া হয়। বদনের শয়নাগারে পিত্তল কাঁসার বাসন ও অন্যান্য মূল্যবান্ দ্রব্যাদি থাকে। ঘরের ভিতর খাট পালঙ্ক কিছুই নাই। বদন মেজেয় মাদুর বিছাইয়া তদুপরি নিদ্রা যায়। দাওয়ায় চাল থাকা প্রযুক্ত ঘরটী অতি সামান্য আলোক-বিশিষ্ট, রাস্তার দিকে একটী ক্ষুদ্র জানালা আছে।

বলা বাহুল্য বঙ্গদেশীয় অন্যান্য কৃষিজীবিদিগের ন্যায় বদনের ও টেব্‌ল্‌ চৌকি, আল্‌মায়রা প্রভৃতি কিছুই নাই। কেবল ঘরের এক কোণে একটী কাঠের বাক্স লক্ষিত হয়।

এক্ষণে বড় ঘর পরিত্যাগ করিয়া আমরা বদনের অপর কএকখানি ঘর দেখিতে ইচ্ছাকরি। প্রাঙ্গণের দক্ষিণদিকে এবং বড় ঘরের সমকোণে এক খানি ক্ষুদ্র-তর ঘর। ইহার গঠন বড়ঘরের গঠনাপেক্ষা অনে-কাংশে হীন। ইহাতে বহুবিধ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। বাটীতে কোন কর্ম্মকার্য্য হইলে ইহা প্রধানতঃ স্ত্রীলোক-দিগের দ্বারা অধিকৃত হয়। কিন্তু সচরাচর ইহাতে কৃষি-কার্য্যোপযোগী দ্রব্যাদি রক্ষিত হইয়া থাকে। এক্ষণে এই ঘরখানি সূতিকাগৃহ। ইহার দাওয়ায় ঢেঁকি থাকে বলিয়া ইহার নাম ঢেঁশকেল্ (ঢেঁকিশালা)।

প্রাঙ্গণের দক্ষিণ পূর্ব্বে এবং ঢেঁকিশালার সমকোণে আর একখানি ঘর। গঠনে ইহা ঢেঁকিশালের অপেক্ষা কথঞ্চিৎ আয়াসসাধ্য। এই ঘরের মধ্যে গয়ারাম ও তাহার পত্নী নিদ্রা যায় ও দাওয়ায় রন্ধন কার্য্য সমাধা হয়। সুতরাং ইহাকে রান্নাঘর বলিয়া থাকে।

এতদ্ভিন্ন গোয়াল ঘর নামে আর একখানি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ঘরও দৃষ্ট হয়। ইহা প্রাঙ্গণের উত্তরদিকে অবস্থিত। গোয়াল ঘরে অনেকগুলি নাদা মাটীতে প্রোথিত আছে এবং প্রত্যেক নাদার নিকটে এক একটী গোঁজ, ইহাতে গোরু বাঁধা হয়। গোয়ালের এক কোণে আগুন রাখিবার নিমিত্ত একটী স্বতন্ত্র স্থান আছে। রাত্রি কালে মশার উপদ্রব হইতে গো বাছুরদিগকে রক্ষাকরণার্থ ঘুঁটে খড় প্রভৃতি দ্বারা আগুন জ্বালিয়া দেওয়া হয়।

বাটীর পুর্ব্ব দিকে একটী পুষ্করিণী। ইহার জলে বদনের রন্ধন ও অপরাপর গৃহকার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। পানীয় জল গ্রামের বাহিরের অন্য জলাশয় হইতে আনীত হয়। পুকুরের ধারে যে কয়েকটী গাছ আছে তাহা বদনের অধিকারভুক্ত। ঘাটের সন্নিধানে এক বৃহৎ তাল গাছ। উহার মূলদেশ ঝোপে আবৃত। অদূরে একটী জাম ও একটী খেজুর গাছ। উহারা জলের এত নিকটবর্ত্তী যে পাকিলে ফল সকল জলে পতিত হয়।

প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে গোলা। কোন কোন স্থানের লোক ইহাকে মরাই কহিয়া থাকে। ইহা দেখিতে

স্তম্ভাকৃতি। খড়ের বড় দ্বারা নির্ম্মিত এবং উপরিভাগে খড়ের বৃত্তাকার চাল দ্বারা আবৃত। মরাই মধ্যে এক বৎসরের খাদ্যোপযোগী ধান থাকে। মরাইএর অদূরে এক বৃহৎ খড়ের পালুই।

রান্না ঘরের পশ্চাদ্দেশে এবং পুকুরের ধারে সারকুড়; ইহাতে বাটীর আবর্জ্জনা, রান্নাঘরের ছাইমাটী ও গোয়া-লের গোবর ইত্যাদি নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। নগরবাসী সুসভ্য লোকদিগের পক্ষে ঐ সমস্ত আবর্জ্জনা ঘৃণিত ও অস্বাস্থ্যকর হইলেও কৃষিলোকদিগের পক্ষে বিশেষ আদরণীয়। যেহেতু উহা ক্ষেত্রের উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করে।

যাহা হউক এক্ষণে বদনের পরিবারের বিষয় উল্লেখ করা আবশ্যক। বদন, কালমাণিক ও গয়ারামের সহিত পাঠক মহাশয় শস্যক্ষেত্রে পরিচিত হইয়াছেন। কাঞ্চনপুরের অধিকাংশ কৃষকদের ন্যায় ইহারা সদ্গোপ শ্রেণী নিবিষ্ট নহে। জাতিতে ইহারা আগুরী। বর্দ্ধমান প্রদেশে আগুরীর সংখ্যা অধিক এবং তাহারা সাহস, শারীরিক ক্ষমতা ও স্বাধীনতার জন্য বিখ্যাত। সহো-দর দুইটী ব্যতীত বদনের পরিবারের মধ্যে তাহার মাতা

অনঙ্গ, পত্নী সুন্দরী ও কন্যা মালতী। ইতিপূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, গয়ারাম বিবাহিত। তাহার পত্নী আদুরীও বদনের পরিবারস্থা। অনঙ্গের বয়ঃক্রম প্রায় ৪৬ বৎসর। সে বাটীর গৃহিণী। মাতার প্রতি বদনের অচলা ভক্তি। অনঙ্গ গৃহকার্য্য সম্বন্ধে যে কোনরূপ বন্দোবস্ত করে, বদন তাহাতে দ্বিরুক্তি করে না। কালমাণিক, গয়ারাম ও আদুরীও তাহাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিয়া থাকে। ভিন্নদেশীয় লোকে মনে করিতে পারেন, বদনের স্ত্রী সুন্দরীই যথার্থ গৃহিণী পদের যোগ্যা এবং অনঙ্গ উক্ত পদ অধিকার করায় সে মনে মনে ক্ষুব্ধা হইতে পারে। কিন্তু যে দেশে যেরূপ প্রথাই প্রচলিত থাকুক না কেন, বঙ্গদেশে শাশুড়ী বর্ত্তমান থাকিতে কোন পুত্রবধূই গৃহিণী পদ গ্রহণ করে না। ফলতঃ সুন্দরী বৃদ্ধা ও বহুদর্শিনী শাশুড়ীর কর্ত্তৃত্বাধীনে থাকা লাভ মনে করে ও তজ্জন্য যথেষ্ট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। সংসারের রন্ধন ব্যাপার সুন্দরীর হস্তে ন্যস্ত এই কার্য্যে আদুরী তাহাকে যথেষ্ট আনুকূল্য করিয়া থাকে। কিন্তু সুন্দরী এক্ষণে সুতিকালয়ে আবদ্ধ থাকা প্রযুক্ত এ কার্য্যের ভার অনঙ্গের উপর পতিত হইয়াছে। আদুরী অল্পবয়স্কা।

সে সমস্ত কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিতে পারে না।

আদুরীর স্বভাব সুন্দরীর স্বভাব হইতে কিয়ৎপরিমাণে বিভিন্ন। অধিক পরিমাণে কার্য্যভার বিন্যস্ত হইলে আদুরী সময়ে সময়ে বিরক্তি প্রকাশ করিয়া থাকে। অধিকন্তু সে কাহারও কর্ত্তৃত্বাধীনে থাকিতে ভাল বাসে না। ফলতঃ বদনের সুখের সংসারে আদুরী সময়ে সময়ে অসুখের হেতু হইয়া উঠে। বলা বাহুল্য যে, ভাশুর বলিয়া আদুরী বদন ও কালমাণিকের সহিত বাক্যালাপ করে না বা তাহাদের সম[illegible] মোচন করে না। মাতার প্রতি রুষ্টবাক্য [illegible] গয়ারাম প্রতিরাত্রে আদুরীকে অনেক উপ[illegible] থাকে। এমন কি সময়ে সময়ে প্রহার করিতেও [illegible] করে না।

মালতী বদনের কন্যা। তাহার বয়স প্রায় সাত বৎসর। দেখিতে রূপবতী না হইলেও মালতী কুরূপা নহে। মাতার ন্যায় মালতীর স্বভাব নম্র। একমাত্র সন্তান বলিয়া পরিবারের মধ্যে সকলেই মালতীকে যথেষ্ট আদর করিয়া থাকে। অন্যায় কার্য্য করা অথবা

পরুষবাক্য প্রয়োগ করা মালতীর স্বভাববিরুদ্ধ। মালতী বদনের আনন্দস্বরূপা। দৈনিক কঠোর পরিশ্রমের পর সায়ংকালে প্রাঙ্গণোপরি উপবিষ্ট হইয়া বদন মালতীর আধ আধ সুমিষ্ট বাক্যে কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত করে। অল্পবয়স্কা হইলেও মালতী অনেক কার্য্যে তাহার বৃদ্ধা পিতামহীকে আনুকূল্য করিয়া থাকে।

কৃষিজীবীদের পরিবার বর্ণন করিতে হইলে তাহাদের জীবনের প্রধান সহায় গো মেষ ইত্যাদির বিষয় উল্লেখ না করা এবং রামের নামোচ্চারণ মাত্র না করিয়া রামায়ণ লিখিতে প্রবৃত্ত হওয়া, উভয়ই সমতুল্য। এজন্য আমরা এক্ষণে বদনের গোরু বাছুরদিগের বিষয় কতক না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। বদনকে প্রায় ৩৬ বিঘা জমি আবাদ করিতে হয়। সুতরাং একখানি লাঙ্গল ও দুইটী লাঙ্গলের গোরু আছে। গোদ্বয়ের একটীর নাম কেলে ও অপরটীর নাম শাম্‌লা। উভয়েরই বয়ঃক্রম সাত ও আট বৎসরের মধ্যে। তাহারা শস্যোৎপাদনের প্রধান সহায়, সুতরাং বিশেষ যত্নের ধন। প্রত্যহ প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে গয়ারাম

খোল্ ও বিচালি দ্বারা তাহাদের নাদা পরিপূর্ণ করিয়া দেয়। কেলে ও শাম্‌লা ব্যতীত বদনের কয়েকটী গাভী ও বৎস আছে। তন্মধ্যে ভগবতী নাম্নী গাভী প্রাতে তিন পোয়া ও সন্ধ্যার সময় আধসের দুধ দেয়। ঝুম্‌রী নামে অপর গাভী প্রাতঃকালে দেড়সের ও সন্ধ্যার সময় এক সের এবং কামধেনু প্রাতঃকালে তিন সের ও সন্ধ্যাকালে দুই সের দুধ দিয়া থাকে। বৎস দুইটীর কোন বিশেষ নাম নাই। ইহাদের একটীকে মালতী বিশেষ ভালবাসে এবং লক্ষ্মী বলিয়া ডাকে। গো সেবার ভার গয়ারামের হস্তে নিক্ষিপ্ত আছে। কামধেনু সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট গাভী। তাহার আহারের বন্দোবস্ত স্বতন্ত্র রূপ। অন্যান্য গোরু কয়েকটী যেরূপ খাবার পায় তদ্ব্যতিরেকে তাহাকে খুঁদ সিদ্ধ করিয়া দেওয়া হয়। যাহাহউক দৈনিক যে দুধ হয়, তন্মধ্যে কিয়দংশ বদন নিকটস্থ এক ব্রাহ্মণের বাটীতে রোজ দিয়া থাকে এবং অবশিষ্টের কিয়দংশ মালতী এবং অন্যান্য ছেলো-কেরা পান করে ও অবশিষ্ট ছানা, দধি ও ঘৃত প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া থাকে।

গোরু কয়েকটী ব্যতীত বদনের অন্য একটী গৃহ-

পালিত জন্তু আছে। বাঘা নামক এক উগ্রস্বভাব কুকুর প্রতিনিয়ত তাহার দ্বারদেশে থাকে। পরিবারস্থ সকলেই আহারান্তে তাহাকে এক এক মুষ্টি ভাত দিয়া থাকে। ইহা ব্যতীত বাঘা অন্য যেখানে যাহা পায় আহার করে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

নামকরণ।

দেখিতে দেখিতে সুন্দরীর নবজাত পুত্র ষষ্ঠ দিবসে পদার্পণ করিল। আজ সকলেই ব্যস্ত। আজ রাত্রিকালেই শিশুর অদৃষ্টলিপি লিখিত হইবে। পাঠক মহাশয় দেখুন সূতিকাগৃহের দ্বারদেশে বদনের মাতা অনঙ্গ একটী দোয়াত ও একটী খাগ্‌ড়ার কলম নিকটস্থ এক ব্রাহ্মণ-বাটী হইতে আনিয়া রাখিয়াছে। বিধাতাপুরুষ কখন্ আসেন তাহার কিছুই নির্ণয় নাই। সুতরাং একজন জাগরিত থাকা উচিত। সে কার্য্যের ভার রূপার মার উপর বিন্যস্ত হইল। রূপার মা সমস্ত রাত্রি বিধাতাপুরুষের অপেক্ষায় জাগরিত রহিল।

পরদিন প্রাতঃকালে সকলে জিজ্ঞাসা করিলে কহিল;—“দুপুর রাত্তিরের পর ঘরের বাইরে মানুষের পায়ের শব্দোর মতন শব্দ শুনতে পেলাম। সেই শব্দ তারপর ঘরের ভিতর এল, আর যেদিকে দোয়াত ছিল সে দিকে গেল। তার একটু বাদে নেকবার সময় কলমের যেরকম শব্দ হয় তেম্‌নি শব্দ হতে নাগ্‌লো। তখনি আমি বুঝ্‌তে পাল্লাম্‌ বিদেতাপুরুষ খোকার কপালে নিক্‌চেন। আর যখন ঐরকম নেকার শব্দ হচ্ছিল তখন খোকাও একটু একটু হাস্‌তে নাগ্‌লো। নেকা-টেকা হয়ে গেলে বিদেতাপুরুষ যখন ফিরে যান, তকুন আমি গিয়ে হাত যোড় করে বল্লাম ঠাকুর ভাল নিকেচ ত? বিদেতাপুরুষ আমায় অনেকবার দেকেচেন আর যা নিকেচেন তাও বল্লেন। কিন্তু কাউকে বল্‌তে মানা করে গিয়েচেন। তা যদি আমি তোমাদের সঙ্গে বলি তাহলে বিদেতাপুরুষ আমার ঘাড় মুচ্‌ড়ে রেখে যাবেন। তা যা হোক মা অনঙ্গ! তোমার নাতীর কপাল খুব ভাল।”

এই রূপে রূপার মা বিধাতা-পুরুষের সূতিকাগৃহে আগমন, শিশুর অদৃষ্টে লিপি-লিখন, তাহার সমক্ষে

প্রকাশ করণ ও ভয় প্রদর্শন সমস্ত যথাযথ বর্ণন করিল। কিন্তু বদন ও তাহার সহোদরেরা তাহার কথায় কতদূর বিশ্বাস করিল বলা যায় না।

ইহার দুই দিবস পরে আটকৌড়ে। অনঙ্গ ও আদুরী সমস্ত দিবস আটভাজা ভাজিতে প্রস্তুতা। বদন গ্রামের পোদ্দারের নিকট হইতে বিস্তর কড়ি আনিয়াছে। সূর্য্যাস্তের সময় অগণিত কৃষিবালকে বদনের বাটী পরিপূর্ণ হইল। তাহাদের কোলাহলে ও কুলাবাদ্যের শব্দে প্রাঙ্গণভূমি প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল অনন্তর সূতিকাগৃহের সম্মুখীন হইয়া সকলে সম স্বরে "আটকৌড়ে বাট্‌কৌড়ে ছেলে আছে ভাল" শব্দে চীৎকার ও আনুষঙ্গিক নৃত্য আরম্ভ করিল। ইতি-মধ্যে অনঙ্গ প্রাঙ্গণোপরি অবতীর্ণ হইয়া বালকদিগের মস্তকে কড়ি ও খৈ ছড়াইয়া দিল। এই সামান্য দ্রব্যই বালক দিগের মধ্যে মহা কৌতুক ও গোল মালের কারণ হইয়া উঠিল। এইরূপে অনঙ্গের অপার আনন্দে আটকৌড়ে সম্পন্ন হইল।

একবিংশতি দিবস গত হইলে সুন্দরী সূতিকা গৃহ হইতে বাহির হইল এবং স্নান ও ষষ্টি দেবীর অর্চনা

করিয়া পরিবারবর্গের সহিত মিলিত হইল। কিন্তু শিশুর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অভ্যস্ত গৃহকার্য্য সকল করিতে অবসর পায় না। বস্তুতঃ সুন্দরী গৃহ কার্য্যে ব্যাপৃতা থাকিলে অনঙ্গ, আদুরী ও মালতী পর্য্যায়ক্রমে শিশুর রক্ষণাবেক্ষণ ও অনির্ব্বচনীয় আনন্দ তাহার সুকোমল হস্তপদাদি সঞ্চালন নিরীক্ষণ করে। ইংলণ্ড দেশীয় শিশুদিগের ন্যায় এদেশের শিশুদিগের সর্দ্দি হইবার ভয় অতি বিরল। সুতরাং তাহাদের শরীরাচ্ছাদন কোনপ্রকার বস্ত্রই লক্ষিত হয়না। সুন্দরী প্রতিদিন তাহার শিশুর বক্ষে কিয়ৎপরিমাণে তৈল প্রয়োগ করিয়া রৌদ্র স্থানে পিঁড়ের উপর শোয়াইয়া রাখে। এইরূপে মাতা ও অপরাপর পরিবারের যত্নে লালিত ও বর্দ্ধিত হইয়া শিশু ষষ্ঠ মাসে পদার্পণ করিলে সকলেই তাহার অন্নপ্রাশনের নিমিত্ত উৎসুক হইয়া উঠিল। ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তিগণ শিশুর অন্নপ্রাশনে প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়া থাকে। কিন্তু বদন অতি হীনাবস্থা অধিক ব্যয় তাহার ক্ষমতা বহির্ভূত। তথাপি পিতৃ পৈতামহিক রীতিনীত্যনুসারে তাহার যথাসাধ্য ব্যয় করা আবশ্যক।

অন্নপ্রাশনের দিবস উপস্থিত হইলে, বদন স্বীয় আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুবান্ধববর্গকে নিমন্ত্রণ করিল। তাহা দিগের আহারের জন্য ভাত, কলাইয়ের ডাল ছেঁচ্‌কি, মাচ ভাজা, মাচের অম্বল ও দধি প্রস্তুত হইল; অনন্তর বড় ঘরের দাওয়ায় দুই শ্রেণীতে পুরুষ দিগের আহারের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ উপরিষ্ট হইলে পরিবেশিকা অনঙ্গ একেঁ একে ভাত, ডাল প্রভৃতি প্রস্তুত দ্রব্যাদি দ্বারা তাহাদিকে পরিতৃপ্ত করিল। এইরূপে আহারাদি শেষ করিয়া নিমন্ত্রিতগণ স্বস্ব গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিল এবং বদনের পুত্র "গোবিন্দচন্দ্র সামন্ত" নামে অভিহিত হইল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

শিশু—রক্ষয়িত্রী

ষষ্টিদেবীর বিষয় অনেকবার উল্লিখিত হইয়াছে হিন্দুধর্ম্ম শাস্ত্রমতে ষষ্টিদেবী সহায় হীন বালক বালিকা দিগকে বিপদ হইতে রক্ষা করেন। সুতরাং তাঁহার উপাসনাদির বিষয় কিছু না লেখা অনুচিত।

ষষ্ঠি প্রধান প্রকৃতির ষষ্ঠাংশ। প্রবাদ আছে স্বায়ম্ভুব মুনির পুত্র প্রিয়ব্রত বহুকাল তপস্যায় নিযুক্ত ছিলেন। ব্রহ্মা তাঁহাকে দার পরিগ্রহের আদেশ দেন। কিন্তু পুত্রমুখাবলোকনে কৃতকার্য্য না হওয়ায় তিনি মহর্ষি কশ্যপকে পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করিতে আজ্ঞা দেন। যজ্ঞান্তে ঋষি-দত্ত হুতোচ্ছিষ্ট ভক্ষণে প্রিয়ব্রত-পত্নী গর্ভ বতী হইলেন এবং নিরূপিত সময়ে তপ্ত কাঞ্চন সদৃশ এক মৃত পুত্র প্রসব করিলেন। যৎপরোনাস্তি দুঃখি-তান্তঃকরণে রাজা মৃত পুত্রের অন্তেষ্টি ক্রিয়ার উদ্দেশে যাইতেছেন। সহসা মস্তকোপরি মধ্যাহ্ন-সূর্য্য-সঙ্কাশ দীপ্তিমান এক মূর্ত্তির আবির্ভাব হইল। রাজা বিমো-

হিত হইয়া তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি কহিলেন, “আমি কার্ত্তিকেয়ের পত্নী এবং প্রকৃতির ষষ্ঠাংশ। আমার নাম ষষ্ঠী। আমি শিশু সন্তানদিগের রক্ষয়িত্রী”। এই বলিয়া মৃত শিশুর জীবন দান করিয়া লইয়া যান, এমন সময়ে রাজা সাশ্রুলোচনে গদগদ বচনে বহুবিধ স্তুতিবাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। ষষ্ঠীদেবী তাঁহার স্তবে সন্তুষ্টা হইয়া কহিলেন “স্বায়ম্ভুবে তনয়! তুমি সসাগরা ধরিত্রীর অদ্বিতীয় অধীশ্বর। অবনীতলে আমার উপাসনা প্রচার করিবে,প্রতিজ্ঞা কর,তাহা হইলে আমি এই সন্তান তোমায় প্রদান করিতে পারি।” প্রিয়ব্রত প্রতিজ্ঞাপাশে আবদ্ধ হইলে ষষ্ঠীদেবী তাঁহাকে সন্তান প্রদান করিয়া অন্তর্হিতা হইলেন। রাজাও কৃতজ্ঞহৃদয়ে ভবনে প্রত্যাগত হইয়া ষষ্ঠীদেবীর আরাধনা প্রচার করিয়া দিলেন। তদবধি ভারতবর্ষে ষষ্ঠীদেবীর পূজা আরম্ভ হয়। এমন কি বন্ধ্যা নারীগণ পুত্রলাভলালসায় প্রতি শুক্লপক্ষীয় ষষ্ঠী তিথিতে তাঁহার পূজা করিয়া থাকে।

যাহাহউক ষষ্ঠীদেবীর প্রকৃত মূর্ত্তি কেহ কস্মিন্‌কালে দৃষ্টিগোচর করেন নাই। কথিত আছে তিনি পঞ্চ-

বিংশতিবর্ষদেশীয়া, পরিধানে শুভ্রবসন শিশুসন্তান কক্ষে মার্জ্জারোপরি উপবিষ্টা। কিন্তু এবম্বিধ আকৃতিতে কেহ ষষ্ঠীদেবীর আরাধনা করে না। সচরাচর দৃষ্ট হয় কোন কোন বটবৃক্ষতলে সিন্দূররঞ্জিত কয়েকখণ্ড প্রস্তর থাকে। এ দেশীয় লোকে তাহাই ষষ্ঠী বলিয়া আরাধনা করিয়া থাকে। অদ্যাপিও দৃষ্ট হয়, পল্লীগ্রামের ধনী হউক বা দরিদ্রই হউক, বৃদ্ধাই হউক বা যুবতীই হউক, পুত্রবতীই হউক বা বন্ধ্যাই হউক সকলেই অবস্থানুযায়ী বেশভূষায় ভূষিত হইয়া বটবৃক্ষতলে স্থাপিতা ষষ্ঠীদেবীর পূজা প্রদান করিতে গিয়া থাকে। তাহাদের কাহারও হস্তে নৈবেদ্য কাহারও হস্তে ফুল-চন্দন, কাহারও হস্তে ধূপ ধূনা ইত্যাদি পূজোপচার। বন্ধ্যাগণ আগ্রহাতিশয় সহকারে প্রসাদ গ্রহণ করে এবং সত্বর যাহাতে ক্রোড়দেশ পুত্ররত্নে শোভিত হয় তাহার কামনা করিয়া দেবীর বন্দনায় প্রবৃত্ত হয়।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

দৈবজ্ঞ

অন্নপ্রাশনের কিয়দ্দিবস পরে একদা সায়ংকালে বদন বড়ঘরের দাওয়ায় বসিয়া তামাক খাইতেছে সহসা কর্কশস্বরে "বদন বাড়ী আছ হে?" বলিয়া এক জন চীৎকার করিল।

"তুমি কে গো?" বলিয়া বদন সেই স্থান হইতেই প্রত্যুত্তরে প্রশ্ন করিল। প্রথম প্রশ্নকারী কহিল "সূর্য্যকান্ত।"

"আসুন" বলিয়া বদন দাওয়ার উপর হইতে লম্ফ প্রদান করিল এবং দ্বারদেশের নিকটবর্ত্তী হইয়া পুনরপি কহিল ;—

"আস্‌তে আজ্ঞে হ'ক আচাজ্জি মশায়, আজ আমার বড় ভাগ্গি যে, আপনার পায়ের ধুলো পড়েচে। গয়ারাম একখানা আসন এনে আচাজ্জি মশাইকে বস্‌তে দে।"

আচার্য্য মহাশয় পাদুকা অপনয়ন করিলেন এবং আসন পরিগ্রহ করিয়া কহিলেন ;—

'বদন তবে ভাল আছ? তোমার ছেলের অন্নপ্রাশন ভালয় ভালয় হয়ে গেচে শুনে বড় সুখী হয়েচি। আর নাই বা হবে কেন? তোমার বাপ পিতামহ গরিব হলেও সজ্জন ও ধার্ম্মিক ছিল। তারা পরমেশ্বরকে ভয় কর্‌তো। তাদের সুলগ্নে জন্ম। তুমি ছেলের "গোবিন্দ" নাম রেখেচ। তা যা হ'ক বোধ হয় তোমার ছেলেও বেশ সুলগ্নে জন্মেচে। সে কেবল তোমার সুকৃতির ফল। ছেলের কুষ্ঠী তোয়ের করে নেবে না?

বদন—আমার ত নেহাৎ ইচ্ছে গোবিন্দর কুষ্ঠী করাই। কিন্তু জানেন ত আমি বড় গরিব। জমিদারের খাজনা বাকী রয়েছে। আর মহাজনের কাছেও মবলক টাকা দেনা হয়েছে। ঘরে যা কিছু ছিল ছেলেটীর ভাতে খরচ হয়ে গেল।

আচার্য্য—আঃ তার আর কি? তোমার সঙ্গে ত আজকের নয় অনেক দিনের আলাপ। আমি আর তোমার কাছে বেশী নেব না। তাও তুমি না হয় দশ দিন পরেই দিও।

বদন—ভাল রকম এক খানি কুষ্ঠী কর্‌তে কত আন্দাজ পড়ে?

আচার্য্য—ঠিক দাম বল্‌তে গেলে—এই সে দিন বেণেদের ছেলের কুষ্ঠী লিখে ১৬৲ টাকা পেয়েছি।

বদন—ষো—ল—টা—কা? তা বেণেদের সঙ্গে আর আমাদের সঙ্গে বামুন শুদ্দুর তফাৎ। এখন আমার গোবিন্দর কুষ্ঠী লিখ্‌তে কি নেবেন বলুন?

আচার্য্য—না তুমি না কি ঠিক দাম জান্‌তে চাইলে তাই বল্লেম। তা আমি আগে তোমার ছেলের কুষ্ঠী লিখে আনি তারপর যা হয় দিও।

বদন—আমি গরিব। আপনার যুগ্যি কি দিতে পারি? তবে যদি অনুগোরো করে একখানি কুষ্ঠী লিখে দেন তা হলে ধান কাটার সময় ২শলি আউস আর ২শলি আমন ধান দিব।

আচার্য্য—তুমি আজকাল বড় কৃপণ হয়েচ। আচ্ছা দুশলি আউস আর দুশলি আমন ধান বাদে আধমোন আকের গুড় দিও।

বদন—(ঈষৎ হাসিয়া) আচাজ্জি বামুনেরা বড় গুড় ভাল বাসে। তা আচ্ছা তাই দেব। তবে একটু শীগ্গির শীগ্গির আরম্ভ করে দিন। কবে পাওয়া যাবে।

আচার্য্য—কুষ্ঠী লেখাত সহজ কাজ নয়। এ আর ছেলে খেলা নয়। কত গ্রহ নক্ষত্রের গণনা কর্‌তে হবে, তবে হবে। এক মাসের কম হবে না।

বদন—আচ্ছা তাই তাই। একমাস পরে আনবেন আর আমি যা বলেচি তা দেব। কিন্তু কুষ্টিখানি যেন একটু ভাল হয়।

আচার্য্য—এ তোমার মেয়ে মানুষের মত কথা বদন। কুষ্ঠী ভাল মন্দ করা ত আমার হাত নয়। তোমার ছেলে যদি ভাল লগ্নে জন্মে থাকে তবে তার কুষ্ঠী ভাল হবে, আর নইলে খারাপ হবে। তা তুমি যে রকম লোক তাতে তোমার ছেলের কুষ্ঠী ভালই হবে।

সূর্য্যকান্ত আচার্য্য এই বলিয়া বিরত হইলেন। ইনি কাঞ্চনপুরের দৈবজ্ঞ। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে গণনায় জানিতে পারেন যে কাঞ্চনপুরে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইবে। গণনাফল সর্ব্বসমক্ষে প্রকাশ করায় সেই পর্য্যন্ত সকলেই তাঁহাকে ধূমকেতু নামে ডাকে। দৈবজ্ঞ মহাশয় গ্রামমধ্যে কাহারও পুত্রসন্তান জন্মিলে তাহার কোষ্টি লিখিয়া দেন। তদ্ভিন্ন ইঁহার অর্থো-

পার্জ্জনের আর এক উপায় আছে। ইনি গণনা দ্বারা শুভাশুভ দিন নির্ব্বাচন করিয়া থাকেন। হিন্দুদিগের মধ্যে কর্ম্মারম্ভের পূর্ব্বে দিন গণনা প্রথা বিশেষ প্রচলিত থাকায় একার্য্যেও আচার্য্য মহাশয়ের যথেষ্ট লাভ আছে। নব-বর্ষের প্রারম্ভে ভদ্রমণ্ডলীতে নব-পঞ্জিকা পাঠ ও বৎসরের ফলাফল বর্ণনা করিয়াও দৈবজ্ঞ ঠাকুর কিছু উপার্জ্জন করিয়া থাকেন।

এতদ্ভিন্ন আচার্য্য মহাশয় গণৎকারের ব্যবসায়ে সুনিপুণ। গ্রাম মধ্যে কোন লোকের কোন বস্তু নষ্ট বা অপহৃত হইলে গণৎকার মহাশয় খড়ি পাতিয়া গণনা করেন। ফলতঃ একার্য্যে তাঁহার এরূপ প্রতিপত্তি হইয়াছে যে, আচার্য্য মহাশয়ের বাটী অনুক্ষণ সুবর্ণালঙ্কার, তৈজস ও পলায়িত গাভীর অনুসন্ধানকারীগণে পরিপূর্ণ। দুঃখের বিষয় আচার্য্য মহাশয়ের গণনা কখনই যথার্থ হয় না।

যাহা হউক একমাস অতীত হইলে ধূমকেতু, বদনের পুত্রের কোষ্ঠি লইয়া উপস্থিত হইলেন। বদন জিজ্ঞাসা করিলে, পুত্র জীবদ্দশায় পরমসুখে থাকিবে এই মাত্র কহিল। বিপদ আপদের নাম মাত্র করিল না। বদন

অঙ্গীকার মতে তাহাকে ৪শলি ধান্য ও আধ মোন গুড় দিয়া বিদায় করিল এবং ভক্তিসহকারে কোষ্ঠি পত্রখানি বাক্স মধ্যে স্থাপন করিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

গুরুতর তর্ক

শুক্লপক্ষের শশিকলার ন্যায় গোবিন্দ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। একদিন একাকী খেলা করিতে করিতে সন্নিকটস্থ পুষ্করিণীতে পতিত হয়। কিন্তু আদুরী পুষ্করিণীতে থাকাতে তাহার জীবনে কোন রূপ ক্ষতি হয় নাই। এইরূপ সর্ব্বাঙ্গে ধুলা কাদা মাখিয়া গোবিন্দ সমস্ত বাটীতে খেলিয়া বেড়াইতে লাগিল। মালতী সর্ব্বদা তাহার রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত থাকে এবং "হাঁটি হাঁটি পা পা" শব্দে তাহাকে চলিতে প্রবৃত্ত করায়।

এইরূপে পঞ্চম বর্ষে পদার্পণ করিলে তাহার

ভবিষ্যৎ চিন্তায় বদনের চিত্ত উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। বদন নিজে বিদ্যা ধনে বঞ্চিত। সুতরাং প্রায়ই জমিদারের ও গোমস্তার উৎপীড়নে তাহাকে প্রপীড়িত হইতে হয়। এই সকল উৎপীড়ন হইতে পুত্রকে মুক্ত করিতে তাহাকে লেখাপড়া শিক্ষা দেওয়া বদনের আবশ্যক বোধ হইল। কিন্তু মাতার অনুমতি বিনা কোন কার্য্য করা বদনের স্বভাব সিদ্ধ নহে। অতএব এক দিন অপরাহ্ণে কৃষিকর্ম্ম স্থগিত রাখিয়া বদন বাটী আসিল। অনঙ্গ সেই সময়ে চরকায় নিযুক্ত। বদন বাটী আসিয়া হাত পদাদি প্রক্ষালন করিয়া তামাক সাজিল এবং মাতার সন্নিকটবর্ত্তী হইয়া কহিল;

"মা অনেক দিন থেকে তোমায় একটা কথা বল্‌ব বল্‌ব মনে কর্‌চি।"

অনঙ্গ—কি কথা বাবা? কোন অসুখ বিসুখ হয় নি ত?

বদন—না মা সে সব কিছু নয়। গোবিনের একটী কথা।

অনঙ্গ—গোবিনের কি কথা? তার কি অসুখ হয়েছে নাকি?

বদন—মা গোবিন এই ছ বছরে পড়্‌বে! এই সময় তার হাতে খড়ি দিলে হয় না? আমি নিজে নিক্‌তে পড়্‌তে জানিনে। একখানা কবলুতি পড়্‌তে হলে মহা মুস্কিলে পড়্‌তে হয়। আমিও চোক্ থাক্‌তে কাণা। কাজে কাজই জমিদারে জবরদস্তি করে আর গোমস্তারাও জুয়োচুরী করে নেয়। তাই ভাব্‌চি গোবিনকে নেকাপড়া শেকাব।

অনঙ্গ—না বাবা, নেকাপড়ার কথা বলোনা। তোমার দাদাকে নেকাপড়া শিক্‌তে দিয়ে কি হল? একবার যেতে না যেতে বাছা আমার কোথায় গেল। আমাদের চাষা লোকেদের কি নেকাপড়া সয়। তাইতে আমার ভয় হয় গোবিনেরও (ষেটের বাছা জন্ম জন্ম বেঁচে থাক্) ভাল মন্দ কিছু হয়।

বদন—এও কি একটা কথা মা? নেকাপড়া শিকে কি কেউ কোথা মরেচে? তাহলে আর বামুন কায়েতের ছেলেরা বাঁচতনা।

অনঙ্গ।—বামুন কায়েতের ছেলেরা লেখাপড়া শিক্‌লে দেবতারা রাগ করেন না। তাদের ব্যবসাই হ'ল নেকাপড়া। আমাদের ব্যবসা ক্ষেতে খাটা।

আমরা যদি নেকাপড়া শিক্‌তে যাই তবে দেবতারা রাগ করবেন।

বদন—কেন কত আগুরীত নেকাপড়া শিকেচে এই নটবর সামন্ত নিকৃতে পড়্‌তে জানে, মধু সিদ্দি মুহুরী হয়েচে। তারা কি সব মরে গেচে?

অনঙ্গ—লোকের যা হয় হ'গে বাছা আমাদের নেকাপড়া সয় না। তা না হলে তোমার দাদা পাঠ শালাতে যেতে না যেতেই গেল কেন?

বদন—তুমিও যেমন মা, মরণ বাঁচন বরাত। বিধাতা বরাতে যা নিকে রেকেচেন তা হবেই। দাদার বরাতে নেকা ছিল সে সাত বচরে মরবে তাই সে মলো। তাকে পাঠশালে না দিলেই কি সে মর্‌তো না? তার অন্ন উঠে ছিল তাই সে মলো।

অনঙ্গ—তা সত্তি বাবা বরাতই মূল। তবে কেন তুমি বরাত ছাড়া কাজ করতে যাচ্চ? আমাদের বরাতে ক্ষেতে খাটা আছে, আমরা জন্মবচ্ছিন্নি ক্ষেতেই খাটবো। আর তোমার বাপ পিতম কিছু নেকা পড়া শেকেনি। তবে কেন তুমি গোবিনকে নেকাপড়া শেকাতে যাচ্চ?

বদন—আমার বাপ পিতমর সময় ধর্ম্মভয় ছিল তখনকার লোক জুয়োচুরীও জানৃত না আর জুলুম জবরদস্তিও জানৃত না। এখনকার কালে ত সেরকম নেই। একালের লোক এহকালেও ভয় করে না আর পরকালেও ভয় করে না।

অনঙ্গ—তোমরা ব্যাটাছেলে। তোমাদের সঙ্গে তর্ক করে আমরা মেয়ে মানুষ কি করৃবো? যা ভাল হয় তাই কর। পাছে কিছু ভাল মন্দ হয় আমার সেই ভয়—ঘরপোড়া গোরু সিঁদূরে মেঘ দেখে ডরায়।

বদন—মরণ বাঁচন সব বরাত। গোবিনের বরাতে যদি নিকে থাকে সে অমুক দিনে মরৃবে, তবে তাকে পাঠশালে দিই আর নাই দিই সে মরৃবেই মরৃবে। তা মা তুমি মত কর যদি গোবিনকে রামরূপ সরকারের পাঠশালে দিই। তার পাঠশাণটী ভাল। জমিদারী হিসেব কিতেব শেকায়।

অনঙ্গ—তা যদি নেহাতই পাঠশালে দেবে তবে দিনকতক সবুর কর আমি আর একটু সুতো কেটে একখানি কাপড় বুনৃতে দিই।

এইরূপ মাতার সম্মতিলাভ করিয়া বদন আনন্দের পরাকাষ্টা প্রাপ্ত হইল এবং তাহার প্রার্থনামতে কিয়দ্দিবস বিলম্ব করিতেও স্বীকৃত হইল।

নবম পরিচ্ছেদ।

পঞ্চানন।

শনিবার। গোবিন্দ প্রাঙ্গণভূমিতে মাতার নিকট দণ্ডায়মান। তাহার মাতা গৃহকর্ম্মে ব্যাপৃতা। কিয়ৎক্ষণ দণ্ডায়মান থাকিয়া, গোবিন্দ সহসা বাতাহত কদলী-বৃক্ষের ন্যায় ভূমিতে পতিত হইয়া ভীষণ বেগে হস্ত পদাদি নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিল। তাহার মুখ হইতে ফেনপুঞ্জ নির্গত হইতে লাগিল এবং অসাধারণ বলের সহিত স্বীয় কেশরাজি উৎপাটন করিতে আরম্ভ করিল। বহুদর্শিতাপ্রযুক্ত বৃদ্ধা অনঙ্গ সহজেই কারণ নির্দ্দেশে সক্ষম হইল। দৃষ্টিমাত্র সে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "গোবিন্দকে পেঁচো পেয়েচে।"

পেঁচো কি? ইহা পঞ্চানন শব্দের অপভ্রংশ মাত্র। পঞ্চানন প্রলয়কারী শিবের অষ্টমূর্ত্তির এক মূর্ত্তি। ষষ্ঠী মার্কণ্ড প্রভৃতি দেবতার ন্যায় পঞ্চাননের পূজাদি হইয়া

থাকে। প্রত্যেক হিন্দুজনপদের প্রান্তভাগে বটবৃক্ষ-তলে স্থাপিত একখণ্ড প্রস্তর পঞ্চাননরূপে অর্চ্চিত হইয়া থাকে। তিন শত তেত্রিশ কোটী দেবতার মধ্যে পঞ্চাননের তুল্য ভয়ানক দেবতা নাই। হিন্দু-নারীগণ ইঁহার ভয়ে সর্ব্বদা সশঙ্কিতা। পঞ্চানন স্বভাবতঃ কোপন-স্বভাব। কেহ কোন প্রকার অপ্রিয় করিলে পঞ্চানন নিশ্চয়ই তাহার অনিষ্ট করিয়া থাকেন। কিন্তু এতদ্ভিন্ন পঞ্চাননের গুণও আছে। সময়ে সময়ে বন্ধ্যানারীদিগকে পঞ্চাননের উপাসনা করিয়া পুত্রবতী হইতে দৃষ্ট হইয়া থাকে।

যাহা হউক গোবিন্দের তাদৃশ অবস্থা অবলোকন করিয়া অনঙ্গ স্থিরনির্ণয় করিল তাহাকে পেঁচো পেয়েছে। এক্ষণে আর কালবিলম্বের সময় নাই। আশু প্রতীকার আবশ্যক। বাটীতে মহা আর্ত্তনাদ উপস্থিত। প্রাচীনা অনঙ্গ রোদন করিতে করিতে বিধিমতে পঞ্চাননের স্তব করিতে আরম্ভ করিল। বদন বাটীতে নাই। মাঠে কর্ম্ম করিতে গিয়াছে। সংবাদ দিতে লোক গেল এবং ব্রাহ্মণ-কন্যাদিগের পরামর্শানুসারে পঞ্চানন-পূজারও বিহিত আয়োজন হইল। অবিলম্বে কুল-পুরোহিত

রামধন মিশ্রকে আনিতে লোক প্রেরিত হইল। পূজাদি ব্যাপার সম্পন্ন হইলে গোবিন্দ পূর্ব্ববৎ সুস্থ হইল এবং শুনিতে পাওয়া যায় তদবধি তাহার উপর পঞ্চাননের আর কোনরূপ অত্যাচার হয় নাই।

দশম পরিচ্ছেদ।

গৃহকার্য্য।

মদন, কানমাণিক ও গয়ারামের দৈনিক কার্য্য-কলাপ কতক কতক কথিত হইয়াছে। এক্ষণে তাহাদের স্ত্রীলোকদিগের দৈনিক কার্য্যগুলি দেখা যাউক।

রাত্রি প্রভাত হইবামাত্র অনঙ্গ, সুন্দরী ও আদুরী শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করে এবং গোবর ও জল মিশ্রিত করিয়া সমস্ত বাটীতে ছড়া দিয়া থাকে। পরিশেষে সম্মার্জ্জনী দ্বারা প্রাঙ্গণভূমি ও ঘর কয়েকখানি পরিষ্কার করিয়া লেপন করে। এই সকল ব্যাপার শেষ হইলে পূর্ব্বরাত্রের ভোজন ও পানপাত্রগুলি মার্জ্জনা করিতে ঘাটে যায়। অবশেষে ধানসিদ্ধ ব্যাপার আরম্ভ হয়। এইক্ষণে অনঙ্গ স্নান করিয়া রন্ধনে নিযুক্ত হয়। অনঙ্গ

বিধবা। সমস্ত পরিবারের আহারাদি হইলে এবং প্রয়োজনমতে পুত্রদিগের মাঠে খাবার পাঠাইয়া নিজে আহারে বসে। আহারাদি ব্যাপার শেষ হইতে প্রায় তৃতীয় প্রহর অতীত হয়। অতঃপর অনঙ্গ চরকায় বসিবার অবসর পায়। বদনের নিকট গোবিন্দকে পাঠশালায় দিবার কথা শুনিয়া অবধি অনঙ্গ চরকা কাটিতে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর মনোনিবেশ করিল। সে এক্ষণে রন্ধন ভিন্ন অন্য কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ না করিয়া কেবল চরকা কাটিতে ব্যাপৃতা থাকিত। ফলতঃ একার্য্যে অনঙ্গ এরূপ লঘুহস্ততা লাভ করিয়াছে যে অতি অল্পদিন মধ্যে গোবিন্দের ধুতির উপযুক্ত সূতা প্রস্তুত করিল এবং তদ্দারা ৫ হাত লম্বা ও ১॥ হাত প্রশস্ত একখানি ধুতি প্রস্তুত হইল।

ধুতি প্রস্তুত হইলে গোবিন্দকে পাঠশালায় দিবার আর কোন আপত্তি রহিল না এক্ষণে তাহাকে পাঠশালায় দিবার প্রস্তাব করা হইল। উচ্চশ্রেণীর লোকেরা বালকদিগকে প্রথম বিদ্যালয়ে দিবার দিবস অনেক উৎসবাদি করিয়া থাকেন। কিন্তু বদনের সেরূপ করিবার ক্ষমতা কোথায়?

জন্মাবধি গোবিন্দ বিবস্ত্র। আজ প্রথম অনঙ্গ তাহার কটিদেশে বস্ত্র পরাইয়া দিল। বস্ত্র পরিধান করিয়া গোবিন্দ পিতামহী, পিতা, মাতা, খুড়া ও খুড়ীদিগকে প্রণাম করিল। বদন তাহার বস্ত্রের একপার্শ্বে একখণ্ড রামখড়ী ও অনঙ্গ অপর পার্শ্বে কতকগুলি মুড়ী বাঁধিয়া দিল। এইরূপে সজ্জীভূত হইয়া গোবিন্দ বীর বিশাল বিদ্যারাজ্য আক্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। মুখে তিনবার শ্রীহরি, শ্রীহরি, শ্রীহরি নাম উচ্চারণ করিয়া পুত্রের হস্ত ধারণ করিয়া বদন পাঠশালাভিমুখে ধাবমান হইল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

গুরুমহাশয়।

ইতি পুর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে কাঞ্চনপুরের অভ্যন্তরের পরস্পর সম্মুখীন দুই শিবমন্দির আছে। তন্মধ্যে এক মন্দিরের সম্মুখে একটী চাঁদনি। এই চাঁদনিতে একটী পাঠশালা স্থাপিত। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও ধনশালী বণিকদিগের বালকেরা এই পাঠশালায় বিদ্যাভ্যাস করে। এখানকার গুরুমহাশয় জাতিতে

ব্রাহ্মণ। ইঁহারা পুরুষানুক্রমে গুরুমহাশয় ব্যবসায়ী।

এতদ্ব্যতিরিক্ত গ্রামে অন্য একটী পাঠশালাও আছে, কিন্তু এখানকার গুরুমহাশয় কায়স্থ শ্রেণী নিবিষ্ট সুতরাং ইহার সামাজিক অবস্থা অনেকাংশে হীন। প্রথমোক্ত পাঠশালা অপেক্ষা এখানকার ছাত্র সংখ্যা অল্প। এমন কি এক তৃতীয়াংশ। কিন্তু ছাত্র সংখ্যা হইলেও কায়স্থ গুরুমহাশয় ব্রাহ্মণ গুরুমহাশয়ের অপেক্ষা বিদ্যায় হীন নহেন। প্রথমোক্ত গুরুমহাশয় সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণ পাঠ করিলেও এবং কথোপ-কথনের মধ্যে মধ্যে সংস্কৃত শ্লোক উচ্চারণ করিলেও প্রচলিত বাঙ্গালা ভাষা লিখিতে কিম্বা বলিতে ভ্রান্ত হইয়া থাকেন। কায়স্থ গুরুমহাশয়ের সংস্কৃত ভাষায় কোন ব্যুৎপত্তি নাই। কিন্তু গণিত শাস্ত্রে ও জমিদারী এবং মহাজনী হিসাবে তাঁহার বিলক্ষণ অভিজ্ঞতা আছে। সুতরাং যে সকল লোক, বালকদিগকে আঁক শিখাইবার ইচ্ছা করে তাহারা কায়স্থ গুরুমহাশয়ের পাঠশালাতে বালকদিগকে প্রেরণ করে। সুতরা,বদন তাহার পুত্রকে কায়স্থ গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় লইয়া গেল। গুরু মহাশয়ের নাম রামরূপ সরকার।

বিস্তৃত মাদুরোপরি কতকগুলি বালক বেষ্টিত হইয়া রামরূপ সরকার উপবিষ্ট আছে। বালকেরা কেহ তালপাতায় কেহ কলাপাতায় ও কেহ কাগজে লিখি-তেছে। বদনকে দেখিয়া রামরূপ কহিল ;—

'কি হে বদন, তুমি যে এখানে, খবর কি ?

বদন—মশাই, এইটী আমার ছেলে, তোমার কাছে দিচ্চি, একে মানুষ ক'রে দিতে হবে।

রামরূপ—বেশ—তুমি নিজে লেখা পড়া জান না, তোমার ছেলেকে লেখাপড়া শেকাবে ভালই হয়েছে। চাণক্য বলেছেন, 'বিদ্যারত্ন মহাধনম্'।

বদন—আজ্ঞে এ ঠিক কথা, নিক্‌তে পড়্‌তে না জানলে চোক্ থাক্‌তে কাণা।

রামরূপ—আচ্ছা বদন ব'স তামাক খাও মোদো তামাক সেজে নিয়ে আয় ত রে।

আদেশমতে বদন মৃত্তিকার উপরেই উপবেশন করিল। মধু সদ্দারপড়ো। গুরুমহাশয়ের আজ্ঞা পাইয়া সে তৎক্ষণাৎ তামাক সাজিতে গেল। অনন্তর গোবি-ন্দের দিকে ফিরিয়া গুরুমহাশয় কহিল, 'কিহে বাপু, লেখা পড়া শিক্‌বে ?' গোবিন্দ ভয়ে থরহরি কম্পান্বিত।

পূর্ব্বে সমবয়স্ক বালকদিগের নিকট শুনিয়াছিল গুরু-মহাশয়েরা সাক্ষাৎ যম। ভয়ে সে কিছুতেই রামরূপের নিকট যাইতে স্বীকৃত নহে। বদন তাহাকে ঠেলিয়া গুরুমহাশয়ের নিকট দিল। গুরুমহাশয় তাহার মস্তকে হাত দিয়া কহিল, "গুরুমহাশয়কে কি ভয় করতে আছে? অতঃপর একজন সর্দ্দার পড়োকে ডাকিয়া মাটিতে খড়ী দিয়া ক খ গ ঘ ঙ পাঁচটী অক্ষর লিখিয়া দিতে কহিল। বদন গোবিন্দের বস্ত্র হইতে রামখড়ীখানি বাহির করিয়া তাহার হস্তে দিল এবং রামরূপ সরকার গোবিন্দের হাত ধরিয়া মাটীতে লিখিত পাঁচটী অক্ষরোপরি বুলাইয়া দিল। ইতিমধ্যে মধু তামাক প্রস্তুত করিয়া রামরূপ সরকারের হাতে দিল। রামরূপ পানান্তে বদনকে কল্‌কে নামাইয়া দিল। কিয়ৎক্ষণ পান করিয়া বদন গুরু-মহাশয়কে কল্‌কে প্রত্যর্পণ করিল।

বদন কল্‌কে প্রত্যর্পণ করিলে রামরূপ সরকার সুস্থির ভাবে ধূমপানে প্রবৃত্ত হইল। এক্ষণে তাহার মূর্ত্তি কথঞ্চিৎ প্রশান্ত। যখন প্রচণ্ডকোপে ছাত্রগণের প্রতি তর্জ্জন করে তদপেক্ষা অনেক প্রশান্ত। এই

অবসরে আমরা রামরূপ সরকারের প্রশান্ত স্নিগ্ধমূর্ত্তি বর্ণনে প্রবৃত্ত হইলাম।

যে ভাবে রামরূপ সরকার উপবিষ্ট আছে তাহাতে বোধ হয় গুরুমহাশয় খঞ্জ। অনুমানের আর একটী কারণ আছে। গুরুমহাশয়ের সম্মুখে গমনাগমনের অবলম্বন স্বরূপ একগাছি লাঠি রহিয়াছে। প্রকৃত প্রস্তাবে রামরূপ সরকার ঈদৃশ খঞ্জ যে যষ্টি আশ্রয় করিয়াও অতি কষ্টে এক ঘর হইতে গৃহান্তরে গমনাগমন করে। রাস্তায় বাহির হইবারত কথাই নাই। ষান্মাসিক একবার মাত্রও সন্দেহ। শারীরিক এই ত্রুটী থাকা প্রযুক্ত সকলেই তাহাকে 'খোঁড়া মশাই' বলিয়া ডাকে। ছাত্রদিগের সাহায্যে গুরু মহাশয় গতিবিধি করিয়া থাকে। তাহার বয়ঃক্রম চল্লিশ বৎসর, শরীর খর্ব্ব ও কৃষ্ণবর্ণ, নাক চেপ্টা ও কপাল প্রশস্ত।

খঞ্জতা ব্যতীত রামরূপ সরকারের আর একটি ত্রুটী আছে তাহার স্বর অত্যন্ত অনুনাসিক। এমন কি অন্ধকার মধ্যে কথা কহিলে তাহাকে ভুত প্রেতিনী বলিয়া অনুমিত হয়। 'তুমি কেমন আছ' বলিতে খোঁড়া মশাই 'তুঁমি কেঁমন আঁছ' বলিয়া থাকে।

অবয়বে পঙ্গু ও স্বর ভূতের ন্যায় হইলেও রামরূপ সরকার মানসিক শক্তি বিশিষ্ট। গ্রামমধ্যে সে প্রধান গণিতবেত্তা। কেবল যে শুভঙ্কর তাহার মুখাগ্রে এরূপ নহে। খোঁড়া মশাই বীজগণিত ও কিয়ৎ পরিমাণে জানেন। এতদ্ভিন্ন ন্যায়শাস্ত্রেও রামরূপ সরকারের বিশেষ ব্যুৎপত্তি আছে। গৌতমসূত্র পাঠ না করিয়াও তিনি তর্কশাস্ত্রে পণ্ডিত।

এক্ষণে কিরূপে গুরু মহাশয় পাঠশালায় রীতিনীতি শিক্ষা দেন দেখা যাউক। অবলম্বন যষ্টির সন্নিকটে যে একগাছি কোঞ্চি দৃষ্ট হয় উহাদ্বারা খোঁড়ামশাই ছাত্রগণকে রীতিনীতি শিক্ষা দেয়। পাঠশালার সময় যখনই সরকার মহাশয়ের বাটীর নিকট দিয়া যাওয়া যায় তখনই "সপাসপ্ সপাসপ্" কোঞ্চির শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। কোঞ্চি ব্যতীত অন্য এক উপায়েও রামরূপ সরকার রীতিনীতি শিক্ষা দিয়া থাকে। আবশ্যক বোধে কোন কোন বালককে সমস্ত দিন "নাড়ুগোপাল" করিয়া দেওয়া হয়। উল্লিখিত ধারা ব্যতীত রামরূপ সরকারে উদ্ভাবিত দণ্ডবিধি আইনে আর একটী ধারা আছে। ইহার বাটীতে যে একটী

কাঁঠালগাছ আছে সময়ে বালকদিগকে ঐ কাঁঠালগাছের গুঁড়ির সহিত বাঁধিয়া সর্ব্বাঙ্গে বিচুটী প্রয়োগ করা হয়। তাহার যন্ত্রণা দুঃসহ। অনুপায় বালক প্রতিবিধানে কিছুই না পাইয়া কেবল "মা-রে বাপ্-রে" শব্দে চীৎকার করিয়া থাকে।

রামরূপ সরকারের আয় কি? প্রত্যেক বালকের বেতন চারি পয়সা। পাঠশালার ছাত্রসংখ্যা অন্যূন ৩০। সুতরাং বালকদত্ত বেতনে সরকার মহাশয়ের মাসিক এক টাকা চৌদ্দ আনা আয়। যাহা হৌক খোঁড়া-মশাইয়ের আরও কিছু প্রাপ্য আছে। বৈকালে পাঠশালায় আসিবার কালে বালকেরা কেহ একটী পান, কেহ একটা গুপারী ও কেহ একটু তামাক লইয়া আসে। এতদ্ভিন্ন প্রত্যেক বালককে মাসিক একটা সিদা দিতে হয়। এই আয়ে ও নিজে যে দশ বিঘা জমি আবাদ করে সেই জমির উৎপন্ন শস্যে রামরূপ সরকার এক প্রকারে স্ত্রীপুত্র প্রতিপালন করিয়া থাকে।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

ঘটক।

দেখিতে দেখিতে মালতী একাদশ বর্ষ অতিক্রম করিল। আর তাহাকে অবিবাহিতা রাখিতে পারা যায় না। গ্রামস্থ সকল লোক বদনের নিন্দাবাদ করিতেছে। স্ত্রীলোকেরা জলের ঘাটে একত্র হইয়া এই সম্বন্ধে নানা কথা কহিয়া থাকে। একজন অনঙ্গকে সম্বোধন করিয়া কহিল "হ্যাঁগা তোমরা কি মালতীর বিয়ে দেবে না? ওমা অতবড় সোমত্ত মেয়ে হল, আর কি ওর বিয়ে না দিলে ভাল দেখায়? দেখ্‌তে দেখ্‌তে যেন কলা-গাছের মতন বেড়ে উঠ্‌লো। তার বিয়ের জন্যে তোমাদের ত একদিন ভাবনাও হয় না দেখ্‌চি।" ইত্যাদি অনেকে অনেক প্রকার বলিতেছে। বদন কন্যার বিবাহের জন্যে নিয়ত চিন্তিত। কিন্তু কি করে? বিবাহ দেওয়া বহু ব্যয় সাপেক্ষ। যাহা হউক যে কোন উপায়েই হউক কন্যার বিবাহ না দিলেই নয়। বদন গোলক পোদ্দারের নিকট কর্জ্জ লইবার অভিপ্রায় করিল। গোলক পোদ্দার সচরাচর লোকের নিকট

শতকরা ১০০ টাকা সুদ গ্রহণ করে। কিন্তু যাহাদের সহিত বিশেষ আলাপ পরিচয় আছে তাহারা ৭৫৲ টাকা সুদেও পায়। সুতরাং বদন ৭৫৲ টাকা সুদে পাইতে পারিবে। এক্ষণে মালতীর বর অনুসন্ধান করা আবশ্যক।

একদিন সন্ধ্যাকালে বদন, কালমাণিক ও গয়ারাম দৈনন্দিন কর্ম্মশেষে বাটী আসিয়াছে এবং অনঙ্গ প্রদীপ হস্তে ঘরে ঘরে সন্ধ্যা দেখাইতেছে, এমন সময়ে সামান্য অন্ধকারে প্রাঙ্গণভূমিতে এক মনুষ্যমূর্ত্তি আসিয়া দণ্ডায়মান হইল। দৃষ্টিমাত্র বদন তাহাকে চিনিতে পারিয়া কহিল ;—

"এই যে ঘটক ঠাকুর, এসেচ ? তোমার আসায় যে কি খুসী হলাম বল্‌তে পারিনে। এখন খবর ভাল ত ? মালতি! ঘটক ঠাকুরকে পা ধূতে জল দেত। গয়ারাম ! তামাক সেজে নিয়ে আয়।"

যথা সময়ে মালতী জল আনিলে ঘটক ঠাকুর পদ-প্রক্ষালন করিয়া উপবেশন করিলেন। ইতিমধ্যে গয়ারামও তামাক সাজিয়া আনিল। ঘটক বহুক্ষণ পরে তামাক পাইয়া অভীষ্ট মতে পান করিতে লাগিলেন।

অবিবাহিত ও অবিবাহিতাদিগের পক্ষে "ঘটক" শব্দটী অতীব মধুর। বোধ হয় মাধুর্য্যে বংশীধ্বনিও উহার সমতুল্য নহে। পরস্পর পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করাই ঘটকের একমাত্র কার্য্য। সুতরাং তাঁহাকে আনন্দের সহকারী বলিলেও বলা যায়। এদেশে নিজে পতি পত্নী মনোনীত করার প্রথা প্রচলিত না থাকায় অবিবাহিত ও অবিবাহিতাগণকে সম্পূর্ণরূপে ঘটকের প্রতি নির্ভর করিতে হয়। বস্তুতঃ পরস্পর পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ করা সুতরাং মনুষ্যজীবনের সুখের হেতু হওয়া অপেক্ষা অধিকতর সুখের কার্য্য কি? এ কার্য্য দ্বারা কত শত পাপের দমন হয় তাহার সংখ্যা নাই।

যাহা হউক ঘটকের চক্ষে কেহ কখন কুরূপ লক্ষিত হয় না। পাত্র ও পাত্রী যতই কেন কুৎসিত হউক না বর্ণন কালে ঘটক তাহাদিগকে কার্ত্তিক ও লক্ষ্মী বলিয়া বর্ণন করে।

কিছুদিন পূর্ব্বে বদন ও অনঙ্গ মালতীর জন্য একটি পাত্রানুসন্ধান করিতে আমাদের এই ঘটককে অনুরোধ করে। সে অনুসন্ধান করিয়া আনিয়াছে। মালতী সুন্দরী যে কাহার ভাগ্যে পতিতা হইতে যাইতেছে,

পাঠক মহাশয় বদন ও ঘটকের কথোপকথন হইতে জানিতে পারিবেন।

বদন—তবে ঘটক ঠাকুর খবর কি? সব পাকা করে এয়েছ ত?

ঘটক—হাঁ, প্রজাপতির অনুগ্রহে সব পাকা হয়েছে, তোমার মেয়ে বোধ হয় ভাল নক্ষত্রে জন্মেছিল, তাই এমন সুপুরুষ ছেলেমানুষ বরের হাতে পড়্‌চে।

পাত্রটী দুর্গা নগরের কেশবচন্দ্র সেনের ছেলে। নাম মাধবচন্দ্র সেন।

বদন—ঘটকেরা ত সকলকারি সুখ্যাতি করে। এখন ঠিক করে বল দিকিন্ ছেলেটির কোন খুঁৎ টুঁৎ নেই ত?

ঘটক—রাম রাম! আমি তোমার সঙ্গে তামাসা কর্‌চি? দিব্বি কার্ত্তিকের মতন ছেলে। দুর্গা নগরে মাধবের মতন সুশ্রী কেউ নেই। তার বাপের দু মরাই ধান, পেতল কাঁসার জিনিস যে কত তার সংখ্যা নেই। মালের জমি ছাড়া ১০ বিঘে লাখেরাজ্ আছে।

অনঙ্গ—আমার মালতীকে কি গয়না দেবে তা বল।

ঘটক—কেশব বউটীকে আগাপাস্তলা গয়নায় মুড়ে রাখ্‌বে। ইরি মধ্যে সে চন্দ্রহার, মল, পঁইচে, বাউটি, পলাকাঁটি, তাবিজ, ঝুম্‌ক, পাশা, বালা, নত এই সব গড়্‌তে দিয়েছে। তোমরা কি বিয়েতে এত পেয়েছিলে ?

অনঙ্গ—আমাদের যখন বিয়ে হয়ে ছিল, তখন-কার লোকে এত গয়না ভাল বাসত না। তারা সাদা সিদা ছিল, মোটা ভাত মোটা কাপড় হলেই বেঁচে যেত। এখন ত আর সে কাল নেই।

বদন—মাধবের বয়েস কত ?

ঘটক—কুষ্টি দেখলাম তার বয়েস ১৯ বছর ১০ মাস ৫ দিন।

বদন—তার গোত্তর আমাদের সঙ্গে এক নয় ত ?

ঘটক—বেশ, তুমি আমাকে বোকা বানালে দেখ্‌চি; এই ঘটকালি কর্‌তে কর্‌তে আমার চুল পেকে গেল। এখনও আমাকে তুমি ঘটকালি শেখাচ্চ ?

অনঙ্গ—বিয়ে দিতে আমাদের কোন ওজর নেই। মালতী মাধবের হাঁড়িতে চাল দিয়েচে, কে আর এ বিয়ে ভাঙ্গবে। এখন যাতে শীগ্গির শীগ্গির হয় তা কর।

এইরূপে কথা বার্ত্তা শেষ করিয়া ঘটক আনন্দের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইল। এবং দিবসের পরিশ্রমান্তে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছিল সুতরাং শয়নমাত্র নিদ্রাভিভূত হইল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

মালতীর বিবাহ।

অতি প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করিয়া ঘটক দুর্গা নগরাভিমুখে চলিল। কাঞ্চনপুর হইতে দুর্গানগর প্রায় ১০ ক্রোশ পথ। অত্যন্ত দূর ও কষ্টকর হইলেও পুরস্কারের আশয়ে ঘটক সেই কষ্ট গ্রাহ্য করিল না। তামাক খাইতে যে অল্প সময় নষ্ট হইয়াছিল তদ্ব্যতিরেকে ঘটক পথিমধ্যে কোন স্থলে একটুও সময় নষ্ট করিল না। গমনকালীন অনঙ্গ ঘটকের কাপড়ে মুড়ী ও গুড় বাঁধিয়া দিয়াছিল। ঘটক কিছুদূর যাইয়া মায়া নামক নদীতে স্নান ও জল পান করিয়া পুনরপি চলিল। দুর্গা নগর পৌঁছিতে বেলা অপরাহ্ণ হইল। রাখালেরা গরু চরাইয়া ও কৃষকেরা ক্ষেত্রে কার্য্য সমাধা করিয়া

ঘরে ফিরিয়া আসিতেছে এমন সময় ঘটক দুর্গা নগরে উপস্থিত হইল। শুভ সংবাদে কেশব সেন ও তাহার পত্নী বিশেষ প্রীতি লাভ করিল এবং পুত্রের বিবাহ হেতু আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইতে লাগিল।

দুই দিবস পরে কেশব অপর এক জন আত্মীয়ের সহিত একজোড় শাড়ী ও এক হাঁড়ি মিষ্টান্ন লইয়া কাঞ্চনপুরে যাত্রা করিল। উপস্থিত হইলে বদন প্রীতি-প্রফুল্লমনে ভাবী বৈবাহিকের অভ্যর্থনা করিল। মালতীর সৌন্দর্য্য ও সরল প্রকৃতিতে কেশব অতীব সুখী হইয়া আশীর্ব্বাদ করিল। পরস্পারের ঔৎসুক্য-বশতঃ গ্রাম্য দৈবজ্ঞ ধূমকেতুকে সত্বর একটী দিন স্থির করিতে অনুরোধ করা হইল। ধূমকেতু অনেক গণনার পর ২৪ এ ফাল্গুন দিন স্থির করিল। অতঃপর কেশব দুই দিবস কাল বৈবাহিকালয়ে অবস্থিতি করিয়া নিজ আলয়ে প্রস্থান করিল।

উৎসব কোলাহলে কাঞ্চনপুর ও দুর্গা নগর উভয় গ্রামই প্রতিধ্বনিত। শত শত আত্মীয় কুটুম্বে বদনের বাটী পরিপূর্ণ। ঢেঁকির আর বিশ্রাম নাই। দিন রাত ধান চাল ভানিতে ব্যস্ত। ধাঁতার শব্দে কাণ বধির

হয়। কলাই, অরহর প্রভৃতি বহুবিধ ডাল প্রস্তুত হইতেছে। বদনের নিজের পুষ্করিণীর মাছ হয় কি না, এই জন্য জালুকদিগকে মৎস্যের জন্য অগ্রিম টাকা দেওয়া হইল এবং দধির জন্যও গোয়ালার সহিত বন্দোবস্ত হইল। অনঙ্গ, সুন্দরী ও আদুরী এবং অপরাপর প্রতিবেশিনীগণ মালতীর বেশভুষায় নিযুক্ত হইল। যুবতীদিগের আমোদের সীমা নাই। বরের সহিত কিরূপ তামাসা কৌতুক করিবে মনে মনে তাহারই সিদ্ধান্ত করিতেছে। বর্দ্ধমানাঞ্চলে হরিদ্রা অধিকতর প্রচলিত। শিলে পেষণ করিতে হইলে চলে না। সুতরাং অনঙ্গ ও সুন্দরী ঢেঁকিতে কুটিতেছে। মালতীর সর্ব্বাঙ্গে তৈল এবং হরিদ্রা মর্দ্দন করা হইতেছে। তদ্ব্যতিরেকে অপরাপর আত্মীয় কুটুম্ব সকলেই হরিদ্রারঙ্গে রঞ্জিত। কন্যার গাত্রহরিদ্রার সময়ে "উলু উলু" শব্দে চতুর্দ্দিক ধ্বনিত হইতে লাগিল; কেহ না বলিলেও "উলু উলু" শব্দে স্ত্রীলোকদিগের হাস্য কৌতুকে এবং হরিদ্রারঞ্জিত বস্ত্রে অনায়াসে বোধগম্য হয় যে, কাঞ্চনপুর গ্রামে সম্প্রতি কোন ভাগ্যবতী পার্থিব সুখ-সোপানে আরোহণ করিতে যাইতেছে।

পাঠক মহাশয় কাঞ্চনপুর পরিত্যাগ করিয়া একবার দুর্গা নগরে চলুন। কাঞ্চনপুর অপেক্ষা এখানকার আমোদ অধিক। প্রাহ্নে, মধ্যাহ্নে, অপরাহ্নে সকল সময়েই কেশবের চণ্ডীমণ্ডপে লোকে লোকারণ্য। সকলের মুখে মাধবের বিবাহের কথা ভিন্ন অপর কোন কথাই শুনিতে পাওয়া যায় না। পূর্ব্বাহ্নে ১০ ঘটিকার সময় বাটীর ভিতর "উলু উলু" শব্দে জনসাধারণকে জানাইয়া দিল যে মাধবের গাত্রে হরিদ্রা হইতেছে। তৈল হরিদ্রা মর্দ্দন করিবার সময় বৃদ্ধা ও যুবতীরা মাধবের সহিত অনেক তামাসা কৌতুক করিতে লাগিল। অতঃপর স্নানাদি ব্যাপার শেষ হইল। এই তিন দিন মাধব আর বাটীতে ভোজন করিল না। আত্মীয় স্বজনেরা প্রত্যেকেই তাহাকে আইবড় ভাত দিল।

মাধব কেশবচন্দ্র সেনের একমাত্র পুত্র। কেশব রীতিমত সমারোহে পুত্রের বিবাহ দিতে মনস্থ করিল। বরাভরণ জন্য মূল্যবান্ পরিচ্ছদ ক্রয় করা হইল এবং গ্রাম্য মালাকারকে সাধ্যমত উৎকৃষ্ট টোপর প্রস্তুত করিতে আদেশ করা হইল। কলিকাতা হইতে এক

জোড়া সুদৃশ্য জরির জুতা ক্রয় করিয়া আনা হইয়াছে এবং বর যাইবার নিমিত্ত এক ধনবান প্রতিবেশীর চতুর্দ্দোলা আনা হইল। পথ আলোকের নিমিত্ত মসাল ও রংমসাল প্রস্তুত হইতে লাগিল, এবং জনসাধারণের আমোদের নিমিত্ত একদল যাত্রা, একদল জগঝম্প, চারিটী ঢোল, দুই খানি কাঁসী, দুইটী সানাই এবং এক দল রোসনচৌকির বন্দোবস্ত পূর্ব্বেই হইয়াছে।

দেখিতে দেখিতে ২৪ এ ফাল্গুন উপস্থিত হইল। বসন্তকাল, দক্ষিণ দিক্ হইতে সুখস্পর্শ মলয়মারুত মৃদুমন্দহিল্লোলে প্রমোদিত-পুষ্পবন-সৌরভ-সম্ভার বহন করিয়া বসন্তলক্ষ্মীকে উপহার দিতেছে। অলিকুল মধুপানে লোলুপ হইয়া প্রস্ফুটিত নলিনীদলে, মল্লিকার কলিকায়, বকুল মুকুলে ও যূথিকাদলে গুঞ্জরণ করিতেছে। কলাপী বিহঙ্গমকুল পুলকে পঞ্চমে গান গাইতেছে। কোথাও বা রসালশাখায় সঙ্গীতচতুরা পাপিয়া সরস মুকুল গন্ধে উন্মাদিনী হইয়া সুমিষ্ট গীতিলহরী উত্থিত করিতেছে। কোথাও বা পক্ক বিম্ব ভক্ষণে পরিতৃপ্ত হইয়া বুল-বুল নিভৃতে প্রিয়ার সহিত রসালাপ করিতেছে ও কোথাও বা মদবিহ্বলপারাবত

প্রিয়ামুখে মুখার্পণ করিয়া সুমধুরস্বরে বিরহিণীগণের হৃদয়ে প্রিয়বিরহজনিত ক্লেশ দ্বিগুণিত করিতেছে। মধুমাসে সকলই মধুর, দশ দিক্ কুসুমবাসে পরিপূরিত, বোধ হয় যেন অবনী বহুবিধ পুষ্প উপহার লইয়া ঋতুরাজকে উপঢৌকন দিবার মানসে সুসাজে সজ্জিতা হইয়াছে। একে ত বিকসিত কুসুম নিচয়ে মধু-লোলুপ অলিগুঞ্জরণে ও মুকুলিত বৃক্ষশাখায় কলকণ্ঠ বিহঙ্গমকুলের কলনিনাদে পৃথিবী সহজেই আমোদিতা, তাহাতে আবার মাধবের বিবাহ জন্য আমোদে দুর্গা নগরে আর আমোদের পরিসীমা নাই। বালার্ক-সিন্দূর-প্রভায় রঞ্জিত হইয়া ঊষা-সতী অবনীতে উপস্থিত হইবামাত্র বরযাত্রিগণ কাঞ্চনপুরাভিমুখে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিল। বর চতুর্দ্দোলায় অধিষ্ঠিত। চারি জন বাহক উহা বহনে নিযুক্ত। সঙ্গে বরের পিতা কেশব চন্দ্র সেন, কুল-পুরোহিত ও অপরাপর বন্ধুবান্ধববর্গ এবং বাদ্যকরগণ মাঙ্গল্য বাদ্যধ্বনিতে পথ প্রতিধ্বনিত করিতে করিতে চলিল। দিবা অবসান প্রায়। সার্দ্ধ তিন ঘটিকা অতীত। বিবস্বান্ এক চক্র রথে পর্য্যটন করিয়া ক্রমশঃ অস্তাচল শিখরে সন্নিহিত

হইতে লাগিলেন। এতক্ষণে বরযাত্রিগণ দেবগ্রামে উপনীত হইল। দেবগ্রাম হইতে কাঞ্চনপুর আর অর্দ্ধ ক্রোশ। সুতরাং বরযাত্রীগণ এই স্থানে স্নানাদি ব্যাপার সম্পন্ন করিয়া বিশ্রাম করিবার উদ্যোগ করিতেছে, ইত্যবসরে আমরা একবার বদনের বাটী ভ্রমণ করিয়া আসি।

বদনের বাটী উৎসবে পরিপূর্ণ। চতুর্দ্দিকেই আনন্দসূচক উলুধ্বনি শ্রুত হইতেছে। এখানেও পুরোহিত নাপিত, নাপ্তিনী ও অন্যান্য বন্ধুবান্ধববর্গ উপস্থিত। দর্শকমণ্ডলীর বসিবার জন্য বদন প্রাঙ্গণোপরি স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়াছে। প্রতিবেশিনীগণ মালতীর সজ্জায় ব্যাপৃতা। তাহার সর্ব্বাঙ্গে দধি ও হরিদ্রা মার্জ্জনা করিয়া স্নান করাইল। অতঃপর সুন্দর বেণী দ্বারা তাহার কবরী রচনা করিয়া অঙ্গে অলঙ্কার পরাইয়া দিল। নাপ্তিনীকে ডাকিয়া মালতীর পায়ে আলতা পরানো হইল। পরিশেষে পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়া মালতী বরের প্রতীক্ষায় রহিল। এইরূপে বেশভূষায় ভূষিতা হইয়া মালতী মনোমধ্যে বিবাহসম্বন্ধীয় কত প্রকার আন্দোলন করিতে লাগিল কে জানে?

ইতিমধ্যে মরীচিমালী রথাঙ্গবামার শোক উচ্ছ্বলিত করিয়া ও বিষাদে নলিনীমুখ মলিন করিয়া প্রথমে কণামাত্র, পরে কিয়দংশ, তৎপরেই অর্দ্ধ ভাগ ও অবশেষে সমুদায় শরীর অস্তাচল ভূধরের গুহা দেশে লুক্কায়িত করিলেন। দেখিতে দেখিতে রাত্রি আগতা। সুধাকর-সমাগমে ধরাতল হাসিয়া উঠিল। সরসী প্রফুল্ল-কুমুদিনীময়ী হইয়া উঠিল। দিবাভাগে বাতোত্থিত ধূলারাশি মসীর-বাহনে নভোমণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া গগনকে ধূসরিত করিয়াছিল। যামিনীনাথ এক্ষণে নীহার বর্ষণে সেই সমস্ত ধূলিরাশি সিক্ত করিলেন। সম্মোহন ঝিল্লিরবে ও নিশাবিহঙ্গমের তাল-লয়-বিশুদ্ধ মনোহর সঙ্গীতে বোধ হইতে লাগিল যেন, কিম্পুরুষেরা মোহন গান করত জগৎকে পরিতৃপ্ত করিতেছে। বরযাত্রীগণ এতক্ষণ দেবগ্রামে বিশ্রাম করিতেছিল। এক্ষণে সময় পাইয়া কাঞ্চনপল্লীাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। মশাল ও রংমসালের আলোকে পথ আলোকময়। বাদ্যকরগণও স্ব স্ব নিপুণতার সহিত বাদ্য করিতে আরম্ভ করিল। বাদ্যধ্বনি যত নিকটবর্ত্তী হইল বদনের বাটীতে বর দর্শন ঔৎসুক্য ততই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

মালতী সবে মাত্র পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হইতে যাই-তেছে, পরিণয়ের সুখ দুঃখ কিছুই জানে না। অনতি-বিলম্বেই পিতা মাতাকে ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে ভাবিয়া তাহার কোমল হৃদয় চিন্তাকুল হইয়া উঠিল। যাহা হউক বরযাত্রীগণ গ্রামমধ্যে প্রবেশ করিলে গ্রাম্য বালক বালিকাগণ 'বর আস্‌চে বর আস্‌চে,' শব্দে তাহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইল। এইরূপে বরযাত্রীগণ প্রচুর আনন্দে বাদ্যধ্বনি করিতে করিতে যাইতেছে, ইতিমধ্যে কতকগুলি লোক দলবদ্ধ হইয়া উপস্থিত হইল এবং "ঢেলা ভাঙ্গনি না দিলে যাইতে দিব না" কহিল। পল্লীগ্রামের কোন কোন স্থলে এই-রূপ প্রথা অদ্যাবধিও প্রচলিত আছে যে, বিবাহ করি-বার পূর্ব্বে কন্যাযাত্রীদিগকে "ঢেলা ভাঙ্গনি" দিতে হয়। নচেৎ তাহাদিগের নিক্ষিপ্ত ঢিলে বরের পাল্কী ও বর-যাত্রীদিগের মস্তক চূর্ণ হইবার সম্ভাবনা। যাহা হউক কিয়ৎক্ষণ উভয় দলে বাগ্‌বিতণ্ডার পর কেশবচন্দ্র সেন তাহাদিগকে ৫৲ পাঁচটী মুদ্রা দিলেন। তাহারাও সন্তুষ্ট হইয়া প্রস্থান করিল। এইরূপে পর্য্যায়ক্রমে গ্রাম ও

গুরুমহাশয়ের প্রাপ্য দিয়া বরযাত্রীগণ বদনের বাটীতে উপস্থিত হইল।

বরযাত্রীগণ দ্বারদেশে উপনীত হইলে বদন সাদর-সম্ভাষণে তাহাদের সম্বর্দ্ধনা করিলেন। প্রাঙ্গণের মধ্যদেশে চন্দ্রাতপের নীচে অগণিত বরযাত্রী পরিবেষ্টিত হইয়া বর শ্রীমাধব চন্দ্র সেন উপবিষ্ট। চতুর্দ্দিকে হুঁকা ও নানাবিধ প্রসঙ্গের কথোপকথন চলিতেছে। রামরূপ সরকারের ছাত্রবর্গ পরস্পর কঠিন কঠিন গণিতপ্রশ্নে মস্তক ঘর্ম্মাক্ত করিয়া তুলিতেছে। গঙ্গা নাপিতের লঘু হস্ততা দেখে কে? একটী কল্কে নিঃশেষিত হইতে না হইতে আর একটী কল্‌কে উপস্থিত করিতেছে।

লগ্ন উপস্থিত হইলে বদন কৃতাঞ্জলিপুটে ও গললগ্ন বস্ত্রে সভামধ্যে উপস্থিত হইয়া বলিল "মশাইরা যদি বলেন তবে কনে পাত্রস্থ করি। "লগন বয়ে যায়।" এই কথা শুনিয়া অনেকে এককালীন বলিয়া উঠিল "আমাদের কোন আপত্তি নাই। শুভকর্ম্ম আরম্ভ হইলেই হয়। প্রজাপতি বরকন্যাকে আশীর্ব্বাদ করুন।" বদনের হীনাবস্থা বশতঃ তাহার বাড়ীর সদর

অন্দর নাই। সুতরাং স্ত্রী আচার সেই খানেই করিতে হইবে। প্রাঙ্গণের এক কোণে ছাঁদ্‌লা তলা প্রস্তুত হইয়াছে। বর ছাঁদ্‌লাতলায় দণ্ডায়মান হইলে মালতীকে আনিয়া বরের চতুর্দ্দিকে গভীর উলুধ্বনির সহিত সাত বার প্রদক্ষিণ করান হইল।

ইতিমধ্যে বরের পৃষ্ঠদেশে ভাদ্রমাসের পাকা তাল সদৃশ অগণিত কিল চড় পড়িতে লাগিল; পরে সুন্দরী বরণ করিলে গাঁটছড়া বন্ধন, মাল্যবদল ও কতিপয় মাত্র মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া বিবাহ-কার্য্য সমাধা হইল।

কন্যা সম্প্রদান শেষ হইলে বদন নিমন্ত্রিত বর-যাত্রিদিগের আহারের নিমিত্ত ব্যস্ত হইল। প্রাঙ্গণে যে সতরঞ্চ বিস্তৃত হইয়াছিল তাহা অপসৃত হইল; এবং ধূলি দমন জন্য কিয়ৎপরিমাণে জলসিঞ্চন করা হইল। অবশেষে প্রস্তুত অন্ন ব্যঞ্জনাদি দ্বারা নিমন্ত্রিত-গণের ভোজনব্যাপার আরম্ভ হইলে সকলে নীরবে আহার করিতে লাগিল। কেবল মধ্যে মধ্যে "এখানে মাছ দেও" "ওখানে দই দেও" ইত্যাদি রবে তথাকার নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছিল। যাহা হউক আহারাদি ব্যাপার শেষ হইলে সকলে হস্ত মুখাদি প্রক্ষালন করিয়া

এবং পান তামাক খাইয়া নিজ নিজ আলয়ে বা বিশ্রামার্থ অন্যত্র গেল। তৎপরে স্ত্রীলোকদিগের আহার হইলে তাহাদের মধ্যে কতিপয় নিজ আলয়ে গেল ও অবশিষ্টগণ বাসর জাগরণ অভিলাষে বদনের বাটীতে রহিল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

বাসর ঘর।

বিবাহ ব্যাপার ও নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের ভোজন শেষ হইলে বর কন্যার আহারের উদ্যোগ হইল। একেত সমস্ত দিন উপবাস তাহাতে রমণীবর্গের বাক্যযন্ত্রণায় মাধব অতি অল্পমাত্র আহার করিতে পারিলেন। অনঙ্গ বিবিধ প্রয়াস পাইয়াও রমণীদিগকে অপসৃত করিতে পারিল না। মাধব প্রথম গ্রাস মুখে দিতে না দিতেই একজন রমণী বলিল বাঃ মাধবের কেমন ছোট ছোট দাঁতগুলি দেখ যেন কোদাল। আর যেন ঝিঙ্গের বিচির মতন সাদা। অপর কহিল আহা! আহা! চোক্ যেন ঠিক্ বেরালের চোকের মতন। তৃতীয় কহিল নাকের উপর দিয়ে ডিঙ্গি চলে গেছে। অবশেষে চতুর্থী একজন আসিয়া মাধবের পৃষ্ঠদেশে বিরাশীশিক্কের ওজনে এক কিল মারিল। রমণীবর্গের আনন্দের সীমা নাই। এই রূপে আহারাদি শেষ হইলে মাধব বাসর-ঘরে নীত হইল। ইংলণ্ড-দেশের

ন্যায় এদেশে হনিমুনের প্রথা প্রচলিত নাই। কিন্তু যে ব্যক্তি কখন বাসর-ঘরের সুখানুভব করিয়াছেন তিনি মুক্ত-কণ্ঠে স্বীকার করিবেন যে আমাদের বাসরে অগণিত চন্দ্রের সুধা বর্ষিত হইয়া থাকে। বদনের শয়নাগারে বাসর নির্দ্দিষ্ট হইল। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে বদন দরিদ্র। তাহার ঘরে খাট পালঙ্ক নাই। বাসর-ঘরের নিমিত্ত সে এক প্রতিবাসীর বাটী হইতে একখানি তক্তাপোষ আনিয়াছিল। তাহাতে অবস্থানুযায়ী শয্যাও প্রস্তুত হইল। তদুপরি মাধব উপবিষ্ট। রমণীবর্গ তাহার চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়া আছে। মালতীর আহারাদি হইলে একজন রমণী তাহাকে লইয়া মাধবের বামদিকে বসাইয়া দিল। মালতী বালিকা। লজ্জায় অবনতমুখী অবগুণ্ঠনে মুখ আবৃত করিল। ইতিমধ্যে অনঙ্গ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল এবং মাধবকে নিদ্রা যাইতে কহিল। ইহা শুনিয়া একজন কহিল ওমা এ কেমন বিয়ে গো! বিয়ের রাত্তিরে কি কেউ ঘুমোয়! তাতে আবার এই সবে বসন্তর হাওয়া আরম্ভ হয়েচে এখন ঘুমবার নামও করো না। পরে মাধবকে সম্বোধন করিয়া কহিল, 'আচ্ছা ভাই তুমি ত খাসা

সুন্দর মাগ পেয়েছ এখন একে ভাল বাস্‌বে কি না বল দিকি!"

মাধব—আপনার স্ত্রীকে কে না ভালবাসে?

প্রঃ স্ত্রী—বটে? তবে তুমি জান না। এই কাদী, ভাতারের মার খেতে খেতে এর গতর জো হয়ে যাচ্চে।

মাধব—তা যদি হয় তবে ওঁর স্বামীর বড় অন্যায়, স্ত্রীকে কখনই মারতে নেই।

প্রঃস্ত্রী। তবে ত দেখ্‌চি বর খুব ভাল-মানুষ। ওলো মালতী তোর বড় জোর-কপাল। খাসা ভাল-মানুষ ভাতার পেয়েছিস্‌।

দ্বিঃ স্ত্রী—দিদি তোমার যে বরের ওপর বড় টান দেখ্‌চি। তবে তুমি না হয় গিয়ে ওর বাঁদিকে বসো আর আমরা উলু দিই। বরের কথাগুলি তোমায় বড় মিষ্টি লাগ্‌চে। এখন মিষ্টি লাগ্‌চে কিন্তু শেষে আবার যেন বিষ বোধ না হয়। সকলেই বিয়ের রাত্তিরে এই রকম বলে থাকে এবং সকলেই মাগ্‌কে কষ্ট দেয়।

মাধব—তুমি বোধ হয় আপনার দিয়ে দেখ্‌চ।

দ্বিঃ স্ত্রী। বেশ্ ভাই বেশ্! তুমি রসিক বটে, তোমার রসবোধ আছে, আমি ভেবেছিলাম; তুমি শুখ্‌ন কাঠ, তা নয়, সাবাস্। বেঁচে থাক।

এইরূপ কথোপকথন হইতেছে এমন সময় একজন স্ত্রীলোক মাধবকে গল্প বলিতে বলিল। কিন্তু মাধব অস্বীকৃত হওয়ায় সে নিজে বলিতে আরম্ভ করিল। গল্পটী অতীব হাস্যজনক। শুনিতে শুনিতে মাধবের নিদ্রাকর্ষণ হইল। তদ্দর্শনে এক যুবতী আস্তে আস্তে তক্তাপোষ সন্নিধানে যাইয়া মাধবের কাণ মলিয়া দিলে স্ত্রীবর্গ উচ্চ হাস্য করিল। ইতিমধ্যে উজ্জ্বল চন্দ্রমাকাবে দিনমান ভাবিয়া জাগ্রত কোকিলবধু নিকটস্থ বৃক্ষ-শাখা হইতে কুহুরব করিয়া উঠিল। রমণীবর্গ কুহুরবে আকুলিত হইয়া মাধবকে গান গাইবার জন্য অনুরোধ করিল। মাধব প্রকৃত পক্ষে অস্বীকার করিল না। পরন্তু বামা-কণ্ঠনিঃসৃত সুমধুর সঙ্গীতের নিকট পুরুষের সঙ্গীত সুমিষ্ট বোধ হয় না, অতএব তাহাদের একজনের গীত শুনিতে ইচ্ছা করায় উপস্থিত রমণীবর্গের মধ্যে একজন প্রণয় সম্বন্ধীয় একটী গীত গাইল। অতঃপর তাহাদিগের বিশেষ অনুরোধে মাধবকেও একটী গান

গাইতে হইল। মাধব গান গাইতেছে, এমন সময় অনঙ্গ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাকে বাহিরে যাইতে কহিল। এই সময়ে রাত্রি অবসন্না হইয়াছিল। পক্ষী-গণ স্ব স্ব নীড় পরিত্যাগ করিয়া সুমধুর স্বরে দশদিক্ আকুলিত করিতেছিল। সূর্য্যদেবসারথী অরুণদেবও নানারঙ্গে পূর্ব্বদিক্ রঞ্জিত করিয়া দেখা দিলেন। অনঙ্গের বাক্যে মাধব সঙ্গীতে বিরত হইল এবং গৃহ হইতে বহির্গত হইবার উপক্রম করিল। রমণীগণ শয্যা-তোলানি না পাইলে কোনক্রমেই ছাড়িয়া দিল না। অনেক হাস্য কৌতুকের পর, মাধব রমণীদিগকে দুই মুদ্রা প্রদান করিল। অনন্তর দুই দিবস কাঞ্চনপুরে অবস্থিতি করিয়া নব-বধূ সহিত দুর্গাপুরে প্রস্থান করিল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

ভূত।

একদিন রাত্রিকালে শয়নাগারে প্রবেশ ও দ্বার রুদ্ধ করিয়া গয়ারাম পত্নী আদুরীকে কহিল ;—

"আজ সকাল বেলা যে বৈরাগী ভিক্ষে করতে এয়েছিল, তার দিকে তুমি অত তাকাচ্ছিলে কেন ?"

আদুরী। কোন্ বৈরিগী ? অবাক্! আমি কি কখন পরপুরুষের পানে তাকাই ?

গয়ারাম। কোন্ বৈরিগী, যেন কিছুই জাননা। আকাশ থেকে পড়্‌লে যে দেখ্‌তে পাচ্চি।

আদুরী। গুরুর দিব্বি, তুমি ছাড়া আমি কখন অন্য পুরুষের দিকে তাকাইনি। মিছি মিছি দোষ দিও না।

গয়ারাম। মিচি মিচি দোষ দিচ্চি, তুমি বড় ধুত্তু। আমি দেখিনি ? বৈরিগী উঠনের মাজখানে দাঁড়িয়েছিল, তুমি ভাঁড়ার ঘর থেকে একমুটো চাল এনে তার ঝুলীতে দিলে আর তার দিকে তাকিয়ে মুচ্‌কে মুচ্‌কে হাঁসতে লাগ্‌লে। আমি গোয়ালঘর থেকে সব দেখিচি। এখনও আবার মিচে কথা কচ্চ ?

আদুরী। গুপীনাথের দিব্বি। এসব মিচে। আমি তার ঝুলীতে চাল্ দিয়েছিলাম বটে, কিন্তু তার মুখের দিকে তাকালাম আবার কখন?

গয়ারাম। তুমি তাকিয়েছিলে আর হেঁসেওছিলে। মিচে কথা কইও না বল্‌চি, আমি কি না দেখেই বল্‌চি?

আদুরী। তুমি ভাই বড় অবিশ্বাসী। আর নইলে তোমার সব ভাল। তুমি যখন তখন দোষ দেও আমি পরপুরুষের পানে তাকাই পরপুরুষের সঙ্গে কথা কই। তুমি কতবার আমার ওরকম দোষ দিয়েচ। কিন্তু পরমেশ্বর জানেন আমি নির্দ্দুষী।

গয়ারাম। আমি ত তোমায় কোন রকমে পষ্ট দোষ দিচ্চিনে। তবে তোমার মনটা বড় ভাল নয়। তুমি যখন তখন অল্পবয়সীদের দিকে তাকাও। বৈরিগীর দিকে তাকিয়ে হেঁসে ছিলে তা আর মিচি মিচি লুকচ্চ কেন?

আদুরী। আমি হাঁসি নি। তুমি মিচে কথা কচ্চ।

এইরূপ গর্ব্বিত বাক্যে গয়ারাম ক্রোধান্ধ হইয়া আদুরীর গণ্ডদেশে চপটাঘাত করিল। আঘাতমাত্র আদুরী ভূমিতে পতিতা হইয়া এরূপ চীৎকার করিয়া

উঠিল যেন কোন বিপদাপন্ন হইয়াছে। অনঙ্গ নিকটস্থ গৃহে ছিল। চীৎকার শুনিয়া সে গয়ারামের ঘরের দ্বার-দেশে উপস্থিত হইয়া তাদৃশ চীৎকারের কারণ জিজ্ঞাসা করিল এবং আদুরীকে সদুপদেশ দিতে কহিয়া নিজ শয়ন-মন্দিরে গেল। আদুরী ভূমি-শয্যায় পতিতা হইয়া রোদন করিতে করিতে বলিতে লাগিল, "হায় বিদেতা আমার কপালে যে কত দুঃখই নিকেছ তা জানিনে। আমার মরণ হয় ত আমি বাচি, আমার হাড়ে বাতাস লাগে।"

গয়ারাম। "এখনও বল বৈরিগীর দিকে তাকিয়ে ছিলে কি না? আর বল যে 'এমন কর্ম্ম আর কখনও করবো না' তবে ছাড়বো।"

আদুরী। গুরুর দিব্বি, আমি এমন কায করি নি, আমাকে মন্দ ভেব না।

গয়ারাম। আমি স্বচক্ষে দেখিচি তবু এখনও মিচে কথা কচ্চ?

আদুরী। আচ্ছা, আমি যেন তাকিয়ে ছিলাম আর হেঁসে ছিলাম, তাতে কি হয়েচে? আমি কি কোন পাপ করিচি?

স্ত্রীলোক মুখে এইরূপ কুপিত উত্তর শ্রবণে গয়ারাম কোপে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল এবং শয্যা হইতে উত্থিত হইয়া আদুরীর পৃষ্ঠদেশে সবলে মুষ্টাঘাত করিলে, আদুরী পূর্ব্ববৎ চীৎকার করিয়া উঠিল। কিন্তু এবারে অনঙ্গ নিদ্রিত হইয়াছিল। কেহই আদুরীর চীৎকার শুনিতে পাইল না। এইরূপ আঘাতের পর আর কোন কথাবার্ত্তা না কহিয়া গয়ারামও নিদ্রিত হইল। আদুরীও কিয়ৎক্ষণ রোদন করিয়া ভূমিশয্যাতেই নিদ্রাভিভূতা হইল। প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করিয়া স্ত্রীর সহিত বাক্যালাপ না করিয়া গয়ারাম নিজ কর্ম্মে চলিয়া গেল আদুরী তখন পর্য্যন্ত ভূমি শয্যায় শয়িতা।

যথা সময়ে শয্যা হইতে উঠিয়া আদুরী, অনঙ্গ ও সুন্দরীর সহিত অভ্যস্ত গৃহ কর্ম্মে ব্যাপৃতা হইল। বদন ও কালমাণিক ক্ষেত্রকর্ম্মে এবং গোবিন্দ অপরাপর বালকদিগের সহিত রামরূপ সরকারের পাঠশালায় গেল। যথা সময়ে কৃষকেরা মাঠ হইতে ও গোবিন্দ পাঠশালা হইতে আহারার্থ বাটী আসিল। তাহারা প্রত্যেকে আহারাদি সমাপন করিয়া স্ব স্ব কর্ম্মে গেলে

স্ত্রীলোকেরা আহার করিল। অনঙ্গ এক্ষণে চরকায় নিযুক্ত হইল এবং সুন্দরী ও আদুরী পানীয় জল আনিতে গেল।

এইরূপে গৃহকার্য্যাদি শেষ করিয়া সুন্দরী ও আদুরী অনঙ্গের নিকট বসিয়া আছে হঠাৎ আদুরী উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে তাহার উন্মত্ততা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। ক্রমে আদুরী লাফাইতে আরম্ভ করিল। আদুরীকে এইরূপ অবস্থাপন্ন দেখিয়া অনঙ্গ মনে করিল যে তাহাকে কোনরূপ বাতাস লাগিয়াছে। সংবাদ সমস্ত গ্রাম মধ্যে প্রচারিত হইল। বদন ও তাহার ভ্রাতৃদ্বয় এই সংবাদে বাটী প্রত্যাগমন করিয়া অদৃষ্টপূর্ব্ব ঘটনা দেখিতে পাইল যে আদুরী কস্মিন্‌কালে তাহাদের সমক্ষে অবগুণ্ঠন মোচন করে না, সে আজ প্রায় বিবস্ত্রা। দৃষ্টিমাত্র বদন ও কালমাণিক সহজেই বুঝিতে পারিল যে আদুরীকে ভূতে পাইয়াছে, যাহাহউক এবিষয়ে ত্বরায় নিষ্পত্তি হওয়া আবশ্যক। একজন ব্রাহ্মণকন্যার পরামর্শানুসারে আদুরীর নাসারন্ধ্রে দগ্ধ হরিদ্রাগন্ধ প্রয়োগ করিয়া, নির্ণীত হইল যে, বাস্তবিকই আদুরীকে ভূতে পাইয়াছে। কাঞ্চনপুরের সন্নিকটবর্ত্তী

দেবগ্রামে এক বিখ্যাত ওঝা আছে। তাহাকে ত্বরায় আনিবার জন্য লোক প্রেরিত হইল।

ওঝার আগমনে আদুরী অমানুষিক চীৎকার করিয়া ঘরের কোণে দাঁড়াইল। ওঝা পিঁড়ের উপর বসিয়া মন্ত্রোচ্চারণ করিতে আরম্ভ করিল ;—

ধুলা সত্যম্
মধু সত্যম্
নাধুলা করম্ সার
আশী হাজার কোটি বন্দম্
তিরিশ হাজার লায়
যে পথে যায় অমুক ছেড়ে দে কেশ
ডান যোগিণী প্রেত ভূত
বাও বাতাস দেবদূত
কাহারো নাইকো নবলেও
কার আজ্ঞে
কামদেব কামিক্ষে হাড়িঝী চণ্ডির আজ্ঞে
শীগ্গির লাগ্ লাগ্ লাগ্।

অতঃপর আসন হইতে উত্থিত হইয়া ওঝা আদুরীর

নিকটবর্ত্তী হইয়া জিজ্ঞাসা করিল তুই কে? কোথা থাকিস্ বল্।

আদুরী ভয়ানক অনুনাসিক-স্বরে কহিল "আমি কে কোথায় থাকি তোর সে খোঁজে কাজ কি?

ওঝা। তোকে বল্‌তেই হবে। নইলে টের পাবি।

আদুরী। তোর যা সাদ্দি কর আমি কখনই বল্‌বনা। আমি তোকে ভয় করিনে।

ওঝা। জবাব দিবি ত দে নইলে মহাদেবের বরে তোর হাড় গুঁড় কর্‌ব।

আদুরী। আমি কখনই বল্‌ব না।

ইহা শুনিয়া ওঝা পুনরায় মন্ত্রপাঠ ও হস্তস্থিত বংশ-দণ্ড দ্বারা আদুরীকে পীড়ন করিতে আরম্ভ করিল সে প্রশ্নের উত্তর দিতে স্বীকৃতা হইল। তখন ওঝা জিজ্ঞাসা করিল ;—

তুই কে?

আদুরী। আমি ভুত।

ওঝা। তুই কোথায় থাকিস্?

আদুরী। আগে আমি হিমসাগরের দক্ষিণ পশ্চিম

কোণে আমগাছে থাক্‌তাম। আজকাল বদনের তাল গাছে থাকি।

ওঝা। তুই ছোট বৌকে কেন পেয়েছিস্‌?

আদুরী। সে বড় রূপের গুমর করে আর পর-পুরুষের দিকে তাকায়।

ওঝা। এখন শীগ্গির শীগ্গির ছেড়ে যা।

আদুরী। তা আমি ছাড়্‌বনা।

ওঝা। ছাড়বিনে? রোস্‌।

বলিয়া পুনরায় বংশদণ্ড দ্বারা আদুরীকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। তাহার গর্জ্জনে, চীৎকার ও অসাধারণ অনুনাসিক স্বরে বাটী পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। দর্শকগণ ভয়ে হতবুদ্ধি। আদুরী প্রহারে কাতর হইয়া কহিল "একঘণ্টা পরে আমি ছোট বৌকে ছাড়্‌ব।" কিন্তু তাহাতেও ওঝার মনস্তুষ্টি হইল না। তৎক্ষণাৎ ছোট বৌকে পিশাচমুক্ত করিবার মানসে একটী পান-পত্রে কতকগুলি মূল প্রয়োগ করিয়া আদুরীকে খাওয়াইল। পান খাইয়া আদুরী কথঞ্চিৎ সুস্থিরভাব ধারণ করিল। তখন ওঝা পুনরপি জিজ্ঞাসা করিল,

ছোট বৌকে এখনই ছাড়্‌বি কি না বল্‌?

আদুরী। ছাড়্‌বো।

ওঝা। তুই ছেড়েচিস্ কি না আমরা কি দেখে জান্‌তে পারবো।

আদুরী। যাবার সময়ে আমি দাঁতে করে এক খানা যাঁতা এই ঘর থেকে দাওয়া পর্য্যন্ত নিয়ে যাব।

ওঝা। আচ্ছা?

ওঝার আদেশানুসারে /৫ সের পরিমিত একখানি যাঁতা আনীত হইল। আদুরী যাঁতাখানি দাঁতে ধরিয়া ঘর হইতে দাওয়া পর্য্যন্ত আনিলে ভূমিতে পতিতা ও মুর্চ্ছিতা হইল। সুন্দরী ও অনঙ্গ বিবিধপ্রকারে তাহার মুর্চ্ছাপনয়ন করিল। সংজ্ঞালাভ করিলে, আদুরী পূর্ব্ববৎ ভাশুর ও অপরাপর মাননীয় ব্যক্তিগণকে উপযুক্তরূপ মান্য করিতে লাগিল।

ওঝার আশ্চর্য্য বিদ্যাবলে সন্তুষ্ট হইয়া বদন তাহাকে একটী টাকা ও একখানি পুরাতন বস্ত্র দিয়া বিদায় করিল এবং আদুরীও প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা শোধিত হইয়া পূর্ব্ববৎ স্বামী সহবাস করিতে লাগিল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

—০—

গোবিন্দ-পাঠশালায়।

গোবিন্দকে পাঠশালায় দিয়া অবধি তাহার সংবাদ পাওয়া যায় নাই। অতএব পাঠকমহাশয়! চলুন, রামরূপ সরকারের শিক্ষাধীনে গোবিন্দ কিরূপ উন্নতি লাভ করিতেছে, দেখিয়া আসি।

পাঠশালায় ভর্ত্তি হইবার দিন গুরুমহাশয় মাটীতে খড়ি দিয়া যে পাঁচটী অক্ষর লিখিয়া দিয়াছিলেন, গোবিন্দ প্রতিনিয়ত ছয়মাস তাহাতে বুলাইতে নিযুক্ত থাকে। মৃত্তিকা ও খড়ি পরিত্যাগ করিয়া গোবিন্দ তাল পাতা ও খাগ্‌ড়ার কলম ধরিল। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে রামরূপ সরকারের পাঠশালা দিনে দুইবার বসে। প্রাতঃকালে গোবিন্দ স্বরবর্ণ ব্যঞ্জনবর্ণ যুক্তাক্ষর লিখে এবং শট্‌কে পড়ে। বৈকাল বেলা কেবল নামতা পাঠ। এতদ্ভিন্ন রামরূপ সরকারের পাঠশালায় অঙ্কের বিশেষ রূপ আলোচনা হইয়া থাকে। ছাত্রগণ সেরকসা,

মণকসা, কাঁচ্চাকসা, সুদকসা ও কাঠাকালী বিঘা-কালীতে সুচারুরূপ পারদর্শীতা লাভ করিয়া থাকে।

ছয়মাস মাটীতে খড়ি দিয়া লেখা হইলে গোবিন্দ তাল পাতা ধরিল এবং তালপাতা ছাড়িয়া কলাপাতে, কিছুদিন কলাপাতায় লেখা হইলেই গুরুমহাশয় তাহাকে পত্র লিখিতে দিল। এ বিষয়ে গোবিন্দ পারদর্শিতা লাভ করিতে পারে নাই। তাহার পত্র লেখা প্রায়ই ভ্রমসঙ্কুল হইতে লাগিল। সুতরাং রামরূপ সরকার তাহাকে তিরস্কার করেন। কিন্তু অল্পবয়স্ক বলবান ও সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যশালী কৃষকপুত্রের গুরুমহাশয়ের তিরস্কার সহ্য হইবে কেন? কিছুদিন এইরূপ তিরস্কার খাইয়া গোবিন্দের পাঠশালার প্রতি কিছু তাচ্ছিল্য হইল। আজ কাল দেখিতে পাওয়া যায়; সে একদিন পাঠ-শালায় আসে ত দশ দিন আসে না। বাটী হইতে পাঠ-শালায় যাইবার নাম করিয়া গোবিন্দ প্রতিবাসী বাল ক-দিগের সহিত পথে খেলা করে।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

সতী।

বেলা তৃতীয় প্রহর। গ্রামবাসীগণ মধ্যাহ্ন ভোজন সমাপন করিয়া স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত। গোবিন্দ পাত তাড়ী লইয়া পাঠশালার দিকে যাইতেছে। সহসা তাহাদের কুল পুরোহিত রামধন মিশ্রের বাটীতে বাদ্যধ্বনি শুনিতে পাইল। বহুসংখ্যক লোক অনন্যমনে সেই দিকে ধাবমান হইতেছে। তদ্দর্শনে গোবিন্দও কৌতূহল পরাক্রান্ত হইয়া পাঠশালায় না গিয়া রামধন মিশ্রের বাটীতে প্রবেশ করিল। প্রাতঃকালে রামধন মিশ্রের পিতা পরলোক যাত্রা করিয়াছে এবং তাহার পত্নী অনুমৃতা হইবে। সংবাদ জনপদমধ্যে সর্ব্বত্র প্রচারিত। অগণিত রমণী পরিবৃতা হইয়া রামধনের মাতা উপবিষ্টা। অবগাহনে তাহার দেহ পরিমার্জ্জিত। পরিধানে নূতন সাড়ী; অঙ্গে অলঙ্কার, সীমন্তে সিন্দূর, পায়ে আলতা তাম্বুল ভক্ষণে ওষ্ঠাধর গাঢ় লোহিত বর্ণে রঞ্জিত। বিবাহ-আনন্দসূচক উলুধ্বনি করিতে করিতে রামধনের মাতা পতির মৃতদেহের অনুগামিনী হইল।

সঙ্গে বহুসংখ্যক লোক। " উলু উলু হরিবোল হরি-বোল " শব্দে পথ কম্পান্বিত করিতে করিতে তাহারা সমাধি স্থানে উপস্থিত হইল। অনন্তর চিতা প্রস্তুত হইলে রামধন মিশ্রের পিতার মৃত দেহ তদুপরি স্থাপিত হইল। ইত্যবসরে সতী নিজ অঙ্গ হইতে অলঙ্কারাদি উন্মোচন করিয়া আত্মীয় স্বজন মধ্যে বিতরণ করিতে লাগিল। অতঃপর খই ও কড়ি ছড়াইতে ছড়াইতে মৃত-পতির পার্শ্বে চিতার উপর শয়ন করিয়া চিতা প্রজ্বলিত করিতে ইঙ্গিত করিল। ইঙ্গিত মাত্র রামধন চিতা প্রজ্বলিত করিল। বাদ্যধ্বনি ও দ্রষ্টৃবর্গের " হরিবোল " শব্দ গগন ভেদ করিয়া উথিত হইল। কিয়ৎক্ষণ মধ্যে স্ত্রী পুরুষের দেহ ভস্মাবশেষ হইয়া গেল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

—o—

সায়ংকালে।

না বলিলেও পাঠকবর্গ বুঝিতে পারিবেন যে কাঞ্চন পুর গ্রামে টেভারেণ Tavern নাই। ইংলণ্ড দেশীয় শ্রমোপজীবীগণ দৈনিক পরিশ্রমান্তে সায়ংকালে সকলে টেভারেণে একত্রিত হয় ও নানারূপ কথা বার্ত্তায় কালাতিপাত করে। কিন্তু এদেশে সেরূপ কোন স্থানই নাই। সুতরাং সকলে সায়ংকালে স্ব স্ব আলয়েই থাকে। বদন, কালমাণিক ও গয়ারাম দিবসে নিজ নিজ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকে এবং সায়ংকালে বাটী আসিয়া জমিদারের উৎপীড়ন, গোমস্তার প্রবঞ্চনা শস্যের উৎপত্তি ও গোরু বাছুর সম্বন্ধীয় নানাপ্রকার কথায় সময়াতিপাত করে।

একদা সায়ংকালে পাঠশালা হইতে আসিয়া গোবিন্দ হাত পা ধূইয়া ও রান্নাঘরে ভাত খাইয়া পিতার নিকট বসিলে বদন তাহার লেখাপড়া কিপ্রকার হইতেছে জানিবার মানসে জিজ্ঞাসা করিল ;—

গোবিন্দ বল দিকি—এক পয়সায় যদি ১০ টা কলা পাওয়া যায় তবে চারি পয়সায় কটা কলা পাবে?

সরলচিত্তে গোবিন্দ জিজ্ঞাসামাত্র কহিল,

"কি কলা বাবা? মর্ত্তমান না কাঁঠালী?"

বদন বিজ্ঞতাব্যঞ্জক হাস্য করিয়া কহিল;—

"যে কলাই হৌক তাতে তোমার দরকার কি?

অনন্তর গোবিন্দকে প্রায় ১৫ মিনিট কাল চিন্তিত অতএব নিস্তব্ধ দেখিয়া বদন কহিল;—

"গোবিন্দ ঘুমুচ্চ নাকি?"

গোবিন্দ কহিল "না বাবা ঘুমুই নি, মনে মনে আঁক কস্‌চি।"

এইরূপ দুই একটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া ছাড়িয়া দিলে গোবিন্দ পিঞ্জরমুক্ত বিহঙ্গের ন্যায় ঊর্দ্ধশ্বাসে আনন্দচিত্তে শম্ভোর মার বাটীতে উপস্থিত হইল।

শম্ভোর মার বয়স ৫০ বৎসর। চর্‌কা কাটিয়া সে জীবিকা নির্ব্বাহ করে। শম্ভু নামে আহার এক পুত্র আছে। সে গোচারণ বৃত্তি দ্বারা যৎকিঞ্চিৎ উপার্জ্জন করিয়া থাকে। গ্রাম মধ্যে শম্ভোর মার ন্যায় উপকথা বলিতে অপর কেহই নাই। সন্ধ্যার প্রাক্কালে উপকথা

শ্রবণেচ্ছুক বালকে তাহার বাটী পরিপূর্ণ হয়। গোবিন্দও পিতার নিকট মুক্তিলাভ করিয়া উপকথা শুনিতে শম্ভোর মার বাটীতে উপস্থিত হইল।

শম্ভোর মার উপকথা তিন প্রকার। প্রথম 'এক রাজা আছে তাহার দুও শুও দুই রাণী', দ্বিতীয় 'এক রাজপুত্তুর, এক পাত্তরের পুত্তুর, এক কোটালের পুত্তুর আর এক সদাগরের পুত্তুর' ও তৃতীয় 'ভুতের গল্প'। বস্তুতঃ শম্ভোর মা কিছু ভুতের গল্প প্রিয়া। সে এরূপ অঙ্গ ভঙ্গি ও আবশ্যক বোধে স্বরের হ্রাস বৃদ্ধি দ্বারা ভুতের গল্প বলে, যে বালকগণ ভয়ে কম্পান্বিত হয়। এমন কি গল্প শেষে তাহাদের বাটী যাইবার জন্য মহতী চিন্তা উপস্থিত হইয়া থাকে।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

বিধবা।

বর্ষাকাল। দিগন্তব্যাপী জলধরদল নিরন্তর গগন-মণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া আছে। দিনকরের মুখ প্রায় দেখা যায় না। প্রতিনিয়ত ঝম্ ঝম্ রবে মুষলধারে বৃষ্টি হইতেছে। অজয় নদীর বাঁধ ভাঙ্গিয়া ও মায়ানদী স্ফীত হইয়া বহুদূর প্লাবিত করিয়াছে। কৃষিকার্য্য বন্ধ। কৃষকেরা স্ব স্ব আলয়ে পাট কাটিতে নিযুক্ত। ক্বচিৎ কেহ কখন জাল লইয়া মাছ ধরিতে যায়।

বর্ষাশেষে একদিন বদন, কালমাণিক ও গয়ারাম শস্যক্ষেত্র দেখিতে গেল। সকলের হাতেই এক এক পাঁচনবাড়ী। আইল্ পথে যাইতে যাইতে অন্যূন তিন হাত পরিমিত গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ এক কেউটে সাপ গয়া-রামকে দংশন করিল। অদূরে কালমাণিক দণ্ডায়মান ছিল। কোপান্ধ হইয়া হস্তস্থিত পাঁচন আঘাতে সে সর্পের জীবন সংহার করিল। ইতিমধ্যে সর্পবিষে গয়ারামের শরীর একেবারে জর্জ্জরীভূত হইয়াছে। দুই ভ্রাতা ধরাধরি করিয়া গয়ারামকে বাটী আনিল।

সংবাদ সর্ব্বত্র প্রচার হইয়া গেল। বদনের বাটীতে লোকে লোকারণ্য। প্রত্যেকেই এক একটী ঔষধ বিধানে তৎপর। সর্পদেবতা মনসাদেবীর বিবিধ স্তুতি বাদ করা হইল। অবশেষে পরামর্শানুসারে চন্দ্রহাটীর বিখ্যাত মালকে আনিতে লোক প্রেরিত হইল। বদন সর্পদষ্ট অংশ দৃঢ়রূপে বন্ধন ও দুগ্ধদ্বারা ধৌত করিয়াছিল। গয়ারাম বিষের জ্বালায় অধীর হইয়া—ক্ষণে ক্ষণে চীৎকার করিতে ও ক্ষণে ক্ষণে অচেতন হইতে লাগিল। স্বভাবতঃ নম্র প্রকৃতি হেতু গ্রামস্থ সকলেই গয়ারামের নিমিত্ত দুঃখিত।

কিয়ৎক্ষণ পরে চন্দ্রহাটীর মাল উপস্থিত হইল এবং গয়ারামের শরীর নিম্নদিকে মর্দ্দন করিয়া মন্ত্রপাঠ করিতে আরম্ভ করিল ;—

"হায় মোর কি হ'ল,
ঘটাইতে বিষ মলো,
নাই বিষ বিষহরির আজ্ঞে।"

কিন্তু শুদ্ধ মন্ত্রপাঠে কোন ফল নাই। মাল গয়ারামকে নানাবিধ ঔষধি খাওয়াইল ও মহাদেবের স্তবে, শরীর মর্দ্দনে, ফুৎকারে ও ঔষধি প্রয়োগে বিধিমতে গয়ারামকে বাঁচাইতে চেষ্টা করিল। কিন্তু কালের

নিয়তির নিকট মনুষ্য সর্ব্বদাই অক্ষম। ওঝার চেষ্টা বিফলীকৃত হইল। রাত্রি প্রভাত হইবার পূর্ব্বেই গয়ারাম কালের করালগ্রাসে পতিত হইল।

এই শোকাবহ ঘটনাতে বদনের পরিবার মধ্যে দুঃখের পরিসীমা রহিল না। বদন মনে করিল যেন তাহার দক্ষিণ হস্ত ছিন্ন হইল। সর্ব্ব কনিষ্ঠ হইলেও গয়ারামের প্রখর বুদ্ধিশক্তি তাহাকে অনেক সময়ে অনেক বিপদ হইতে রক্ষা করিত। আকৃতিতে গোঁয়ার হইলেও ভ্রাতৃবিয়োগ দুঃখে কালমাণিক অত্যন্ত কাতর। নয়ননন্দনপুত্রের ঈদৃশ অপমৃত্যুজনিত শোকে অনঙ্গ একেবারে বিহ্বলা। নিশীথসময়ে যখন সমুদায় জগৎ নিদ্রিত, যখন ঝিল্লীরব ও নিশাবিহঙ্গমের সঙ্গীত ব্যতীত আর কোন প্রকার শব্দ শ্রুত হয় না, তখনও অনঙ্গের বিলাপধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়।

আর আদুরী? দীনা ও অশ্রুনয়না আদুরীর কি দশা হইয়াছে? আহা সে প্রণয়ের সুদৃঢ় বন্ধনে পতি-ধনে বন্ধন করিয়া সুখে সংসার মধ্যে বিচরণ করিতে-ছিল। কিন্তু ব্যাধের তীক্ষ্ণ কুঠার আঘাতে সহকার তরু ছিন্ন হইলে মাধবীলতা যেরূপ ধূলিধূসরিতা হয়, কৃতান্ত

কুঠারে গয়ারাম ছিন্ন হইলে আদুরীরও সেই দশা হইয়াছে। তাহার সুখসূর্য্য অস্তমিত ও দুঃখের গভীর তিমিরময়ী রজনী উপস্থিত। গয়ারামের জীবনের সহিত আদুরীর ইহজন্মের সমগ্র সুখ বিদায় গ্রহণ করিয়াছে। তাহার হৃদয় অনুক্ষণ শোককীট জর্জ্জরিত। যে হৃদয়নির্ঝরের স্নেহবারি তাহাকে নিরন্তর সিক্ত করিত, তাহা চিরদিনের মত শুষ্ক হইয়াছে।

গয়ারামের অকাল মৃত্যুতে গোবিন্দের আশা ভরসা এককালীন উচ্ছিন্ন হইল। আর কিছুদিন রামরূপ সরকারের পাঠশালায় যাইতে পারিলে সে একটী গোমস্তা না হয় একটী মুহুরী হইতে পারিত। কিন্তু সে আর পাঠশালায় যাইতে পারে না। এখন হইতে গোরু বাছুরের কার্য্যভার সম্পূর্ণরূপে তাহার উপর পড়িল সুতরাং তাহার লেখাপড়া এখন হইতে এককালীন শেষ হইল।

হিন্দুশাস্ত্রমতে শূদ্রদিগের একমাস অশৌচ হয়। সুতরাং গয়ারামের মৃত্যুতে বদনের পরিবার মধ্যে একমাস অশৌচ হইল। মাস পরিপূর্ণ হইলে শ্রাদ্ধশান্তি ক্রিয়া সমাপন করিয়া তাহারা শুদ্ধ হইল।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

গোচারণে।

রামরূপ সরকারের পাঠশালা হইতে বিদায়গ্রহণ করিয়া গোবিন্দ প্রকৃতির বিদ্যালয়ে প্রবেশলাভ করিয়াছে। এতদিন নামতা পাঠের সমস্বরে তাহার কর্ণ পরিতৃপ্ত হইত। এক্ষণে পক্ষীগণের তানলয়বিশুদ্ধ সুমধুর সঙ্গীতে তাহার কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত হইতেছে।

শয্যা হইতে উঠিয়া গোবিন্দ খড়ের পালুই হইতে খড় লইয়া কাটে এবং গোয়াল হইতে গোরু বাহির করিয়া তাহাদিগকে খাইতে দেয়। তদনন্তর গোয়ালের আবর্জ্জনা সকল বাহির এবং সাধ্যমতে উহা পরিষ্কার করে। অতঃপর দোহন কার্য্য আরম্ভ হয়। এ কার্য্যে গোবিন্দ এ পর্য্যন্ত পারদর্শিতা লাভ করিতে পারে নাই। সে কেবল বাছুর ধরিয়া থাকে। দোহন কার্য্য সমাধা হইলে গোবিন্দ দুধ লইয়া নিকটস্থ ব্রাহ্মণ বাটীতে রোজ দিতে যায়। বাটী আসিয়া তেল, তামাক ও মুড়ী লইয়া গোচারণে যায়।

গোরু লইয়া নিরূপিত স্থানে উপস্থিত হইলে এক জন রাখাল কহিল ;

"গোবে, এয়েচিস্? আমি ভেবেছিনু তুই আজ আর আসবিনে !"

গোবিন্দ ;—ভাই ! ভট্‌চাজ্জিদের ঝাড়ী দুধ দিতে গিয়ে এত দেরি হয়ে গেল। তাদের গিন্নি নাইতে গিয়েছিল, তার আস্‌তে দুধ নিতে এত দেরি হল।

প্রঃ, রাঃ।—তোদের মুংলি এখন কতটুকু দুধ দেয় ?

গোঃ।—এখনও দুবেলায় এক সের দেয় ; কিন্তু আর বেশী দিন দিবে না।

দ্বিতীয় রাখাল ;—মুংলি কিন্তু লক্ষ্মী গাই ! মুংলিকে তোর বাপ আমার বাপের কাছ থেকে কিনে ছিল, তা জানিস্ গোবে ?

গোঃ—সত্তি না কি ? আমি ত তা জানিনে ! তোর বাপ ক টাকা নিয়েছিল ?

দ্বিঃ, রাঃ—দশ টাকা।

গোঃ—তবে ত খুব সস্তা দেখ্‌চি !

দ্বিঃ, রাঃ—ভাই ! আমার বাপ মাটীর দরে গোরু টী

বেচেচে। তখন জমিদারের অনেক টাকা দেনা হয়েছিল তাই যা পেয়েচে তাতেই ছেড়ে দিয়েচে।

তৃতীয় রাখাল,—হ্যাদে দেখ্ একটা হনুমান একটা থলের মতন কি একটা হাতে করে এই দিকে আস্‌চে!

গোঃ—ওরে ওটা বড়ির থলে! ব্যাটা হয়ত কাদের ছাত থেকে চুরী করে এনেচে।

তৃঃ, রাঃ—ঠিক কথা। হ্যাদে দেখ্ বেটা গাছে উঠ্‌লো। এখন আমাদের মাথায় না লাফিয়ে পড়্‌লে বাঁচি।

গোঃ—হনুমান রামের চর। ও যদি তোর মাথায় লাফিয়ে পড়ে তা হলে তোর মাথা পবিত্তির হয়ে যাবে।

তৃঃ, রাঃ—সাবাস্! দিন কত পাঠশালে গিয়ে গোবে একবারে পণ্ডিত হয়ে গেচে। বেঁচে থাক্!

গোঃ—অত ঠাট্টা কর্‌বার দরকার কি ভাই! আমি ত তোমাদের চেয়ে পণ্ডিত নই।

চতুর্থ রাখল,—হ্যাদে দেখ্ এদিকে আর একটা হনুমান আস্‌চে! এটার কোলে আবার একটা ছানা।

দ্বিঃ, রাঃ—ওরে গোবে! ঐ দেখ্ তোর মুংলি গাই পদ্মপালের আকের ক্ষেতে ঢুক্‌চে। সে দেখ্‌লে এখনি গাল দিয়ে ভূত ছাড়িয়ে দেবে!

গোঃ—হেঁ হেঁ মুংলি, খবরদার ওদিকে যাস্‌নে বল্‌চি, শালার গোরু।

দ্বিঃ, রাঃ—মুংলি ত তোর কথা শুনে উল্‌টে পড়্‌লো। বস্তুতঃ মুংলি কথা না শুনিয়া আকের ক্ষেতে প্রবেশ করিল। অনন্তর গোবিন্দ তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইয়া তাহাকে আকের ক্ষেত হইতে বাহির করিয়া আনিল।

অতঃপর রাখালেরা একত্রিত হইয়া হনুমানদিগের প্রতি ঢিল ছুড়িতে আরম্ভ করিল। গোদা বানর সহজতঃ কোপনস্বভাব। দুই চারিটী ঢিল খাইয়া তাহার কোপ বৃদ্ধি পাইল। সে উপ্‌ উপ্‌ শব্দে এ ডাল হইতে ও ডালে লাফালাফী করিতে ও খ্যাকোর খ্যাকোর শব্দে রাখাল-দিগকে দন্তপ্রদর্শন করিতে লাগিল। অবশেষে তাহা-দের নিক্ষিপ্ত ঢিলে প্রপীড়িত হইয়া গাছ হইতে নামিল ও অনেক দূরে পলায়ন করিল।

এইরূপে হনুমানদিগকে শাখাচ্যুত করিয়া গোবিন্দ ও তাহার সঙ্গীগণ মুড়ী খাইল ও ফল প্রয়াসে এগাছ ওগাছ অন্বেষণ করিতে আরম্ভ করিল। তাহারা প্রচুর পরিমাণে বৈঁচি ও করমূচা ভক্ষণ করিয়া অবশেষে

ভিলষিত ফল্‌সার প্রয়াসে বৃক্ষে আরোহণ করিল এবং
নরের ন্যায় ডালে বসিয়া অভীষ্টমতে ফল্‌সা খাইতে
াগিল। ইত্যবসরে গাভীগণ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে।
াহাদিগকে একত্রিত করিবার জন্য রাখালেরা বৃক্ষ
ইতে অবতীর্ণ হইল।

গাভীগণ একত্রীকৃত হইলে রাখালেরা তেল মাখিয়া
ানার্থ পুষ্করিণীতে নামিল। এখানেও রাখালদিগের
াহারের অভাব নাই। পুষ্করিণী কুমুদ,রক্তকমল প্রভৃতি
রিপূর্ণ। রাখালেরা কিয়ৎক্ষণ পর্য্যন্ত তাহাদিগের
ল ও ফল ভক্ষণ করিল এবং অবশেষে অবগাহন করিয়া
ঠিল এবং গামোছা পরিয়া ধুতিগুলি ঘাসের উপর
কাইতে দিল। অনন্তর গোবিন্দ সঙ্গীবর্গকে সম্বোধন
রিয়া কহিল "ভাই আমি এখন ভাত খেতে চন্নু।
াত খেয়ে পুব্‌ মাঠে বাবার জন্যে ভাত নিয়ে যেতে
বে। আমার একটু দেরী হবে। তোরা ততক্ষণ
ামার গোরু দেখিস্‌। শম্ভো আমার আগে আসবে।
ম্ভো এলে তোরা ভাত খেতে যাস্‌।" এই বলিয়া
াবিন্দ ও শম্ভো ভাত খাইতে গেল। কথিতমতে
াত খাইয়া গোবিন্দ পূর্ব্বমাঠে পিতা ও খুড়ার

নিমিত্ত ভাত লইয়া গেল। অনন্তর গোচরণ স্থানে আসিয়া দেখিল, কেবল শম্ভো গোরুদিগের রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত আছে। অপর তিন জন ভাত খাইতে গিয়াছে। কিয়ৎক্ষণ পরে সকলে একত্র হইলে তাহারা শস্যক্ষেত্রে পতিত গোরুদিগকে তাড়াইয়া গাছে উঠিয়া গান গাইয়া ও হাডুগুডু খেলিয়া প্রচুর আনন্দে বৈকাল বেলা শেষ করিল।

ইতিমধ্যে দিনমণি কমলিনীকে বিরহসাগরে নিক্ষেপ করিয়া অস্তগিরি-শিখরের গুহাদেশাশ্রয়োন্মুখ হইয়াছেন। শিখীগণ বৃক্ষশাখায় সুখে নৃত্য করিতেছে। বিহঙ্গকুলের কলনিনাদে তাপিত প্রাণও শীতল হয়। দিনমান অবসান। তালবৃক্ষের মস্তকদেশ সূর্য্যদেবের লোহিত কিরণজালে মণ্ডিত হইয়া সুবর্ণরঞ্জিত হইয়াছে। গোধূলিসময় উপস্থিত। রাখালেরা এক্ষণে গোরু লইয়া স্ব স্ব আলয়ে চলিল। গোবিন্দ বাটী আসিয়া গোরুদিগকে নিরূপিত স্থানে বন্ধন করিয়া জাব দিল এবং মশা মাছির উপদ্রব হইতে তাহাদিগকে রক্ষা হেতু গোয়ালে ঘুঁটে খড় ইত্যাদি দ্বারা আগুণ জ্বালিয়া দিল।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

—:•:—

বন্ধুবর্গ।

শ্রেণীভেদে হিন্দুদিগের সামাজিক আহার ব্যবহার অত্যন্ত নিরূপিত। ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণের সহিত, ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়ের সহিত, বৈশ্য বৈশ্যের সহিত ব্যতীত অপর কোন শ্রেণীর সহিত আহার করে না বা পুত্র কন্যার বিবাহ দেয় না। তাই বলিয়া কি ভিন্নশ্রেণীনিবিষ্ট লোকের সহিত ইহারা মৌখিক আলাপ পরিচয়ও রাখে না? একত্রে ভোজনাদি অপ্রচলিত হইলেও সদ্গোপের সহিত আগুরী কিম্বা গোয়ালার বিশেষ সহৃদয়তা থাকিতে পারে। সুসভ্য, সমাজে উন্নত ও উদর-পরিতোষ ব্যতীত বন্ধুত্বসূত্রে বদ্ধ হইতে অনিচ্ছুক ইংরাজজাতি ইহা শুনিলে চমৎকৃত হইতে পারেন। এদেশীয় সরল-প্রকৃতি কৃষিজীবীগণ সচরাচর ভিন্নশ্রেণীনিবিষ্টদি॰ের সহিত প্রগাঢ় অকপট ও স্বার্থশূন্য বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়া থাকে। এদেশীয় মিত্রগণ তিনপ্রকার নামে আখ্যায়িত। প্রথম বন্ধু, দ্বিতীয় স্যাঙ্গাৎ ও তৃতীয় মিতে।

কুবের কর্ম্মকারের পুত্র নন্দ গোবিন্দের স্যাঙ্গাৎ। কুবের কাঞ্চনপুরের মধ্যে একমাত্র কর্ম্মকার। তাহার শরীরের আয়তন দীর্ঘ, কৃশ অথচ বলিষ্ঠ, ললাট প্রশস্ত, ভ্রূযুগ সংশ্লিষ্ট, নাসিকা চেপ্টা ও চক্ষু মগ্ন। তাহার অধর সর্ব্বদা ওষ্ঠ আচ্ছাদন করিয়া থাকে। দেখিলে বোধ হয় কুবের দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। কাঞ্চনপুরের মধ্যে তৎসদৃশ পরিশ্রমী আর কেহই নাই এবং একমাত্র কর্ম্মকার বলিয়া তাহার হাতে সর্ব্বদাই কায থাকে। দিবসের আরম্ভ হইতে গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত তাহার হাপর জ্বলিতে থাকে। তাহার কামার-শালায় সর্ব্বদাই জনতা। কেহ বা ফাল, কেহ বা কাটারী, কেহ বা কাস্তে, কেহ বা কোদাল এবং কোন স্ত্রীলোক হাতা বঁটী গড়াইতে আসিয়াছে। এতদ্ভিন্ন পাঠশালার ছাত্রবর্গও কেহ বা ছুরী শান দিতে ও কেহ বা বড়শী লইতে কুবেরের নিকট আসিয়া থাকে। নন্দ তাহার পিতার অনেক আনুকূল্য করিয়া থাকে। প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে গোরু বাছুরের কার্য্য শেষে গোবিন্দ স্যাঙ্গাতের বাটীতে গিয়া থাকে।

সাগর মিস্ত্রী নামে এক সূত্রধর কাঞ্চনপুরে বাস

করে। সাগর কস্মিনকালে কলিকাতায় যায় নাই। সুতরাং চৌকি টেবল্ প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে জানে না। কিন্তু সুদৃশ্য খাট, সকল প্রকার গঠনের বাক্স, পালকী ও কবাট, জানালা, অতি উত্তমরূপ প্রস্তুত করিতে পারে। দেবমূর্ত্তি প্রস্তুত করিতেও সাগরের বিলক্ষণ পারদর্শিতা লক্ষিত হইয়া থাকে। সাগরের বাটীর স্ত্রীলোকেরা চীঁড়ে কোটে। সাগরের পুত্র কপিল গোবিন্দের বন্ধু।

কালীদত্ত নামে কাঞ্চনপুরে এক মুদী আছে। তাহার পুত্র মদন। গোবিন্দ তাহাকে মিতে বলে। কালীদত্তের মুদীখানায় চাউল, ডাউল, লবণ, তৈল, পান ও রন্ধনমশলা, তামাক তেঁতুল প্রভৃতি দৈনন্দিন আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি পাওয়া যায়। বিক্রয়কার্য্যে মদন তাহার পিতাকে অনেক সাহায্য করিয়া থাকে। মদনের রাশি নাম গোবিন্দ। সুতরাং গোবিন্দ তাহাকে মিতে বলে।

এই তিন ব্যক্তিই গোবিন্দের সম্যক্ বিশ্বাসপাত্র; ইহাদের সমক্ষে সে তাহার সুখ দুঃখ ও গোপনীয় বিষয় ও ব্যক্ত করিয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন গঙ্গা নাপিতের

পুত্র চতুর, রসময় নামে এক মদকের পুত্র ও বোকারাম নামে এক তন্তুবায় পুত্রের সহিতও গোবিন্দের বন্ধুত্ব আছে; কিন্তু তাদৃশ দৃঢ় ও অকপট নহে।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

ভয়ানক আন্দোলন।

মধ্যাহ্নকাল। কাঞ্চনপুরে এ আন্দোলন কিসের? বেলা ৫।৬ দণ্ডের সময় পদ্মলোচন পালের কনিষ্ঠা কন্যা যাদুমণি খেলা করিতে বাটী হইতে বাহিরে গিয়াছে। সে প্রতিদিন ৯টা ১০টার সময় খাবার খাইতে আসে। কিন্তু আজ এখনও আসে নাই। মাতার মন আকুলিতা হইয়া উঠিল। সে তাহার বড় মেয়েকে জিজ্ঞাসা করিল, "যাদুমণি কোথায় গেছে? আজ এখনও খাবার খেতে এল না কেন" বলিয়া, বাহিরে দরজার নিকট দাঁড়াইয়া, "যাদুমণি। ওলো যাদু, খাবার খাবি আয়" বলিয়া ডাকিতে লাগিল। পদ্মলোচন চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া ছিল। পত্নীকে আকুলিতা দেখিয়া সে কহিল, "তুমি কেন ভাব্‌ছ?

ছেলের জাত—খেলা কর্‌তে কর্‌তে হয় কামার বাড়ী না হয় বামুন বাড়ী গিয়াছে। এখনি আসবে। তুমি বাড়ীর ভিতর যাও।" স্বামীর বাক্যানুসারে যাদুমণির মা নিজ কার্য্যে গেল বটে কিন্তু তাহার মন যাদুমনির অন্বেষণে কাঞ্চনপুর প্রভৃতি প্রত্যেক স্থানে ভ্রমণ করিতে লাগিল।

দেখিতে দেখিতে দুইপ্রহর অতীত হইল। তথাপি যাদুমণি খাবার খাইতে আসিল না। তাহার মাতা ক্ষণে ক্ষণে বাহিরে আসিয়া কতলোককে কন্যার কথা জিজ্ঞাসা করিল। ভাত খাবার সময় হইল তবুও যাদুমণির দেখা নাই। তদ্দর্শনে পদ্মলোচন পাল নিজেও সন্দিহান হইয়া উঠিল। তাহার পত্নীর ত কথাই নাই। তাহার নয়নযুগল অশ্রুবারিপরিপূর্ণ এবং সন্দেহ কত প্রকার বিভীষিকামূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাহার আকুলিত হৃদয়কে ভয়প্রদর্শন করিতে ছিল কে জানে? আর সে নীরবে থাকিতে পারিল না। যাদুমণির নামোচ্চারণ করিয়া বিধিমতে বিলাপ করিতে আরম্ভ করিল। তাহার বিলাপধ্বনি গগনমার্গ ভেদ করিয়া উত্থিত হইল। সকলেই জানিতে পারিল পদ্মপালের ছোট মেয়ে

হারাইয়া গিয়াছে। নিজ নিজ আহার পরিত্যাগ করিয়া কন্যার অন্বেষণে সকলে তৎপর হইল। কাঞ্চনপুরের পথ, ঘাট, বন, ঝোপ, পাতি পাতি করিয়া অন্বেষণ করিল। পদ্মপালের বাড়ীর নিকট যে কএকটী ডোবা ছিল তাহাতেও জাল ফেলিয়া দেখা হইল। কিন্তু যাদুমণিকে কোথাও পাওয়া গেল না। সকলেই অত্যন্ত দুঃখিত। অন্বেষণ হেতু দিকে দিকে লোক প্রেরিত হইল। যাদুমণির মা শোকে একেবারে বিহ্বলা। কাটা কৈ-মাছের মত ছটফট করিতেছে। গ্রামস্থ সকলেই ভয়ে হতবুদ্ধি।

গোবিন্দ সামন্ত গোরু চরাইতে মাঠে গিয়াছিল। ভাত খাইতে আসিয়া শুনিতে পাইল, পদ্মপালের ছোট মেয়ে হারাইয়া গিয়াছে; সন্ধ্যার প্রাক্কালে কৃষ্ণসাগ-রের ধার দিয়া গোরু আনিতে অনিতে একটী গোরু জল পান করিবার জন্য পুষ্করিণীতে নামিল; কিন্তু সম্মুখের পা জলে নিমগ্ন করিয়া মুখ অবনত করিবামাত্র গোরু ভয় পাইয়া বেগে পলায়ন করিল। তদ্দর্শনে গোবিন্দ মনে করিল গোরু অবশ্য কোন না কোন ভয় দেখিয়া থাকিবে। নিকটবর্ত্তী হইয়া গোবিন্দ

দেখিল—ভয়ানক দৃশ্য! দুই হাত অন্তরে এক মৃতদেহ জলে অর্দ্ধ নিমগ্ন রহিয়াছে। পশ্চাতে বদন ও কালমাণিক আসিতেছিল। গোবিন্দ চীৎকার করিয়া তাহাদিগকে বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিলে, তাহারা তথায় উপস্থিত হইল এবং শবের আকৃতি ও কেশরাজি দেখিয়া নির্ণয় করিল যে, তাহা যাদুমণির মৃতদেহ। সংবাদ পাইবামাত্র সমস্ত কাঞ্চনপুরের লোক কৃষ্ণ সাগরের ঘাটে উপস্থিত হইল; কিন্তু কি উপায়ে মৃতদেহ উপরে আনীত হইবে? কেহ কখন কৃষ্ণসাগরের জলে পা দেয় না। কেহই সাহসী হইয়া শব আনিতে যাইতে পারিল না। কালমাণিক জলে নামিল এবং মৃতদেহ উপরে আনিল। দর্শকবৃন্দ স্পষ্ট দেখিতে পাইল—যাদুমণি। তাহার অঙ্গে যে সকল রৌপ্যালঙ্কার ছিল, তাহা নাই; নিশ্চয়ই কোন লোক অলঙ্কার লোভে তাহার জীবন নষ্ট করিয়াছে।

কে যে যাদুমণির অলঙ্কারলোভে তাহার প্রাণ সংহার করিল সে অন্বেষণ পরে হইবে। এক্ষণে প্রথম প্রশ্ন সেই রাত্রেই তাহার সৎকার হইতে পারে কি না? অপমৃত্যু হইলে পুলিসের অনুমতি বিনা শব দাহ

নিষিদ্ধ। এবিষয় মীমাংসা হেতু জমিদারের পরামর্শ আবশ্যক। জমিদার মহা হিন্দু। শ্রবণমাত্র তিনি শবদাহের পরামর্শ দিলেন। এবং পুলিস হাঙ্গাম নিবারণ জন্য ফাঁড়ীদারকে আদেশ করিলেন, যেন এবিষয়ের কোন সংবাদ পুলিসে না যায়। ফাঁড়ীদার জমিদারের আজ্ঞানুবর্ত্তী। সে দ্বিরুক্তি করিল না। অতঃপর সেই রাত্রেই যাদুমণির সৎকার করা হইল।

প্রভাত হইবামাত্র গ্রামস্থ সকল লোক হত্যাকারীর অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হইল। এক বৃদ্ধা কহিল যে পূর্ব্বদিন সে বেঙ্গা বাগ্দী ও তাহার ভগিনীর সহিত যাদুমণিকে যাইতে দেখিয়াছিল। শ্রবণমাত্র সকলে বেঙ্গা বাগ্দীর বাড়ী যাইয়া কিল,চাপড় ও লাথি দ্বারা তাহাকে মৃতপ্রায় করিয়া জমিদারের নিকট ধরিয়া আনিল। তথায় যৎপরোনাস্তি প্রপীড়িত হইয়া বেঙ্গা বাগ্দী স্বীকার করিল যে অলঙ্কার লোভে সে যাদুমণির প্রাণসংহার করিয়াছে। জমিদারের আদেশানুসারে গ্রামস্থ লোক বেঙ্গা বাগ্দী ও তাহার ভগিনীকে গ্রামের বহিষ্কৃত করিয়া দিল।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

—০:০—

হাট।

কাঞ্চনপুর গ্রামের দক্ষিণ পশ্চিম দিকে প্রতি মঙ্গলবারে ও শনিবারে হাট বসে। বাঙ্গালার অন্য অন্য স্থানে যে সকল বড় বড় হাট হয় এখানকার হাট সেরূপ বড় নহে। ফলতঃ এখানে দুইশত হইতে তিনশত লোকের সমাগম হইয়া থাকে, রৌদ্র বা বৃষ্টি হইতে রক্ষা হেতু হাটে কোন প্রকার ঘর প্রস্তুত নাই। ইহার মধ্যস্থলে যে সুবৃহৎ বটবৃক্ষ আছে তাহাই বৃষ্টি ও রৌদ্র হইতে রক্ষা করে। হাটের দিন প্রত্যেক বাড়ী হইতে দুই একজন লোক আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি কিনিতে যায়। কালামাণিক ও গোবিন্দ প্রতিহাটেই গিয়া থাকে। কিন্তু দুইজনের দুই অভিপ্রায়। গোবিন্দ ক্রেতা এবং কালমাণিক বিক্রেতা। বাৎসরিক খাদ্যোপযোগী ধান্য রাখিয়া যাহা কিছু অবশিষ্ট থাকে বমন তাহা হাটে হাটে বিক্রয় করিয়া অপরাপর আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করে। এ কার্য্যের ভার কালমাণিকের প্রতি-

স্বস্ত। সে গরুর পৃষ্ঠে ছালায় করিয়া গ্রাম্য ও দূরবর্ত্তী অন্যান্য হাটে ধান চাউল বিক্রয় করে। মঙ্গলবারের হাট "তিনের হাট" ও শনিবারের হাট "দুইএর হাট" বলিয়া উক্ত। সচরাচর দুইএর হাট অপেক্ষা তিনের হাটে অধিক পরিমাণে দ্রব্যাদির ক্রয় বিক্রয় হইয়া থাকে।

পাঠক মহাশয় আসুন আমরা গোবিন্দের সঙ্গে হাটে যাই। এই তিনের হাট। গ্রামের প্রান্তভাগে আসিতে না আসিতেই এক প্রকার অস্ফুট কলরব কর্ণকুহরে প্রবেশ করিবে। বোধহয় যেন লক্ষ লক্ষ মধুকর গুঞ্জরণ করিতেছে। যত অগ্রবর্ত্তী হইবেন কলরব ক্রমেই বৃদ্ধি পাইবে। এবং হাটে উপস্থিত হইলে কর্ণ বধির প্রায় হইয়া যাইবে।

হাটে প্রবেশ করিয়াই পাঠক মহাশয় দেখিতে পাইবেন স্তূপাকারে নানা প্রকারের হাঁড়ি সজ্জিত আছে। কাঞ্চনপুরে কুম্ভকার ব্যবসায়ী না থাকাতে হাঁড়ী সকল ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে বিক্রয়ার্থ আনীত হয়। অপরাপর বিক্রেতাগণ পাঁচ শ্রেণীতে কেহবা মৃত্তিকার উপর কেহবা থলের উপর এবং কেহবা ছোট ছোট

চৌকির উপর উপবিষ্ট। এবং বিক্রয় দ্রব্য আবশ্যক মতে মৃত্তিকায় বা থলের উপর অথবা ঝাঁকায় সজ্জিত। একশ্রেণী কেবল সবজীতে পরিপুর্ণ। কেহবা অন্যূন দুই হাত লম্বা লাউ কেহবা বৃহৎ বৃহৎ কাঁঠাল কেহবা চিচিঙ্গা ইত্যাদি নানাবিধ ফল মূল বিক্রয় করিতেছে।

দ্বিতীয় শ্রেণীর বিক্রেতাগণ বণিক ও মোদক। এই শ্রেণীতে নানাপ্রকার মশলা ও মিষ্টান্ন—মুড়কী হইতে খাজা পর্য্যন্ত সকল প্রকার পাওয়া যায়। হাটের দিন গুরুমহাশয়েরা পাঠশালা বন্ধ রাখেন। বালকেরা সকলেই একএকটী পয়সা লইয়া কোন্ দ্রব্য কিনিবে মনোমধ্যে এই আন্দোলন করিতে করিতে মোদকের দোকানে উপস্থিত হয়।

তৃতীয় শ্রেণীতে কেবল কাপড় বিক্রয় হয়। এই সকল কাপড় গ্রাম্য ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের তন্তুবায়দিগের দ্বারা প্রস্তুত হইয়া থাকে। কদর্য্য ও মোটা হইলেও কৃষিজীবিদিগের পক্ষে ইহা অতিশয় উপকারী। এক জোড়া কাপড় ন্যুন কল্পে একবৎসর যায়। চতুর্থ শ্রেণীতে লাঙ্গলের ফাল, কোদাল, কাস্তে, বঁটি, কুঠার, কাটারি ইত্যাদি কৃষি, সূত্রধার ও রন্ধন কার্য্যোপযোগী

দ্রব্যাদি এবং পঞ্চম শ্রেণীতে চটি জুতা খেলনা প্রভৃতি পাওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন বটবৃক্ষের নীচে আর কতক গুলি বিক্রেতাও আছে। তাহারা শ্রেণী নিবিষ্ট নহে। বটবৃক্ষের একদিকে ব্যাপারীগণ চাউল ও অপর দিকে মৎস্য ব্যবসায়ীগণ পুঁটী হইতে বোয়াল পর্য্যন্ত সকল প্রকার মৎস্য বিক্রয় করিতেছে।

পাঠক মহাশয় দেখিতে পাইতেছেন, হাটের মধ্য-স্থলে একজন উত্তর পশ্চিম প্রদেশীয় লোক দণ্ডায়মান আছে? উহার মস্তকে লাল্ পাগ্‌ড়ী এবং হাতে একটী ঝুড়ী। উহার সঙ্গে একজন সরকার আছে দেখ্‌চেন্? ঐ ব্যক্তি কে জানেন? জমীদারের দ্বারবান। তোলা লইতে আসিয়াছে। জমীদারের জায়গায় হাট বসে। সুতরাং জায়গার খাজানা স্বরূপ প্রত্যেক বিক্রেতাকেই জমীদারকে তোলা দিতে হয়। তোলার দ্রব্য কথঞ্চিৎ মূল্যবান্ হইলে তদ্বিনিময়ে জমীদারকে কিছু মূল্য দিয়া থাকে।

জমীদার ভিন্ন গ্রামের ফাঁড়িদার ও গুরুমহাশয়েরাও বিক্রেতাদিগের নিকট হইতে তোলা পাইয়া থাকেন। কিন্তু ইহাদের তোলা জমীদারের ন্যায় নহে। শুদ্ধ

এই কয়েক ব্যক্তিকে তোলা দিয়াই বিক্রেতাগণ নিষ্কৃতি পায় না। বৎসর বৎসর কাঞ্চনপুরে বারওয়ারি পূজা হইয়া থাকে। ইহাতে কথঞ্চিৎ ব্যয়ও হয়। সেই ব্যয় নির্ব্বাহ করিবার নিমিত্ত প্রতিহাটে বিক্রেতাদিগের নিকট হইতে কিছু কিছু তোলা লওয়া হয়। শেষোক্ত তোলার ভার এক ব্রাহ্মণের উপর আছে। এ ব্যক্তিও তোলা লইতে আসিয়াছে।

বেলা চারিটা। এখন পর্য্যন্ত হাট ভাঙ্গে নাই ক্রেতা ও বিক্রেতাগণ আগ্রহ সহকারে স্ব স্ব কার্য্যে ব্যাপৃত। ইতিমধ্যে একজন ইউরোপীয় হাটে প্রবেশ করিয়া বট বৃক্ষের নীচে দণ্ডায়মান হইল। উহার সঙ্গে একজন বাঙ্গালী ও একজন কুলী। কুলীর বগলে আবার একটী ব্যাগ। সাহেবকে দেখিয়া সকলেই নিজ নিজ কার্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক সেই দিকে ছুটিল। বাঙ্গালী বাবু এক খানি পুস্তক পড়িতে আরম্ভ করিলেন। গোবিন্দ ও অন্যান্য অনেক লোক আগ্রহসহকারে শুনিতে লাগিল। পুস্তকে পরমেশ্বরের মনুষ্যদিগের পাপ কার্য্যের মুক্তি ও মুক্তিকর্ত্তার বিষয় লিখিত আছে। গোবিন্দ স্পষ্টাক্ষরে "যিশুখ্রীষ্টের" নাম্ শুনিতে পাইল।

জর্ম্মাণ দেশীয় পাদরী ফ্রেডরিক ক্লিন্‌কনেট খ্রীষ্ট ধর্ম্ম প্রচার মানসে বর্দ্ধমান প্রদেশে পর্য্যটন করিতে করিতে কাঞ্চনপুরে উপস্থিত হন। হাটে বহুসংখ্যক লোক সমাগম দেখিয়া তাহাদিগকে নিজ ধর্ম্মের উপদেশ প্রদান করিতেছিলেন। লোকের আকার ইঙ্গিত ভাব ভঙ্গিতে বোধ হয় পাদরী সাহেব পরিচিত। ফলতঃ বর্দ্ধমানের দক্ষিণাংশে কাঞ্চনপুর হইতে চারি ক্রোশ দূরে কানাইনাট-শালায় পাদরী সাহেবের আবাস। সাহেব প্রায়ই কাঞ্চনপুরে আসিয়া থাকেন এবং তজ্জন্যই লোকের নিকট বিলক্ষণ পরিচিত হইয়াছেন। পাদরী সাহেবের স্বভাব নিরহঙ্কার,ধীর, সরল এবং তিনি সকলের সহিত স্নেহালাপ করিয়া থাকেন। এতন্নিবন্ধন কাঞ্চনপুরের সকলেই তাঁহাকে ভাল বাসে। ছোট ছোট বালকেরা তাঁহাকে দেখিলেই "পাদরী সাহেব সেলাম" বলিয়া অভ্যর্থনা করিয়া থাকে। পুস্তক পাঠ শেষ হইলে পাদরী সাহেব শ্রোতৃবর্গ মধ্যে "সত্য আশ্রয়" নামে মুদ্রাঙ্কিত এক খণ্ড কাগজ বিতরণ করিলেন। গোবিন্দ একখানি পাইয়া বাটী আনিল। ইত্যবসরে সূর্য্য অস্তগিরি শিখরে মগ্ন হইলেন; হাট ভাঙ্গিল এবং

ক্রেতা ও বিক্রেতাগণ নিজ নিজ আলয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

—০:❋:০—

স্ত্রী সভা।

পল্লীগ্রামস্থ রমণীবর্গের মধ্যে আবশ্যকমতে পরস্পরের বাটী গমনাগমনের প্রথা প্রচলিত থাকিলেও পুষ্করিণীর ঘাটের ন্যায় নিঃশঙ্ক আলাপ ও যথেচ্ছা কথোপকথন আর কোথাও হইতে পারে না। কাঞ্চনপুরে বৃহৎ ও সুন্দর পুষ্করিণী অনেক আছে। কিন্তু সকল পুষ্করিণীতে লোকে অবগাহন করে না। হিমসাগরে ও রায়পুকুরে গ্রামের অধিকাংশ লোক স্নান করিয়া থাকে। রায়পুকুর গ্রামের উত্তর দিকে স্থিত। সুতরাং বদন ও তাহার পরিবারবর্গ এই পুষ্করিণীতেই স্নানাদি করিয়া থাকে। রায়পুকুরেরও দুইটী ঘাট। একটী স্ত্রীলোকদিগের ও অপরটী পুরুষদিগের নিমিত্ত। ঘাট দুইটী পরস্পর এরূপভাবে স্থিত যে, একটী হইতে

অপরটী দৃষ্টিগোচর হয় না। ঘাটের সোপানাবলী ইষ্টক গ্রথিত ও জলের ভিতর অনেকদূর বিস্তৃত। ঘাটের উপর প্রশস্ত চাতাল। চাতালের দুই পার্শ্বে দুইটী তুলসী গাছ। তাহাদের মূলদেশ ইষ্টক সংরচিত।

কামিনীজনের কথোপকথন শুনিতে যদি পাঠক মহাশয়ের কৌতুহল জন্মিয়া থাকে তবে আমার সঙ্গে আসুন। এক্ষণে বেলা প্রায় ১১টা। আর কিছুক্ষণ পরেই রমণীগণ অবগাহন করিতে আসিবে। আমরা এইবেলা গিয়া রায়পুকুরের ঘাটের পার্শ্বে ঝোপের অন্তরালে লুক্কায়িত থাকি। নতুবা রমণীবর্গ আমাদিগকে দেখিতে পাইলে গালাগালি দিয়া ভূত ছাড়াইয়া দিবে।

বেলা ১১টা উত্তীর্ণ, একে একে রমণীবর্গ অবগাহন করিতে আসিতেছে। নিশি শেষে শেফালী, বকুল, যূথিকা প্রভৃতি পুষ্প একে একে প্রস্ফুটিত হইলে, উদ্যানের যেরূপ শোভা হয়, একে একে রমণীবর্গের সমাগমে জলাশয়েরও তদ্রূপ শোভা হইতেছে। সকলের কক্ষেই কলসী। তৈল মর্দ্দনে সকলেরই মুখ উজ্জ্বল। পাঠক মহাশয়! অশীতিবর্ষ দেশীয়া প্রাচীনাই হউক

বা ত্রিংশবর্ষীয়া প্রৌঢ়াই হউক অথবা ষোড়শী নবযুবতীই হউক, যাহাকে ইচ্ছা বেলা ১১টা ১২টার সময় রায়-পুকুরের ঘাটে আসিলেই পাইতে পারিবেন। কেবল কৃষিপত্নীরাই স্নানার্থ রায়পুকুরে আসিয়া থাকে এরূপ নহে। ঐ যে দেখিতে পাইতেছেন দুই একটী চম্পক-বরণী স্বর্ণালঙ্কার-বিভূষিতা যৌবনভরে মন্থরা বিলাসিনী গাত্রমার্জ্জনা করিতেছে উহাদিগকে কি কৃষি-কন্যা বলিয়া অনুমিত হয় ?

ঘাটে আসিয়া রমণীগণ মুখ প্রক্ষালনাদি করিয়া জলে নামিল এবং গাত্রমার্জ্জন করিতে লাগিল। অনেকে অনেক বিষয়ে নিযুক্ত। কেহবা স্নানশেষে কলসী কক্ষে করিয়া বাটী যাইতেছে, কেহবা স্নানার্থ আসিতেছে, কেহবা মুখ ধুইতেছে, কেহবা সোপানোপরি উপবিষ্ট হইয়া পদমার্জ্জনা করিতেছে। প্রাচীনা ব্রাহ্মণকন্যাগণ স্নানশেষে যথারীতি আহ্নিক পূজাদিও করিতেছে। এক যুবতী সোপানে বসিয়া পদমার্জ্জনে ব্যাপৃতা। অপরকে যাইতে দেখিয়া কহিল ;—

"দিদি তুমি যে শীগ্গির শীগ্গির চল্লে ? তোমায় ত আর রাঁধতে হবে না, তবে যে এত তাড়াতাড়ি যাচ্চ ?"

"না বোন, আমাকে আজ্ রাঁধ্‌তে হবে। কাল রাত থেকে বড়বৌএর অসুখ করেচে।"

"তা হ'ক তোমার বাড়ীতে ত আর যগ্গি নয় যে মেলা রাঁধ্‌তে হবে।"

"না যগ্গি নয় বটে, তবে দেবগ্রাম থেকে আমার বোন্ আর বোন্‌পো এসেচে, আর জেলেরা একটা বড় মাছ দিয়েচে।

"ও—তবে তোমার বাড়ীতে আজ কুটুম্ এসেচে! কি রাঁধ্‌বে ভাই?

"মাস কলায়ের ডাল, বড়ি ভাজা, মাছ ভাজা, মাছ চড়্‌চড়ি, মাছের অম্বল. আর যা হয় একটা তর্‌কারী রাঁধবো। আর আমার বোন্‌পো আম্‌ড়া দিয়ে পোস্ত দিয়ে বড় ভাল বাসে, তাই তার জন্যে রাঁধ্‌তে হবে।"

"ভাই! তোমাদের বেনে জাত বড় বড়ি আর পোস্ত ভালবাসে। আমাদের বামুন্‌রা ওসব দেখ্‌তে পারে না।"

"তোমাদের বামুন্‌রা বড়ি তোয়ের কর্‌তে জানে না, কাযেই ভালবাসে না। যদি একবার আমাদের বড়ি খাও, তা হলে আর ৭ মাসেও ভুল্‌তে পার্‌বে না।

রোজ রোজ বড়ি খেতে ইচ্ছে হবে। আর পোস্ত দানাতে কেমন উত্তম তরকারী হয়!"

'যা হ'ক ভাই! তুমি বড়ির যে রকম সুখ্যাৎ ক'চ্চ শুনেই আমার মুখ দিয়ে জল উঠ্‌চে। বামুন্ না হ'লে একদিন তোমাদের বড়ি খেয়ে দেখ্‌তাম।"

"বামুন হয়েছ তার কি হয়েছ? বড়ি খেলে আর তোমার জাত যাবে না" বলিয়া বণিকপত্নী কলসী কক্ষে নিজ আলয়ে চলিয়া গেল।

অপরা আর একজনকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "তোমার ও গয়না কবে হ'ল সই?"

"কি গয়না সই? ঝুম্‌কো? এই আজ দুদিন হয়েচে। সিদে স্যাক্‌রা গড়েচে। কেমন গড়েচে ভাই?"

"বেশ গড়েচে। তোমার গয়নার অভাব কি বল। তুমি আগাপাচ্‌তলা সোনায় মোড়া রয়েচ। তুমি ভাই কপালগুণে ভাতার পেয়েচ ভাল। তুমি কিসে সুখে থাকবে, তার কেবল সেই চিন্তে।"

কেন ভাই? তোমার ভাতারও ত শুনেচি খুব ভাল মানুষ' আর তোমাকে খুব ভালবাসে।"

"আমার ভাতার আমাকে ভালবাসে! আর বিধেতা! আমার দুঃখে শেয়াল কুকুর কাঁদ্‌চে।"

"কেন ভাই তোমার কি দুঃখু? তোমার খাবার দুঃখু নেই, পর্‌বার দুঃখু নেই, যা যখন দরকার পাচ্চ; তা ছাড়া ভাতারও খুব ভালবাসে; তবে আবার তোমার দুঃখু কিসের?"

"আমার পর্‌বার দুঃখু নেই সত্তি, কিন্তু তুমি যা পর তার এক খানার দামে আমার সাত খানা হয়। পেটে খাওয়া—তা কে না খায় ভাই? কুকুর শেয়ালেও খায়। ভালবাসা—অমন শুক্‌নো ভালবাসার দরকার? কি বল্‌বো বল! সবই আমার কপালের দোষ। মরণ না হ'লে আর এথেকে ছাড়ান নেই।"

"ছি সই! মিছি মিছি অমন দুঃখ কর্‌চ কেন ভাই? গয়না দিলেই কি ভাতারের ভালবাসা হয়? শুনেচি কল্‌কাতার বড় বড় বাবুরো মাগ্‌কে সোণায় মুড়ে রাখে; এত গয়না দেয় যে আমরা তার নামও জানিনে; কিন্তু তারা একদিনের জন্তেও রাত্তিরে বাড়ী থাকে না। মেছোবাজারে, না হয়, সোণাগাছিতে বাবুরো রাত কাটায়; কিন্তু তোমার ভাতার ত আর

সেরকম নয়? সন্ধের পর সে আর বাইরে যায় না, তোমাকে মারে না, ধরে না, তুমি ছেড়ে তুই কখন বলে না, এর চেয়ে আর তুমি কি চাও ভাই? গয়না দিতে পারেনি সত্তি; কিন্তু আপনার মাগ্‌কে দিতে কার না ইচ্ছে ভাই? মা লক্ষ্মী মুখ তুলে তাকান্‌, তবে অবিশ্যি তোমায় গয়না দেবে। মিছে দুঃখ করো না সই! কপাল ব'লে মান যে অমন ভাতার পেয়েছো।"

"ভাই বগলা! আমার ভাতারের ওপর তোমার বড় টান্‌ দেখ্‌চি? তবে ভাই আয় বদ্‌লাবদ্‌লি করি।"

"সই এ কেমন কথা ভাই? একি ভাল কথা। আপ্‌নার কপালে যেমন ভাতার পেয়েচি তাই ভাল। ও রকম ভাবাও পাপ।"

তুমি ভাই পণ্ডিত, তুমি লেখা পড়া শিখেচ, সই! কিছু মনে করো না ভাই? আমি মুখ্‌খু সুখ্‌খু মানুষ, কি বল্‌তে কি বলেচি।"

"না সই! আমিই কি পণ্ডিত? আমিও তোমাদের মতন মখখু! তবে যা দুই একখানা বই পড়েচি.

তাতেই আছে গয়না গাঁটী দিলেই মাগ ভাতারের সুখ হয় না; মনের মিল হলেই স্বচ্ছন্দ হয়।"

"ঠিক্ কথা সই! তুমি যা বল্‌ছ তাই সত্ত। আমি আর খুঁৎ খুঁৎ কর্‌ব না।"

রমণীদ্বয়ের এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, ইতি-মধ্যে বদনের স্ত্রী সুন্দরী কলসী কক্ষে ঘাটে উপস্থিত হইল এবং ভদ্রবংশীয়া রমণীগণ স্নান করিতেছে দেখিয়া ঘাটের পার্শ্বে দাঁড়াইল। তাহাকে দেখিয়া এক প্রৌঢ়া কহিল "হ্যাঁগা মালতীর, মা! পদ্মপালের বড়মেয়ে ধনমণির সঙ্গে নাকি তোমার গোবিন্দের বিয়ে দিচ্চ?

"হ্যাঁ, কথা বাত্রা ত হচ্চে,—তবে এখনও কিছু ঠিক্ হয় নি।"

"আহা তা হলেত বেশই হয়। ধনমণি বড় লক্ষ্মী মেয়ে।"

"অত সুখ্যেৎ করো না মা—কি জানি ভাল মন্দ কি হয় যদি বিধেতার ঘটনা থাকে তবে হবে।"

"তার জন্যে তোমার কোন ভাবনা নেই। পদ্মপাল তোমার গোবিন্দকে খুব ভালবাসে। বিয়ে নিশ্চয়ই হবে।"

"দেখ তোমাদের সকলের আশীর্ব্বাদে হয় হৌক," বলিতে বলিতে রমণীবর্গ চমকিত হইয়া বলিল, "এই যে আমাদের জমিদারের মেয়ে হেমাঙ্গিনী আস্‌চে!"

পাঠক মহাশয়! দেখুন, অদূরে লাবণ্যবতী যুবতী গজরাজ-বিনিন্দিত মন্দ মন্দ পদবিক্ষেপে স্নানার্থ আসিতেছে। উহার গঠন সুকুমার, মস্তক অনাবৃত ও শরীর অলঙ্কারাবৃত। উহার পদবিক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে পদাভরণের কেমন শব্দ হইতেছে! কিছু দিন পূর্ব্বে এক ধনবান্ জমিদারপুত্রের সহিত হেমাঙ্গিনীর বিবাহ হয়। বিবাহের পর হেমাঙ্গিনী শ্বশুরালয়েই ছিল। আজ পাঁচ সাত দিন হইল সে পিত্রালয়ে আসিয়াছে। হেমাঙ্গিনীর প্রকৃতি অতীব গম্ভীর। কেহ কথা না কহিলে সে আগে কাহারও সহিত কথা কহে না। পাঠক মহাশয় দেখিতেছেন ঘাটে এত লোক রহিয়াছে, হেমাঙ্গিনী কাহারও সহিত আলাপ করিতেছে না। বড় মানুষের মেয়ে, হঠাৎ কেন লোকের সঙ্গে কথা কহিবে?

হেমাঙ্গিনী ঘাটে আসিলে সকলে কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ রহিল। অবশেষে এক বৃদ্ধা তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিল;—

'তোমার বাপের কাছে দরজায় কে ব'সেছিলগা?'

হেমাঙ্গিনী—মন্ত্রেশ্বরের দারগা।

বৃদ্ধা—দারগা! দারগা কি কর্‌তে এসেচে! খুনও হয় নি, ডাকাতীও হয় নি।

হেঃ—খুন হয় নি? পদ্মপালের ছোট মেয়ের কথা কি ভুলে গেছ না কি?

বৃ—সে ত অনেক দিন হয়েচে। আর সে চুকে বুকেও গিয়েছিল?

হেঃ—চুকে যায় নি, চাপা দেওয়া ছিল, এখন সবাই জানতে পেরেচে।

বৃঃ—তা তোমার বাপ দারগাকে কি বল্লেন?

হেঃ—আমি তা জানিনে বোধ হয় ঘুস্‌ঘাস্ দিয়েছেন।

রমণীবর্গ মধ্যে এই ঘটনার বিষম আন্দোলন উপস্থিত হইল। কেহ কেহ ঘুস্ দিবার পোষকতাও কেহ বা নিন্দাবাদ করিতে লাগিল। এতদ্ব্যতীত ঘাটে স্বামীর নিষ্ঠুরতা, দুই সতীনের কলহ, বিমাতার ব্যবহার, গ্রামের কোন্ স্ত্রী রূপসী ও কে কুরূপা ইত্যাদি নানা প্রকার কথোপকথনের পর রমণীগণ একে একে

নিজ নিজ আলয়ে গেল। ঘাটে আর কেহই নাই। অতএব পাঠক মহাশয়! এই বেলা আসুন আমরা পালাই। নচেৎ যদি ইহার পরে কোন রমণী স্নান করিতে আসিয়া আমাদিগকে দেখিতে পায়, তাহা হইলে ঝাঁটার হস্ত হইতে আর আমাদিগের পরিত্রাণ থাকিবে না। কেন না, স্ত্রীলোকদিগের নিঃশঙ্ক কথোপকথন লুকায়িতভাবে শ্রবণ করা নিতান্ত অবিধেয়।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

—:०:—

সুধামুখী।

মালতীর বিবাহের পর হইতে আর তাহার কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই; অতএব পাঠক মহাশয় আসুন! শ্বশুরালয়ে মালতী কেমন আছে ও কি করিতেছে দেখিয়া আসি।

বিবাহের দুই দিবস পরে মালতী পতির সহিত পিত্রালয় পরিত্যাগ করিয়া শ্বশুরালয়ে যায় এবং শ্বশুর শাশুড়ী ও অপরাপর আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধববর্গ কর্ত্তৃক সাদরে গৃহীত হয়; এমন কি নববধূ সমাগমে কেশব চন্দ্র সেনের বাটী আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

দুর্গানগর কাঞ্চনপুর হইতে প্রায় ১৫ ক্রোশ পূর্ব্বে এবং ভাগীরথী তীরস্থ দক্ষিণ পল্লীগ্রাম হইতে অধিক দূর নহে। এখানেও সদ্গোপ ও আগুরীর সংখ্যা অধিক। ব্রাহ্মণ ও অপরাপর জাতি অতি বিরল। অধিবাসীগণ প্রায় কৃষিজীবী। গ্রামটী দক্ষিণপল্লীর বাঁড়ুয্যেদের জমিদারীভুক্ত। ইহার নৈসর্গিক শোভা

কাঞ্চনপুরেরই ন্যায়। প্রভেদের মধ্যে কাঞ্চনপুর অপেক্ষা এখানে খাজুর ও কাঁঠালগাছ অধিক। কৃষি কার্য্যও কাঞ্চনপুরের ন্যায়। অধিকন্তু এখানে নীলের চাস হয়।

একাদশবর্ষ বয়ঃক্রম কালে মালতীর বিবাহ হয়। তত কোমল বয়সে শ্বশুরালয়ে বাস করা ও বিবাহিত জীবনের সকল কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করা তাহার পক্ষে অসম্ভব। সুতরাং কিছুদিন দুর্গানগরে থাকিয়াই মালতী পিত্রালয়ে আসিল। একবৎসর গত [illegible] মালতীকে লইয়া যাইবার নিমিত্ত দুর্গানগর হইতে লোক আসিল। অনঙ্গ ও সুন্দরীর ইচ্ছানুসারে বদন এবার লোক ফিরাইয়া দিল। কিছুদিন গত হইলে, একজন স্ত্রীলোক একখানি ডুলি সঙ্গে উপস্থিত হইল। কিন্তু বদন এবারে আর না পাঠাইয়া কোনক্রমেই থাকিতে পারিল না। কন্যাপ্রেরণোপযোগী আয়োজনাদি হইতে লাগিল। মালতী বেশভুষায় ভুষিতা হইল। অনঙ্গ, সুন্দরী ও আদুরী রোদন করিতে আরম্ভ করিল। মালতীর ত কথাই নাই। বাহনগণ ডুলি তুলিল। মালতীর রোদনধ্বনি গগণ ভেদ

করিতেছে, পথ লোকে লোকাকীর্ণ। গ্রাম উত্তীর্ণ হইয়া বাহকগণ শস্যক্ষেত্রে পড়িল তথাপি মালতীর ক্রন্দন থামে নাই। বাহকগণ বিশ্রামার্থ ডুলি নামাইল। মালতীকে খাইতে অনুরোধ করিল। এইরূপ অনশনে ও রোদনে মালতী দুর্গানগরে উপস্থিত হইল। পুত্রবধূ দেখিয়া কেশবের আহ্লাদের সীমা রহিল না।

দেখিতে দেখিতে একমাস—দুইমাস অতীত হইল। তথাপি মালতীর চিত্ত সুস্থির হইল না। নির্জ্জন পাইলেই পিতামাতার বিরহানল তাহার হৃদয়ে প্রজ্জ্বলিত হয়। মালতী অশ্রুজলে সেই অগ্নি নির্ব্বাণ করে। কিন্তু দাম্পত্যপ্রেমের কি মহীয়সী শক্তি! মাধবের স্নেহ ও মমতাগুণে মালতী ক্রমে ক্রমে পিতামাতার বিরহশোক এককালীন বিস্মৃতা হইল।

দুর্গানগরের অপরাপর কৃষিজীবী অপেক্ষা কেশবের অবস্থা কিছু ভাল। তাহার কোন পূর্ব্বপুরুষ গ্রামের মণ্ডল ছিল। তজ্জন্য মুসলমান শাসনকর্ত্তাদিগের নিকট হইতে দশ বিঘা নিষ্কর ভূমি প্রাপ্ত হয়। এই দশ বিঘা ও মালগুজরী কুড়ি বিঘা সর্ব্বশুদ্ধ ৩০ বিঘা জমি কেশবের আবাদে আছে। বার্দ্ধক্য ও পুরাতন জ্বর প্রযুক্ত

কেশব পরিশ্রমে সম্পূর্ণ অপটু। মাধব ছেলেমানুষ, পরিশ্রমে সেও বড় পটু নহে। সুতরাং কৃষিকার্য্যের জন্য কেশবকে ঠিকা জন করিতে হয়। পরিবারের মধ্যে কেশবের পত্নী, পুত্র ও এক বিধবা কন্যা। কন্যার নাম কাদম্বিনী। কাদম্বিনী কৃষ্ণবর্ণা। তাহার প্রকৃতি অমায়িক। পিতা মাতা ভ্রাতার প্রতি কাদম্বিনীর একান্ত স্নেহ। অমায়িক প্রকৃতিবশতঃ গ্রামস্থ সকলেই কাদম্বিনীকে ভালবাসে।

সুধামুখী কেশবের পত্নী। তাহার আকৃতি অত্যন্ত কৃশ। মস্তক কেশহীন, চক্ষু টেরা এবং নাসিকা চেপ্টা। "আকারঃ সদৃশ প্রজ্ঞঃ"। সুতরাং সুধামুখীর স্বভাবও যে আকৃতির অনুরূপ হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ? কিন্তু সুধামুখী অলস নহে। সমস্ত দিন কোন না কোন কার্য্যে ব্যাপৃতা।

ফলতঃ সুধামুখীর প্রবল দোষ আছে। সে অত্যন্ত কলহপ্রিয়া। প্রতিবেশিনীবর্গ দিন রাত্রি সুধামুখী বাক্যসুধাবর্ষণে অভিষিক্ত হইয়া থাকে। কেশবসেনের ত কথাই নাই। সুধামুখীর সুধাবচনে অনবরত অভিষিক্ত হইয়াই যেন পুরাতন জ্বরাক্রান্ত হইয়াছে। মাধবেরও

পরিত্রাণ নাই। সময়ে সময়ে সামান্য অপরাধে মাতা কর্ত্তৃক যথেচ্ছা অপমানিত হইয়া থাকে। বস্তুতঃ সুধামুখী এরূপ কোপন-স্বভাবা যে মাসের মধ্যে ১৫ দিন তাহাকে অনশনে থাকিতে হয়। প্রতিবাসী-মণ্ডলীমধ্যে সুধামুখী "রায়বাঘিনী" নামে অভিহিতা। কেহ কেহ তাহাকে "খেঁকি" বলিয়া থাকে।

সুধামুখী কিয়দ্দিবস মালতীর প্রতি সদ্ব্যবহার করিল। কিন্তু সে অতি অল্পদিনের জন্য। মালতী শীঘ্রই শাশুড়ীর স্বভাবের পরিচয় পাইল। এমন কি অল্পদিনের পরে মালতীর প্রত্যেক কার্য্য সুধামুখীর অসন্তোষপ্রদ হইতে লাগিল। "মালতী ভাল করে ঘর ঝাঁট দেয় না। কি ছাই ঘুঁটে দেয় যে একখানাও জ্বলে না। এমনি তরকারি রাঁধে যে কেউ মুখে দিতে পারেনা। মালতী কোন কাজই জানে না। তার চলন যেন ঠিক ব্যাটাছেলের মতন। কি কথা কয় কিছুই শুনতে পাওয়া যায় না। কোন কথা বল্লেই নাক সিঁটকে হাসে।" সুধামুখী মালতীর এইরূপ ও অন্যরূপ নানাপ্রকার দোষ দেখিতে লাগিল। মালতী মনে করিল সময়ে শাশুড়ীর স্বভাবের পরিবর্ত্তন হইবে। কিন্তু

পরিবর্ত্তন কোথায়? উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ফলতঃ এরূপ শাশুড়ীর হস্তে মালতীর যে কি দুর্দ্দশা হইত বলা যায় না। যখন শাশুড়ীর তিরস্কারে মালতী মর্ম্মপীড়ায় একান্ত ব্যথিতা হয়, তখন প্রিয়ভাষিণী কাদম্বিনী বিবিধপ্রকারে তাহাকে সান্ত্বনা করিতে চেষ্টা করে।

কিছুদিন গত হইলে কেশব পুরাতন জ্বরে প্রাণ-ত্যাগ করিল। বৈধব্যদশায় সুধামুখী পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর ভয়ানক হইয়া উঠিল। এক্ষণে যথার্থই সে "বাঘিনী" নামের যোগ্যা। মাধবের মাতৃভক্তি প্রগাঢ়। পত্নীর অনুরোধে সে কখনই মাতাকে স্বতন্ত্র করিতে পারে না। তাহা হইলে লোকে কি বলিবে? যাহাহউক, লোকনিন্দা ভয়েই হউক, আর মাতৃভক্তিপ্রযুক্তই হউক, মাধব মাতার সহিত স্বতন্ত্র হইতে পারিল না। সুতরাং মালতীর সুখের আশা কোথায়? যাবজ্জীবন তাহাকে শাশুড়ীর বাক্যযন্ত্রণা সহ্য করিতে হইবে।

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ।

—০:※:০—

দুর্গানগরের ঘটনা।

একদিন রাত্রিকালে ঘরে গিয়া মাধব দেখিল মালতী রোদন করিতেছে। কারণ জানিতে না পারিয়া মাধব জিজ্ঞাসা করিল "কাঁদ্‌চ কেন? কি হয়েচে?" কিন্তু মালতী কোন উত্তর দিল না। বরং পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর রোদন করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে অতিমাত্র ব্যগ্র হইয়া পুনরায় তাদৃশ রোদনের কারণ জিজ্ঞাসা করিল।

স্বামীর এইরূপ পুনঃ পুনঃ অনুরোধে মালতী কণ্ঠ-রুদ্ধস্বরে কহিল "আমার আর একদণ্ডও বাঁচ্‌তে ইচ্ছে নেই। মরণ হলেই আমি বাঁচি।" এইমাত্র বলিয়া পুনর্ব্বার অধোমুখে রোদন করিতে আরম্ভ করিল। মাধব তাহার গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে চিবুক ধরিয়া কহিল "কি হয়েচে বল—ওরকম কেঁদনা। তোমার এখন যে সময় এ সময়ে কাঁদা ভাল নয়—অলক্ষণ। কেন মিছে অলক্ষণগুল কর্‌চ?"

মালতী। "পরমেশ্বর আমার ছেলে পিলে না দিলে ভাল হ'ত। আমার আপনার প্রাণের ওপর যখন এত তাচ্ছল্য হয়েচে, তখন আমি ছেলের যত্ন কর্‌ব কি করে?"

মাধব। তোমার কি দুঃখু হয়েচে বলনা?

মালতী। তোমার আর কি বলব—আমার মাতা আর মুণ্ডু! আমার হাড় ভাজা ভাজা হয়েচে। আজ বিকালে শাশুড়ী আমার গালে থাবড়া মেরেচেন—শুনলে?

মাধব। মা তোমার গালে থাবড়া মেরেচেন? সত্যি নাকি? হা বিদেতা! আমার কপালেও এত ছিল? কেন মার্‌লেন?

মালতী। কেন তা আর কি জানি? আজ একাদশী। শাশুড়ী ভাত খাবেন না বলে আমি তাঁর জন্যে দুধ জাল দিচ্ছিলাম। জাল দিতে দিতে ভাঁড়ার ঘরে গিয়েছি, আর বুঝি দুধ উথলে উননে পড়েচে। শাশুড়ী উঠনে ছিলেন—দেখে, আমায় যাচ্ছেতাই গাল্ দিতে লাগ্‌লেন। আমার অপরাধের মধ্যে বল্লাম " মা কেন আমায় গাল্ দিচ্চ? আমি কি আর সাধ ক'রে দুধ

ফেলেচি?" বল্‌তে না বল্‌তেই দৌড়ে এলেন আর "পোড়ারমুকো মেয়ে আমার সঙ্গে চোপা কর্‌তে শিখেচ? জাননা শাশুড়ী কে?" বলেই গালে চড় মাল্লেন।

মাধব। উঃ! মা যদি সত্যি সত্যি তোমায় মেরে থাকেন তবে বড় লজ্জার কথা। আমি তাঁকে বল্‌ব এখন।

মালতী। ব'লে আর তুমি কি করবে? বল্লে কি তাঁর স্বভাব বদ্‌লাবে? কয়লাকে ধূলে যদি তার কাল রং যেত, তা হলে আর ভাবনা থাক্‌তো না। তাঁর স্বভাব বদলাবার নয়।

মাধব। তুমি তবে কি কর্‌তে বল?

মালতী। আমার আর বলাবলি কি? আমি যা বল্‌ব তা তুমি করবে না। আমি পুরুষমানুষ হলে, অমন মাকে আলাদা করে দিতাম।

মাধব। ছি ছি ও কথা মুখেও এন না। যে মা থেকে পৃথিবী দেখলাম, সেই মাকে আলাদা করে দেব? মাগের জন্যে কি মায়ের সঙ্গে আলাদা হব নাকি? এ করা চুলোয় যাক, ভাবলেও পাপ আছে। মাগ্‌কে

ছাড়লে কোন পাপ নেই, কিন্তু মাকে ছাড়ার চেয়ে পাপ জগতে আর দেখ্‌তে পাই না।

মালতী। তবে কেন সাহেবেরা বিয়ে করেই বাপ মায়ের সঙ্গে আলাদা হয়? আমি সেদিন বামুনদের কাছে শুনেছি। এ নিয়ম ভাল। এতে আর শাশুড়ী বৌএ ঝগড়া হয় না।

মাধব। হা কপাল! সাহেবদের সঙ্গে আমাদের কি সম্পর্ক? তুমি কি খেপেচ নাকি? কে তোমায় এমন বুদ্ধি দিলে?

মালতী। আচ্ছা সাহেব্‌দের কথা না হয় ছেড়ে দেও। আমাদের আপনাদের জাতেও ত কত রয়েচে। এই দক্ষিণপাড়ার ছিদেন পাল—সে কি তার মাকে উপস করিয়ে রাখ্‌চে? সে মাকে খেতেও দিচ্চে, পর্‌তেও দিচ্চে। তবে খালি আলাদা ঘর করে দিয়েচে। তুমিও কেন তাই করনা?

মাধব। হুঁ—মাকে আলাদা করে দিয়ে, ছিদেম পালের কি যশই বেরিয়েছে। গাঁয়ের এমন লোক নেই যে ছিদেম পালকে গা'ল না দেয়। সকলেই তাকে "কুপুত্র বলে।" ও কথা আর মুখেও এন না। মাগের সঙ্গে সুখে

থাকবার জন্যে যে আপনার মাকে আলাদা করে দেয়, তার বাঁচবার কিছু দরকার নেই। তার হাড়ে দুব্বো গজায়। মাকে কি আলাদা করা যায়। বরং আমি তাঁকে বল্‌ব যে, তোমার সঙ্গে ঝগ্‌ড়া, কোঁদল না করেন। এ সব কারু দোষ নয় আমারই কপালের দোষ। কপালের লেখা কেউ কি কখন এড়াতে পারে?

এ কথায় আর মালতী কোন উত্তর দিতে পারিল না। হতাশ্বাস হইয়া মাধবের মতেই তাহাকে মত দিতে হইল। কথিতমতে পরদিন প্রভাতে মাধব মাতাকে বলিবামাত্র সুধামুখী গর্জ্জন করিয়া কহিল;— "পোড়ারমুখী বুঝি তোকে সব বলেছে তখনিত আমি বলেছিলাম যে, কাঞ্চনপুরের সামন্তদের ঘরে ছেলের বিয়ে দেব না। সেই হতভাগাই ত এই বিয়ে দিলে। বৌ কি আমায় বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিতে বলে না কি? হতভাগা ছেলে মাগের কথা শুনে তুই আমায় বকৃতে এয়েচিস্? পোড়াকপালে মেয়ে! রাক্ষুসী! তার মুখে ঝাঁটা। ওকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দে। আমি কালই তোর বিয়ে দেব। ঝাঁটা মেরে অমন বৌকে বিদেয় করে দে।

এই সুধা প্রবাহ হইতে পরিত্রাণ পাইবার পলায়ন ভিন্ন উপায় নাই। সুতরাং মাধবকে পলায়ন করিতে হইল। কাদম্বিনী রান্নাঘরে ছিল। মালতীর প্রতি মাতার কটূক্তি শুনিয়া প্রাণপণে তাহাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিল। কিন্তু এবম্বিধ গালাগালি দিয়াও সুধামুখী নিরস্ত হইল না। কোপান্ধতা প্রযুক্ত অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত অস্পষ্টস্বরে কটুবাক্য প্রয়োগ, বলপূর্ব্বক দ্বার উদ্ঘাটন, তৈজসপত্রাদি দূরে নিক্ষেপন ইত্যাদি প্রকারে আস্ফালন করিতে লাগিল। সে দিন সুধামুখী আর কাহারও সহিত বাক্যালাপ করিল না।

যথা সময়ে মালতী একটী পুত্র প্রসব করিল। মাধব প্রকৃত বৈষ্ণব। বৈষ্ণবদিগের রীত্যনুসারে মালতীকে একমাস সূতিকাগারে থাকিতে হইল না। পরদিন সূতিকাগৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া স্নানাদি করিয়া 'হরিলুট' দিল এবং মাধবের পুত্র 'যাদব' নামে অভিহিত হইল।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

নবান্ন।

অগ্রহায়ণ মাস। আকাশে কুত্রাপি মেঘ লক্ষিত হয় না। উজ্জ্বল সূর্য্যকিরণে দিনমান পরিষ্কার। কাঞ্চনপুরে নবান্নের সমারোহ পড়িয়াছে। সচরাচর বর্দ্ধমানপ্রদেশে শীতকালে নোনা, বোনগোটা, কেলে, বেনাফুলি, রামশালি, চিনিশর্কর, সূর্য্যমুখী, দাদ্‌খানি, আলমবাদশা ও রাঁধনিপাগল এই কয়প্রকার ধান্য জন্মে। দেশপ্রথানুসারে প্রথমে দেবতাদিগকে উৎসর্গ না করিয়া কেহই তাহা খাইতে পারে না। সুতরাং সমগ্র ধান্য কাটিবার পুর্ব্বে নবান্নের জন্য আবশ্যকমতে কিয়দংশ ধান্য কাটিয়া চাউল প্রস্তুত করা হয়।

কৃষিজীবীদের পক্ষে নবান্নের দিবস মহানন্দের দিন। আজ সমস্ত কৃষিকার্য্য বন্ধ। প্রভাত হইবামাত্র সকলেই নবান্নের উদ্‌যোগে ব্যাপৃত। আজ এক প্রহরের মধ্যে সকলকেই আহারাদি ব্যাপার সম্পন্ন করিতে হইবে। সুতরাং অন্যান্য দিন অপেক্ষা আজ

সকলেই সকাল সকাল স্নান করিল। অনঙ্গ, সুন্দরী ও আদুরী নবান্নোপযোগী সমস্ত আয়োজন করিয়াছে। বড় ঘরের এক কোণে একটী পাত্রে নূতন অনুচ্ছিষ্ট চাউল, একদিকে একটি হাঁড়ীতে এক হাঁড়ী দুগ্ধ, আর একদিকে কতকগুলি ফলমূল রাখা হইয়াছে। যথাসময়ে কুলপুরোহিত রামধন মিশ্র উপস্থিত হইল এবং পূজাদি ব্যাপার সম্পন্ন করিয়া একটী বৃহৎ পাত্রে চাউল, দুগ্ধ ও অন্যান্য ফলমূল একত্র করিয়া দেবতা দিগকে জ্ঞাপন করিবার জন্যই যেন সকলে শঙ্খধ্বনি করিল। অতঃপর উদ্দেশে-দেবতাগণকে উৎসর্গ করিয়া পঞ্চভূত, সপ্তাপব মুনিঋষি ও বদনের পূর্ব্বপুরুষদিগকেও উদ্দেশে প্রদান করা হইল। অনন্তর গোরুদিগকে দেওয়া হইলে, গোবিন্দ পুরোহিতের আদেশানুসারে একটী পাত্রে কিছু নবান্ন লইয়া পক্ষীদিগকে দিবার নিমিত্ত ঘরের চালে এবং অপর একটী পাত্রে করিয়া শৃগাল প্রভৃতি অরণ্যজন্তুর নিমিত্ত বনে রাখিয়া আসিল। বদনের পুষ্করিণীর মৎস্যগণই বা কেন বঞ্চিত হয়? তাহাদিগের জন্য কিয়দংশ জলে ও মূষিক পিপীলিকা প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জন্তুদিগের জন্য কিছু ঘরের কোণে রাখা হইল।

এইরূপে স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতাললোকের সমুদায় দেবতা ও প্রাণীগণকে ভোজন করাইয়া বদন সপরিবারে জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ প্রদানপূর্ব্বক কৃতজ্ঞহৃদয়ে নবান্ন ভোজন করিল।

অনন্তর মধ্যাহ্ন ভোজন। বদন যে শ্রেণীনিবিষ্ট তাহাদিগের পক্ষে মাংস নিষিদ্ধ এবং মদ্যের ত কথাই নাই। অথচ অন্যান্য দিন অপেক্ষা অদ্যকার মধ্যাহ্ন ভোজন কিছু ব্যয়সাধ্য। তজ্জন্য ভাত, ডাল এবং পটোল, আলু, উচ্ছে প্রভৃতি পাঁচ সাত প্রকার ভাজা, মাছ ভাজা, মাছের অম্বল ও পায়সান্ন প্রভৃতি নানা প্রকার খাদ্য প্রস্তুত হইল। যাহা হউক এক্ষণে স্ত্রীলোক-দিগকে রান্নাঘরে রাখিয়া, পাঠক মহাশয়! আসুন আমরা পথে ও গ্রামের প্রান্তভাগে পুরুষদিগের কৌতুক দেখিয়া আসি।

প্রান্তর অতি বিস্তীর্ণ। তাহার উভয় পার্শ্বেই আম্র কানন। প্রান্তরে অন্যূন শতাধিক লোক কৌতুকে নিযুক্ত। বদন, কালমাণিক ও গোবিন্দও ইহার মধ্যে আছে। নন্দ, কপিল, রসময়, মদন, চতুর ও বোকারাম প্রভৃতি গোবিন্দের বন্ধুবর্গ সকলেই ক্রীড়াপরতন্ত্র।

ইহারা অনেক দলে বিভক্ত। একদল 'দাণ্ডাগুলি' একদল 'হাডুগুডু' ও একদল কুস্তিতে রত। আমাদের কালমাণিক শেষোক্ত দলভুক্ত। সে একজন সমকক্ষের সহিত মল্লযুদ্ধে নিযুক্ত। জয়লক্ষ্মী কখন বা কালমাণিকের পক্ষে ও কখনও বা তাহার বিপক্ষের পক্ষে। কিয়ৎক্ষণ পরে দ্রষ্টৃবর্গ হর্ষধ্বনি করিয়া উঠিল——কালমাণিক তাহার বিপক্ষকে পরাজয় করিয়াছে।

কৃষকনিচয় এইরূপ ও অন্যান্য নানারূপ আমোদ আহ্লাদে রত। ইত্যবসরে ভগবান কমলিনীনায়ক সময় বুঝিয়া অস্তাচল-শিখরে স্বকীয় সৌন্দর্য্যময় দেহ লুক্কায়িত করিলেন। দিনমান শেষ হইল ও তাহার সঙ্গে সঙ্গেই কৃষকদিগের নবান্নের আমোদেরও পরিসমাপ্তি হইল।

অষ্টবিংশ পরিচ্ছেদ।

—০:::০—

ধানকাটা।

নবান্নের একমাস পরে কৃষকদিগের অপর এক আমোদের সময়। কিন্তু ইহা নবান্নের আমোদ হইতে

অনেক বিভিন্ন। নবান্নের সময় কৃষকদিগের সমস্ত কার্য্য বন্ধ হয়,কিন্তু এক্ষণে উহা অধিকপরিমাণে বর্দ্ধিত হয়। এমন কি এসময়ে তাহাদিগের স্নানাহারের সময়ও থাকেনা।

পৌষমাস। ধান্য সকল সুন্দর পরিপক্ক হইয়াছে। অতএব এককালীন সমুদায়ই কাটা উচিত। নিজে সমস্ত ধান কাটা যাইতে পারেনা। সুতরাং বদন "ছাটা" করিয়া জন লইতে বাধ্য হইল। গোবিন্দ ও কালমাণিক কর্ত্তৃক কন্যা যাদুমণির মৃতদেহ আবিষ্কৃত হওয়া পর্য্যন্ত পদ্মলোচন পাল বদনের সহিত একপ্রকার বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছে এতন্নিবন্ধন বদন তাহার নিকট হইতেই আবশ্যক মতে "ছাটা" প্রাপ্ত হয়। নির্দ্দিষ্টরূপ পদ্ম পালের "ছাটা" পাইয়া বদন, কালমাণিক ও গোবিন্দ কাস্তে গোরু ও দড়ি লইয়া মাঠে গেল। বদন, কাল-মাণিক ও পদ্মলোচন ধান কাটিতেছে এবং গোবিন্দ "আটি" বাঁধিয়া গোরুর পৃষ্ঠে বোঝা চাপাইয়া দিয়া বাটী লইয়া যাইতেছে। এইরূপে ধান্য সকল খামারে নীত হইলে পর "আছড়ান" হইল। অনন্তর শস্যগুলি গোলায় ও খড়গুলি "পালুয়ে" রাখিয়া বদন নিশ্চিন্ত হইল।

দেখিতে দেখিতে পৌষমাস অতীত হইল। কাঞ্চনপুর গ্রাম 'পিটে-সংক্রান্তির' আমোদে আমোদিত। বাঙ্গালার অন্যান্য স্থানে 'পিটে-সংক্রান্তির' আমোদ এক দিন। কিন্তু বর্দ্ধমান প্রদেশে তিন দিন। প্রথম দিন প্রত্যুষে উঠিয়াই অনঙ্গ, সুন্দরী ও আদুরী স্নান করিয়া মুগ, কলাই, বরবটী ও চাউল সিদ্ধ করিয়া তদ্দ্বারা নানারূপ পিষ্টক প্রস্তুত করিল। অন্যান্য পিষ্টক অপেক্ষা 'আস্কে' ও 'সরুচাকলি'ই অধিক পরিমাণে প্রস্তুত হইল। শিশু-রক্ষয়িত্রী ষষ্ঠীদেবীর প্রতি অনঙ্গের দৃঢ় ভক্তি। সুতরাং তাঁহার জন্য বিড়ালাকৃতির এক বৃহদাকার পিষ্টক প্রস্তুত হইল। সুসভ্য ধনবান লোকদিগের পক্ষে অস্বাস্থ্যজনক হইলেও কৃষিজীবীরা মহানন্দে পিষ্টক ভোজন করে। এই সময়েও কৃষকগণ নবান্নের ন্যায় নানারূপ আমোদ আহ্লাদে দিনপাত করে ও কৃষকপুত্রেরা প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে গীতচ্ছলে পৌষমাসের সুখ বর্ণনা ও 'এস পৌষ যেও না, জন্ম জন্ম ছেড় না' স্বরে পৌষমাসের শুভাগমন প্রার্থনা করে।

প্রথমখণ্ড সমাপ্ত।

শুদ্ধিপত্র।

পত্র	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১০	১	বিতর্ক	বিতর্কে
”	১০	এককালীন	এক কালে
১২	২	বৃক্ষদ্বয়	বৃক্ষচয়
”	১৯	দূরে	দূর
২০	১৮	এককালীন	এক কালে
৩০	১৭	অবশিষ্ট	অবশিষ্টে
৩২	১৪	সঙ্গে	সাঙ্কেতে
৩৩	৫	প্রস্তুতা	ব্যস্ত
৩৪	৫	আনন্দ	আনন্দে
৩৭	৭	স্বায়ম্ভুবে	স্বায়ম্ভব
৪৬	৪	আমিও	আমিত
৫৩	১৩	অভ্যন্তরের	অভ্যন্তরে
৬২	৫	আনন্দের	অনঙ্গের
৬৫		একাদশ	ত্রয়োদশ
৬৫	১৩	গমনকালীন	গমনকালে

৬৭	২	মাছ	মাছে
৬৭	১৫	;	।
৬৯	০	,	।
৬৯	১২	মল্লিকার	মল্লিকা
৭২	৮	মসীর বাহনে	সমীর বাহনে
৭৪	১৬	এককালীন	এক কালে
৭৭	৪	পারিলেন	পারিল
৭৯	১৭	এবং	কিন্তু
৮৩	১১	রকমে	রকম
৯৬	৩	সরলচিত্তে	সরলচিত্ত
১০৯	৯	এককালীন	এক কালে
১০১	১৫	কালীন	কালে